চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

সিস্টার Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 19 August, 2020 ■ আগরতলা, ১৯ আগষ্ট, ২০২০ ইং ■ ২ ভাদ্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

চিনের সাথে সংঘাত জারি, পাক সীমান্তে তেজস যুদ্ধবিমান মোতায়েন করল ভারতীয় বায়ুসেনা

নয়াদিল্লি, ১৮ আগস্ট (হি.স.)।। দেশের পশ্চিমে পাক সীমান্তে লড়াকু তেজস যুদ্ধবিমান মোতায়েন করল ভারতীয় বায়ুসেনা। লাদাখ সীমান্তে এখনও চিনের সাথে ভারতের সংঘাত জারি রয়েছে। শুধু তাই নয়, এখনও ভারতীয় ভূখণ্ডের বেশ কিছু জায়গায় চিনের দখলদারি রয়েছে বলেও অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে দেশের পশ্চিমে পাক সীমান্তে এলসিএ তেজস যুদ্ধবিমান মোতায়েন করল ভারতীয় বায়ুসেনা।

একাধিকবার প্রশাসনিক বৈঠক সত্ত্বেও চিন ভারতীয় ভুখন্ড থেকে সরতে নারাজ। এমনকি অস্ত্রও সংগ্রহ করা শুরু করেছে লালফৌজ। চিনের সাথে সমস্যা সমাধানের এখনও কোনও পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। বরং ভারতের একাধিক এলাকা দখল করে নিজেদের দেশের সীমানা বাড়াতে সচেষ্টা চিন। এই পরিস্থিতিতে দেশের উত্তর ও পশ্চিম সীমান্তে ভারতের সবকটি ফরওয়ার্ড বেসকে তৈরি রাখা হয়েছে। এমনি ২৪ ঘন্টা যাতে অপারেশন চালানো যায় সেভাবেই বেসগুলিকে তৈরি করা হচ্ছে। লাদাখ সীমান্তে চিনের আগ্রাসনের কথা মাথায় রেখেই ৪টি রাফাল যুদ্ধবিমান এনেছে ভারত। গত ১৫ আগস্ট লালকেল্লা থেকে দেশের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে তেজস যুদ্ধবিমানের ভূয়সী প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই যুদ্ধবিমান সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি হলেও যথেষ্ট শক্তিশালী। এই যুদ্ধবিমানের প্রথম স্কোয়ার্ডনটিকে আপাতত কাজে লাগানোর অনুমতি পেয়েছে ভারতীয় বায়ুসেনা। তারপরই পাক সীমান্তে মোতায়েন করা হল তেজসকে।

গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই আরও শক্তিশালী হয়েছে ভারতীয় বিমান বাহিনী। হ্যাল বা হিন্দুস্তান অ্যারোনটিকস লিমিটেডের কাছ থেকে ৮৩টি তেজস যুদ্ধ বিমান কেনার কথা জানিয়েছিল ভারতীয় বায়ুসেনা। আগামী তিন বছরের মধ্যে এই তেজস বিমানের ডেলিভারি দেওয়া শুরু করে দেবে বলে জানিয়েছে হ্যাল। দেশেই তৈরি এই যুদ্ধবিমানে রয়েছে একাধিক অত্যাধুনিক প্রযুক্তি।

ভারতীয় বায়ুসেনা সূত্রে জানা গিয়েছে, আপাতত ২০টি তেজস ফাইটার জেটকে ছাড়পত্র দিয়েছে ভারতীয় বায়ুসেনা। সেই ২০টি জেট ফাইটারকে ৪৫ নম্বর স্কোয়াডর্নের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এরপর আরও ২০টি বিমান হাতে পাওয়া যাবে, সেগুলিকে ১৮ নম্বর স্কোয়াডর্নে সামিল করা হবে। আর এই পরিস্থিতিতে চিনের সঙ্গে সংঘাতের মাঝেই দেশের পশ্চিম সীমান্তে পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে বেপরোয়া বাইক দূর্ঘটনায় নিহত দুই যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৮ আগস্ট।। রাজ্যে থেমে নেই যান সন্ত্রাস। আবারও যান সন্ত্রাসের বলি হল দুই যুবক। ঘটনা মঙ্গলবার রাত আটটা নাগাদ বিশালগড় এসডিএম অফিসের সামনে। জানা গেছে, মৃত দুই যুবকের নাম দিপেশ রংপিনি এবং দিরেশ ত্রিপুরা। আগরতলা থেকে বিশালগড়ের দিকে আসছিলেন দুই যুবক।

তবে বাইকের গতি খুবই বেশী ছিল। যার ফলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি বিদ্যুৎ এর খুঁটির সাথে ধাক্কা দেয়। দমকল কর্মীরা দুই যুবককে উদ্ধার করে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক দিপেশকে মৃত বলে ঘোষণা করে এবং অপর যুবককে রেফার করে জিবি হাসপাতালে। জিবিতেই ওই যুবক প্রাণ হারায়। পুলিশ দূর্ঘটনাগ্রস্ত বাইকটিকে থানায় নিয়ে আসে। একটি মামলা নেয়া হয়েছে।

পড়শি রাজ্যে ফুলডুঙসেইর অন্তর্ভুক্তি

মিজোরাম-ত্রিপুরা সীমানা নির্ধারণে উত্তরের ডিএমকে চিঠি কাঞ্চনপুরের এসডিএমের

আগরতলা, ১৮ আগস্ট (হি.স.)।। জম্পুই হিলসব্লকের অধীন ফুলডুঙসেই গ্রাম মিজোরামের অংশ হিসেবে নথি প্রকাশিত হয়েছে। তাতে ত্রিপুরার নাগরিক ১৩০ জনকে মিজোরামের ভোটার হিসেবে দেখানো হচ্ছে। তাই ত্রিপুরা ও মিজোরামের সঠিক সীমানা নির্ধারণের পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য উত্তর ত্রিপুরার জেলাশাসককে চিঠি দিয়েছেন কাঞ্চনপুরের মহকুমাশাসক।

কাঞ্চনপুরের মহকুমাশাসক চাঁদনি চন্দের চিঠিতে বলা হয়েছে, মিজোরামের ৩৭ নম্বর হাচেক জনজাতি সংরক্ষিত বিধানসভা আসনের পর্যালোচনা করে কিছু বিষয় নজরে এসেছে। তিনি বলেন, ফুলডুঙসেই ভিলেজ কাউন্সিল জম্পুই ফুলডুঙসেই আসনের অংশ হিসেবে নথিভুক্ত হয়েছে। পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে, ত্রিপুরার নাগরিক ১৩০ জন জম্পুই ফুলডুঙসেইর ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। তাঁদের নাম ত্রিপুরার ভোটার তালিকায়ও রয়েছে এবং ফুলডুঙসেইর আরওআর-এ নাম থাকায় তাঁরা রেশন সামগ্রী সংগ্রহ করছেন। তিনি বলেন, ওই ১৩০ জন কাঞ্চনপুর মহকুমার ফুলডুঙসেই রেশন দোকান থেকে সামগ্রী সংগ্রহ করছেন।

তাঁর কথায়, সম্প্রতি পূর্ত দফতরের রাস্তা নির্মাণে জম্পুই আরডি ব্লকের অধীনে কাওনপুই সীমান্ত গ্রাম পর্যন্ত গিয়েছে। তাতে ফুলডুঙসেইর পূর্ব অংশে মিজোরাম এবং পশ্চিম অংশে ত্রিপুরার অবস্থান। তিনি বলেন, ঐতিহ্যগতভাবে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গণেশ পূজা আসন্ন। মূর্তি তৈরীতে ব্যস্ত শিল্পী। মঙ্গলবার আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

চাকুরিচ্যুত শিক্ষকের মৃত্যু সোনামুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগস্ট।। সোনামুড়ায় মৃত্যু হল আরও এক চাকরিচ্যুত শিক্ষকের। মৃত শিক্ষকের নাম আব্দুল সাত্তার। তিনি মাছিমা দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলেন। চাকরিচ্যুত হওয়ার পর থেকেই শিক্ষক আব্দুল সাত্তার মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। মানসিক বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার কারণে তার মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে।

চাকরিচ্যুত শিক্ষকের মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। উল্লেখ্য এখনো পর্যন্ত চাকরিচ্যুত বেশ কয়েকজন শিক্ষক এর মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।রাজ্য সরকার এইসব চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের নিযুক্তির বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করছে বলে বার বার বললেও এখনো পর্যন্ত চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি সরকার। ফলে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের মধ্যে হতাশা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। চাকরিচ্যুত অনেক শিক্ষকের পরিবারের অনাহার-অর্ধাহারে নিত্যদিনের সঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভোক্তাদের সাথে প্রতারণা, গ্যাস এজেন্সিতে তালা ঝুলিয়ে দিল এনফোর্সমেন্ট বিভাগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগস্ট।। রাজধানী আগরতলা শহর দক্ষিণাঞ্চল হাপানিয়া বাজারে সত্যনারায়ন গ্যাস এজেন্সিতে তালা ঝুলিয়ে দিল এনফর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্ট এর লোকজনরা। হাপানিয়া সত্যনারায়ন গ্যাস এজেন্সির বিরুদ্ধে বেশ কিছুদিন ধরেই অনিয়মের অভিযোগ ওঠে ছিল। বিষয়টি এনফর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্ট এর নজরে আনেন ভোক্তারা। সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্ট এর লোকজনরা আজ হাঁপানিয়া বাজারে সত্যনারায়ন গ্যাস এজেন্সিতে দেন।

হানা দিয়ে তারা অভিযোগের সত্যতা পান। জানা যায় হোম ডেলিভারির ক্ষেত্রে ভোক্তাদের কাছ থেকে যে টাকা আদায় করা হচ্ছে সেই টাকাই আদায় করা হচ্ছে হোম ডেলিভারির ক্ষেত্রে। এ ধরনের প্রামাণ্য তথ্য এনফোর্সমেন্ট এর লোকজনরা হাতেনাতে পান। সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সত্যনারায়ণ এজেন্সিতে তালা ঝুলিয়ে দেন এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের কর্মকর্তারা। অভিযোগকারী দলের কর্মকর্তারা জানান এ ধরনের অভিযান অন্যান্য গ্যাস এজেন্সিতেও অব্যাহত থাকবে।

শুধুমাত্র গ্যাস এজেন্সি তাই নয় বিভিন্ন দোকানপাটে এনফোর্সমেন্ট বাহিনীর তল্লাশি তৎপরতা অব্যাহত থাকবে। ভোক্তারা যাতে কোনোভাবেই প্রতারণার শিকার না হন সেজন্যই এনফর্সমেন্ট বাহিনীর এ ধরনের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে বলে তারা জানিয়েছেন। কোথাও কোন ধরনের অনিয়ম নজরে আসলে এনফর্সমেন্ট বাহিনীকে খবর দেওয়ার জন্য তারা জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

এনফোর্সমেন্ট শাখার কর্মকর্তারা আরো জানান জনগণের সহযোগিতা ছাড়া এ ধরনের কাজে এনফর্সমেন্ট বাহিনীর একার পক্ষে সাফল্য অর্জন কিংবা স্বচ্ছতা বজায় রাখা সম্ভব নয় ।রাজ্য সরকার প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যেমন স্বচ্ছতা বজায় রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ঠিক তেমনি ভোক্তা সাধারণকে প্রতারণার হাত থেকে রক্ষা করতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

কোভিড কেয়ারের জন্য ১৮৫টি অক্সিজেন কনসেনট্রেটর ও ৮২৪ টি পালস্ অক্সিমিটার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগষ্ট।। করোনার চিকিৎসায় কোভিড হাসপাতাল এবং কোভিড কেয়ার সেন্টারগুলিতে মুমূর্ষ রোগীদের জন্য ১৮৫টি অক্সিজেন কনসেনট্রেটর সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া হোম আইসোলেশনে থাকা করোনা আক্রান্তদের জন্য জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন থেকে রাজ্য সরকার ৮২৪টি পালস অক্সিমিটার গ্রহণ করেছে। খুব শীঘ্রই ওই পালস অক্সিমিটার গুলি করোনা আক্রান্তদের কাছে পৌছে দেওয়া হবে।

রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। এখন পর্যন্ত রাজ্যে ৭৪২৭ করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৭৪০৯ জন ত্রিপুরার বাসিন্দা। ১৮ জন করোনা আক্রান্ত রাজ্যের বাইরে রয়েছেন। সম্প্রতি করোনা আক্রান্তের মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে। শুধু তাই নয়, করোনা আক্রান্তরা জটিল পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছেন। কারণ, করোনা আক্রান্তদের মধ্যে অনেকেই নানা জটিল রোগে আক্রান্ত রয়েছেন। ফলে, তাদের চিকিৎসায় বিশেষ যত্ন নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। করোনা রোগীর চিকিৎসায় অন্যতম প্রধান হল অক্সিজেন। কারণ, শ্বাসকষ্টের সমস্যায় অক্সিজেন ছাড়া ওই রোগীকে বাঁচানো সম্ভব নয়। বিষয়টির গুরুত্ব অনুভব করে অক্সিজেন কনসেনট্রেটর এনেছে রাজ্য সরকার।

জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন রাজ্যের কোভিড হাসপাতাল এবং কোভিড কেয়ার সেন্টার গুলিতে অক্সিজেন কনসেনট্রেটর সরবরাহ করছে। এজিএমসি এবং জিবিপি হাসপাতালে ১০টি অক্সিজেন কনসেনট্রেটর দেওয়া হয়েছে। এছাড়া পশ্চিম জেলায় শহিদ ভগৎসিং কোভিড কেয়ার সেন্টারে ২০ অক্সিজেন কনসেনট্রেটর , হাঁপানিয়া মেলাপ্রাঙ্গণ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা ঃ রাজ্যে মৃত্যু আরও দুই

ইঞ্জিনীয়ারিং ছাত্রের ফাঁসিতে আত্মহত্যা উদয়পুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৮ আগস্ট।। মন্দির নগরী উদয়পুরের অরুণাচল সংঘ এলাকায় ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া এক ছাত্র ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে। আত্মঘাতী ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া ওই ছাত্রের নাম রুবেল রিয়াং। তার বাড়ি অমরপুরে। মঙ্গলবার সকালে ঘরের ভিতরে তার গলায় ফাঁস লাগানো হয়েছে।

জানা যায় ওই যুবক অরুণাচল সংঘ এলাকার একটি বাড়িতে ভাড়া থাকতো।ওই ভাড়াবাড়িতে সে আত্মহত্যা করেছে। সকালবেলা ঘরের দরজা না খোলায় লোকজনদের মনে সন্দেহ দেখা দেয়। তারপরে খবর দেওয়া হয় রাধাকৃষ্ণপুর থানার পুলিশকে। পুলিশ এসে বিছানার উপর থেকে তার ফাঁস লাগানো মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে যে দড়ি দিয়ে ফাঁস লাগিয়েছিল সেটির ছিঁড়ে বিছানার ওপর সে পড়ে গিয়েছিল। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া ছাত্রের ফাঁসিতে আত্মহত্যার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তবে আত্মহত্যার সঠিক কারণ জানা যায়নি। এর পেছনে কী রহস্য আত্মগোপন করে রয়েছে তা খুঁজে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিধাই মোহনপুরে চোরের দৌরাত্ম্য পুলিশি টহল নিয়ে অসন্তুষ্ট ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগস্ট।। মোহনপুর বাজারে চুরির ঘটনা দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। বাজারের বেশ কয়েকটি দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছে।লকডাউন চলাকালে চুরির ঘটনার বাড়বাড়ন্তে ব্যবসায়ীসহ স্থানীয় জনগণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। পরপর দোকানপাট এবং বাড়িঘরে চুরির ঘটনা ঘটে চললেও পুলিশের ভূমিকা নিরাশাজনক বলে স্থানীয় জনগণের অভিযোগ।

চোরের দৌরাত্ম্য প্রতিহত করতে পুলিশ কঠোর মনোভাব গ্রহণ করলে এত বেশি সংখ্যায় চুরির ঘটনা ঘটত না বলে অনেকেই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।পুলিশের নিষ্ক্রিয়তাকে পুঁজি করেই বাংলাদেশি চোরের দল সীমান্ত ডিঙিয়ে এসে মোহনপুর বাজারে প্রায়ই চুরির ঘটনা সংঘটিত করে চলেছে বলে ব্যবসায়ীদের অভিযোগ।পরপর বেশ কয়েকটি দোকানে চুরির ঘটনা ঘটলেও এখনো পর্যন্ত কোনো ক্ষেত্রেই পুলিশ চুরি যাওয়া জিনিসপত্র উদ্ধার কিংবা চোরদের পাকড়াও করতে সক্ষম হয়নি।

এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় জনগণ ক্ষোভে ফুঁসছেন।মোহনপুর বাজারসহ পার্শ্ববর্তীএলাকাগুলিতে রাত্রিকালীন পুলিশি টহল বাড়ানোর জন্য ব্যবসায়ীসহ স্থানীয় জনগণের তরফ থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।পুলিশ যথাযথ দায়িত্ব পালন না করলে স্থানীয় জনগণ এবং ব্যবসায়ীরা রাত জেগে পাহারা দিয়ে তাদের সম্পদ রক্ষা করতে বাধ্য হবেন বলেও তারা জানিয়েছেন।

চিকিৎসক হেনস্তা মামলায় ধৃত চারজনের পুনরায় জেল হেফাজত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগস্ট।। চিকিৎসক হেনস্তার অভিযোগে ধৃত সহকারী সরকারি আইনজীবী সহ চারজনকে পুনরায় জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত। মঙ্গলবার আদালতে পুলিশ কেস ডায়েরি জমা দিয়েছে এবং রিমান্ড আবেদনের শুনানি হয়েছে। কিন্তু, আদালত পুলিশ রিমান্ডের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, ভগৎ সিং কোভিড কেয়ার সেন্টারে চিকিৎসক সংগীতা চক্রবর্তীর সাথে চার করোনা আক্রান্ত দুর্ব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। ওই ঘটনায় স্বাস্থ্য অধিকর্তা এনসিসি থানায় মামলা করেন। মামলার তদন্তে নেমে পুলিশ চারজনকে শনাক্ত করেছে। এদিকে ত্রিপুরা হাইকোর্ট ওই ঘটনায় সুয়োমোটো মামলা গ্রহণ করেছিল। ওই মামলায় পুলিশকে টিআই প্যারেডের নির্দেশ দিয়েছিল আদালত।

এদিকে, আদালতের নির্দেশে চার অভিযুক্ত বিশ্বজিৎ দাস, রঞ্জিত সাহা, মিরন দাস এবং সহকারী সরকারি আইনজীবী কর্ণজিৎ দে এনসিসি থানা পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। পুলিশ তাঁদের আদালতে সোপর্দ করে। আদালত তাঁদের টিআই প্যারেডের নির্দেশ দিয়ে ১৮ আগস্ট পর্যন্ত জেল হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন। ইতিমধ্যে ওই চারজনের টিআই প্যারেড হয়েছে।

আজ আদালতে পুলিশ রিমান্ডের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাচারকালে উদ্ধার ডম্বুরের মাছ নিলামে বিক্রি দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগস্ট।। ডুম্বুর জলাশয় থেকে মাছ চুরি করে পাচার অব্যাহত রয়েছে। ডুম্বুর জলাশয় এর মাছ গাড়ি বোঝাই করে পাচার করার সময় বাবুমশাই এলাকায় গাড়ি আটক করে ৩০০ কেজি মাছ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। মাছসহ গাড়িটি থানায় নিয়ে যাওয়া হয় ।মৎস্য দফতরের পক্ষ থেকে আটক করা মাছগুলি অকশনে বিক্রি করা হয়েছে।

মৎস দপ্তরের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন ডুম্বুর জলাশয় থেকে বেআইনিভাবে এসব মাছ ধরে উদয়পুর অমরপুর এবং আগরতলা সহ অন্যান্য স্থানে পাচার করা হতো। এ ধরনের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে একটি গাড়ি আটক করে কেজি বাজার করা সম্ভব হয়েছে ।ডুম্বুর জলাশয় এর মাছ চুরি করে পাচারের ঘটনা প্রতিহত করার জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাতীয় শিক্ষা নীতির প্রতিবাদে আগরতলায় বিক্ষোভ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগস্ট।। কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় নয়া শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে দেশজুড়ে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে ।কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় নয়া শিক্ষানীতি প্রত্যাহার করে নিলে আন্দোলন আরও বৃহত্তর ও আকার ধারণ করবে বলে আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারি দেয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার রাজধানী আগরতলা শহরের কর্নেল চৌমুহনীতে অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির পক্ষ থেকে ৮ দফা দাবীতে প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত করা হয়েছে। প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলনে শামিল হয়ে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন কেন্দ্রীয় সরকার দেশের ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতি পাল্টে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। এ ধরনের চক্রান্ত কোনভাবেই বরদাস্ত করা হবে না বলে তারা অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

শিক্ষা বাঁচাও স্লোগানের তারা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাবালিকা গণধর্ষিতা, খোঁজ নিল শিশু সুরক্ষা কমিশনের টিম

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ১৮ আগস্ট।। গণধর্ষিতা নাবালিকার সাথে কথা বললেন ত্রিপুরা রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের প্রতিনিধরা। মঙ্গলবার কমিশনের দুই প্রতিনিধি হিমানী দেববর্মা এবং সর্মিলা চৌধুরী বিশ্রামগঞ্জ থানায় যান।

সেখানে পুলিশের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারীকের সাথে কথা বলেন। গণধর্ষণের ঘটনার ব্যাপারে খোঁজ খবর নিয়েছেন। সেই সাথে মামলার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কেও তাঁরা অবহিত হন। পরে তাঁরা গণধর্ষিতা নাবালিকার বাড়িতে যান। ওই নাবালিকা ও তার পরিবারের লোকজনের সাথেও কমিশনের প্রতিনিধিরা কথা বলেন।

জানা গিয়েছে, সম্প্রতি বিশ্রামগঞ্জের পাথালিয়াঘাট এলাকার এক নাবালিকা তার এক নিকটাত্মীয়ের বাড়িতে গিয়েছিল। সেখান থেকে তাকে তুলে নিয়ে যায় দুস্কৃতিরা। মেয়েটিকে একদিন আটকে রাখে। ওই সময়ের মধ্যে নাবালিকাকে নেশার ইঞ্জেকশন দিয়ে দফায় দফায় গণধর্ষণ করা হয়েছে। পরে তাকে দুস্কৃতিরা বাড়ির কাছে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। এই ব্যাপারে বিশ্রামগঞ্জ থানায় একটি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাইবারহোড ক্লাস, মতামত জরিপ ২০ আগস্ট থেকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগস্ট।। স্কুল শিক্ষা দপ্তর আগামী ২০ শে আগস্ট থেকে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য নাইবারহোড ক্লাস শুরু করছে। একই সঙ্গে এই ক্লাস সম্পর্কে অভিভাবক ও শিক্ষকদের মতামত নিতে দপ্তর মতামত গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করছে।

শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ আজ জানিয়েছেন, দপ্তর আগামী ২০ আগস্ট থেকে নাইবারহোড ক্লাস শুরু করেছে এবং একই সাথে একই দিন থেকেই 'হ্যাঁ 'এবং 'না' বিকল্পের সাথে মতামত নেওয়া হবে। জানা গেছে যে নাইবারহোড ক্লাস সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানাতে আগামী আগস্ট ২০ থেকে সমস্ত অভিভাবকদের সাথে ফোন করলে যোগাযোগ করা হবে। ফোন কলটি সকল শিক্ষকের সাথেও করা হবে। তাদের মতামত চাওয়া হবে। তারপর মতামত সমীক্ষার একটি পর্যালোচনা হবে।

শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ জানান, নাইবারহোড ক্লাসগুলি শিক্ষার্থীদের জন্য ঐচ্ছিক। অভিভাবকরা যদি তাদের ছেলেমেয়েদের ক্লাসে অংশ নিতে প্রেরণ করতে চান তবে ভাল, যদি না হয় তবে ঠিক আছে।

জেইই ও এনইইটি সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের রায় প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার এই পরীক্ষাগুলি নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই পরিচালনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

তথাগত রায়ের জায়গায় মেঘালয়ের রাজ্যপাল হলেন সত্যপাল মালিক, গোয়ার অতিরিক্ত দায়িত্বে কোশিয়ারি

নয়াদিল্লি, ১৮ আগস্ট (হি. স.): তথাগত রায়ের জায়গায় মেঘালয় রাজ্যপাল হিসেবে স্থলাভিষিক্ত হতে চলেছেন সত্যপাল মালিক। তিনি এতদিন পর্যন্ত গোয়ার রাজ্যপাল হিসেবে কার্যভার সামলেছিলেন। এবার রাষ্ট্রপতির নির্দেশে তাকে গোয়ার রাজ্যপালের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে রাজ্যপাল করা হল মেঘালয়ের। মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল ভগবত সিং কোশিয়ারিকে গোয়ার রাজ্যপালের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ এই নির্দেশিকা জারি করেন।

উল্লেখ করা যেতে পারে, জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যপালের দায়িত্ব একটা সময় সাফল্যের সঙ্গে সামলেছিলেন সত্যপাল মালিক। তার আমলেই রাজ্য থেকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত হয় জম্মু ও কাশ্মীর। পাশাপাশি ৩৭০ ধারা বিলুপ্তি মতো ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নেওয়া হয় তার আমলে। গোয়ার রাজ্যপাল সত্যপাল মালিককে মেঘালয়ে পাঠানো হল। রাষ্ট্রপতির সাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে মঙ্গলবার। মেঘালয়ের রাজ্যপালের দায়িত্বে ছিলেন তথাগত রায়। শিলং থেকে তিনি ফিরে আসছেন।

এক সময়ে রাজ্য বিজেপির সভাপতি ছিলেন তিনি। পরে কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর গেরুয়া রাজনীতিতে তাঁর দীর্ঘ অবদানের পুরস্কার পেয়েছিলেন। ২০১৫ সালে প্রথমে ত্রিপুরার রাজ্যপাল পদে মনোনীত হয়েছিলেন তিনি। পরে মেঘালয়ের রাজ্যপাল করা হয়েছিল তাঁকে।

মঙ্গলবার একটি টুইটে তথাগত রায় লিখেছেন, "সত্যপাল মালিককে শিলংয়ে স্বাগত। তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছে। ২০ আগস্ট দায়িত্ব গ্রহণ করবেন তিনি। এখন রাস্তার শেষ দেখা যাচ্ছে।" এই প্রতিবেদককে তথাগতবাবু বলেন, নয়া রাজ্যপাল শপথ নেওয়ার পর কলকাতায় ফিরে আসবেন।

এমনিতে রাজ্যপাল হিসেবে মনোনীত হলেও তথাগতবাবু যে রাজনীতির ঊর্ধ্বে চলে গিয়েছিলেন তা অনেকেই মনে করেন না। বিশেষ করে ত্রিপুরা ও শিলংয়ের রাজভবনে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ৩০৫ ◘ ১৯ আগস্ট ২০২০ ইং ◘ ২ ভাদ্র ◘ বুধবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

প্রশ্নের মুখে বিচার ব্যবস্থা

দেশের বিচার ব্যবস্থার উপর মানুষের ভরসা ও আস্থা ক্রমেই নিম্নাভিমুখী। খোদ দেশের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতিরাই এখন মানুষের সমালোচনায় বিদ্ধ। বিশিষ্ট আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণকে দুইটি ট্যুইটের কারণে সুপ্রিম কোর্ট আদালত অবমাননার দায়ে দোষি সাব্যস্ত করায় দেশব্যাপী তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। সুপ্রিম কোর্টকে সোমবার খোলা চিঠি দিয়াছেন বিশিষ্ট আইনজীবীরা। প্রাক্তন বিচারপতিদের অনেকেই সুপ্রিম কোর্টের এই রায়কে ন্যায় সংগত বলিয়া মানিতে পারে নাই। এই রায়ের পরিধি আজ শুধু প্রশান্ত ভূষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নাই। দেশের বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা সরকারের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক, গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত প্রশ্নও উঠিয়া গিয়াছে। ঘটনার প্রেক্ষাপট ইহাই যে, গত ২৭ জুন একটি ট্যুইটে ভূষণ গুরুতর প্রশ্ন তুলিয়া বলিয়াছিলেন, যখন ভবিষ্যতে ইতিহাসবিদরা ফিরিয়া তাকাইয়া বিচার করিবেন জরুরী অবস্থা ঘোষণা না করিয়াও কিভাবে দেশে গণতন্ত্র ধ্বংস করা হইয়াছিল। তাঁহারা বিশেষ ভাবে দেখিবেন সুপ্রিম কোর্টের এবং বিশেষ করিয়া শেষ চার বিচারপতির কি ভূমিকা ছিল। ২৯শে জুন একটি ছবির সঙ্গে ট্যুইট করেন ভূষণ। সেখানে দেখা যায় প্রধান বিচারপতি এস এ বোবদে একটি হার্লে ডেভিডশন মোটরসাইকেলে বসে আছেন। ভূষণ লেখেন এক বিজেপি নেতার ৫০ লক্ষ টাকার মোটরসাইকেলে চড়ছেন প্রধান বিচারপতি। মাস্ক নাই, হেলমেট নাই। অথচ তিনিই সুপ্রিম কোর্ট লকডাউন রাখিয়া জনগণকে বিচার পাওয়ার মৌলিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। এই ট্যুইট নিয়া স্বতপ্রণোদিত অবমাননার মামলা করে সুপ্রিম কোর্ট। ১০৮ পাতার রায় দেন। ২৭ জুনের ট্যুইট নিয়াই আদালত উষ্মা প্রকাশ করিয়াছে। বিচারপতি অরুণ মিশ্র, ভি আর গাভাই, কৃষ্ণমরারী বলিয়াছেন, ওই ট্যুইটের প্রথম অংশ গণতন্ত্র এই সম্পর্কে কোন মন্তব্য আমরা করিতেছি না। ইহা রাজনৈতিক মন্তব্য। গণতন্ত্র ধ্বংসে সুপ্রিম কোর্ট অংশ নিয়াছে বলিয়া সাধারণ মানুষের মনে হইতে পারে। সাংবিধানিক গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি ইহাতে নড়িয়া যাইতেছে। বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থাই নড়িয়া যাইতে পারে। আদালত সমালোচনার প্রতি উদার হইতে পারে কিন্তু, কুৎসা মূলক পরিকল্পিত আক্রমণের প্রতি উদার হওয়া যায় না। গণতন্ত্রের ভিত্তিকে আক্রমণ করা হইতেছে। দৃঢ়তার সাথে মোকাবিলা করিতে না পারিলে আন্তর্জাতিক মহলে দেশের সম্মান নষ্ট হইবে। স্বাস্থ্যকর গণতন্ত্রের ভিত্তি হইল নির্ভিক ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা। তাহার উপর আক্রমণ মানিয়া নেওয়া যায় না।

দেশের অগ্রণী আইনজীবীরা সুপ্রিম কোর্টকে খোলা চিঠি দিয়া বলিয়ছেন, স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার অর্থ হইল স্বাধীন বিচারক ও স্বাধীন আইনজীবী। সাংবিধানিক গণতন্ত্রের ভিত্তিই হইল এমন স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা। বিচারপতিরা সামালোচনা ও পর্যালোচনার উর্ধে নন এমন ভাবিবার কারণ নাই। প্রশান্ত ভূষণের ট্যুইটের বক্তব্যের সঙ্গে আমাদের কেউ ভিন্ন মত হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার বক্তব্য আদালত অবমাননার নয়। চল্লিশ জনের বেশী আইনজীবী লিখিয়াছেন, প্রশান্ত ভূষণ যা বলিয়াছেন তাহা অনেকেই সাম্প্রতিক সময়ে তাহা বলিতেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায় ও অন্যান্য মাধ্যমে। অনেক প্রাক্তন বিচারপতিও এমন কথাই বলিতেছেন। সুপ্রিম কোর্টের কাজের ধারা নিয়া প্রকাশ্যেই তাহারা মত দিয়াছেন। সুপ্রিম কোর্টের ইতিহাসে অনেক অভাবনীয় ঘটনাও ঘটিয়া গিয়াছে। প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সাংবাদিক সম্মেলন করিয়া অন্যান্য বিচারপতিরা অভিযোগ জানাইয়াছেন। বিচার ব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা বজায় না থাকিলে স্বাধীন সত্ত্বা ক্ষুন্ন হইবে। গণতন্ত্র স্বাধীনতার মূল্য হারাইবে। শুধু সুপ্রিম কোর্ট নহে, নিম্ন আদালতগুলির অবস্থা এতই দূর্বল যে, মানুষ এখন বিচার পাইতেই হয়রান হইতেছেন। বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদিতেছে। বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতা মানুষের মৌলিক অধিকারের উপরই আঘাত হানিতেছে। বছরের পর বছর তারিখ পড়িতেছে। বিচার সম্পন্ন হইতেছে না। এই অবস্থা হইতে উত্তরণ না হইলে দেশের গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হইবে। আর এই কারণেই আজ প্রকাশ্যে বিচার ব্যবস্থা কর্মকান্ডের প্রতি মানুষ আঙ্গুল তুলিতেছে। যে সুপ্রিম কোর্ট মানুষের শেষ ভরসা সেই সর্বোচ্চ আদালত বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়াইয়া যাইতেছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশের সরকারি পরিকাঠামো ততবেশী বিস্তৃত না হইলেও বিচার ব্যবস্থার উপর আঙ্গুল তুলিবার সুযোগ থাকিত না। কিন্তু, সাম্প্রতিক কালে এই প্রবণতা আমাদের অসহায় করিয়া তুলিতেছে। আমরা বিশ্বাস করি বিচার ব্যবস্থা তা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইবে। মানুষের বিশ্বাস ও আস্থাকে মূল্য দিতে পিছু পা হইবে না।

ডক্টরস গ্রিভান্স পোর্টাল চালু করল রাজ্য

কলকাতা, ১৮আগস্ট(হি. স.) : রোগে মৃত্যু কিংবা চিকিৎসার গাফিলতিতে চিকিৎসকদের ওপর চড়াও হন রোগীর পরিবার। এবার চিকিৎসকদের হেনস্থার অভিযোগ সরাসরি জানতে "ডক্টরস গ্রিভান্স পোর্টাল" চালু করল রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতর। এই পোর্টালের মাধ্যমে ডাক্তারদের হেনস্তার অভিযোগ সহ হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে কোনরকম ভাঙচুর বা আইন-শৃংখলার অবনতি হলে সে খবর সরাসরি পৌঁছে দেওয়া যাবে স্বরাষ্ট্র দফতরের কাছে।

সম্প্রতি চিকিৎসকদের ওপর রোগীর পরিজনরা চিকিৎসা গাফিলতির অভিযোগ তুলে বারবার চড়াও হচ্ছেন। ভাঙচুর চালানো হচ্ছে হাসপাতালেও। এবার এই ধরণের আইন-শৃংখলার বিরুদ্ধে কোন কাজ হাসপাতলে হয়ে থাকলে সেই অভিযোগ সরাসরি জানান যাবে এই পোর্টালের মাধ্যমে। কিভাবে অভিযোগ জানাতে হবে সে বিষয়ে যথাযথ তালিকা দেওয়া হয়েছে পোর্টালে। কোন হাসপাতালে এ ধরনের সমস্যা হচ্ছে হাসপাতালের নাম, ঠিকানা, স্থানীয় থানার নাম এবং কি কি ধরনের সমস্যা হচ্ছে সেই সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য ছবিসহ ওই পোর্টালে আপলোড করলেই তা সরাসরি পৌঁছে যাবে রাজ্য সরকারের কাছে।

এছাড়াও যে চিকিৎসক অভিযোগ করছেন তিনি তার নাম, তিনি কোন হাসপাতালের সাথে যুক্ত সে হাসপাতালে নাম, ছবি, ফোন নম্বর এবং ইমেইল আইডি দিয়ে বিস্তারিত তথ্য ওই পোর্টালে আপলোড করতে পারবেন। এরপরে সঙ্গে সঙ্গে অভিযোগ খতিয়ে দেখেন পরিস্থিতি অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা নেবে রাজ্য প্রশাসন।-

করোনায় মৃত্যুর আশঙ্কায় ফোনে পরলৌকিক ক্রিয়া সারলেন পুরোহিত

কলকাতা, ১৮ আগস্ট (হি. স.) : করোনায় মৃত সন্দেহে শ্মাশানে মিলল না পুরোহিত। শেষে ফোনের মন্ত্রোচ্চারণ শুনে মুখাগ্নি করলেন মেয়ে। এমনই বিরল ঘটনা ঘটল পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামে।

সূত্রের খবর,ওই থানা এলাকার দ্বারিয়াপুরের মুখার্জীপাড়ার বাসিন্দা তপন মুখোপাধ্যায় (৭০) হাই সুগারের রোগী। তবে বেশ কিছুদিন ধরে তিনি জ্বর ও শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন। রবিবার তাঁর শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায়। তাঁর স্ত্রী তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাই আর হাসপাতালে না নিয়ে গিয়ে ফিরে আসেন বাড়িতে।

ততক্ষণে গ্রামে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। করোনায় তপন বাবুর মৃত্যু হয়েছে এই আতঙ্কে শ্মশানে যেতে রাজি হননি কেউই। শেষে কয়কজন যুবককে অনুনয় বিনয় করে একটি ভ্যানে চাপিয়ে দেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। পরলৌকিক ক্রিয়ার জন্য পুরোহিত পাওয়া যাচ্ছিল না। করোনায় মৃত্যু হয়েছে এই আশঙ্কায় কোনও পুরোহিত শ্মশানে আসতে রাজি হননি। শেষে একজন পুরোহিত ফোন মন্ত্রোচ্চারণ করায় সেই মন্ত্র শুনেই মুখাগ্নি করেন মৃতের মেয়ে।

তবে তপনবাবুর দেহ নিয়ে যাঁরা শ্মশানে গিয়েছিলেন তাঁদের সকলেই এখন হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। শুধু তাই নয়, সকলকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে করেনা পরীক্ষা করাতেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর।

কতটা ভারতীয় কমলা হ্যারিস

রবীন্দ্র কিশোর সিনহা

এখন প্রত্যেক ভারতীয়ই জানেন যে কমলা হ্যারিস কে? ভারতের সাথে তাঁর কী ধরণর সম্পর্ক রয়েছে এবং কোন পদের জন্য তিনি আসন্ন মার্কিন দেশের নির্বাচনের জন্য ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থী হয়েছেন, তা সবাই জানে। আসলে, কমলা হ্যারিস আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্টও হতে পারেন। ডেমোক্র্যাটিক পার্টি তাকে ভাইস প্রেসিডেন্ট পদের প্রার্থী হিসাবে মনোনীত করেছেন। কমলার পরিবার মূলত ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের এবং তাঁর মা শ্যামলা গোপালান দিল্লির লেডি ইরভিন কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন।

দেখুন, ভারতবংশি সাতটি সমুদ্র পেরিয়ে ইতিমধ্যে নিজেকে শিখর পর্যায়ে নিয়ে গেছেন।এর শুভারম্ভ হয়েছিল ১৯৬১ সালে।যখন ছেদি জগন ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের দেশ গুয়ানার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এর পরে ভারতের বাইরে মিনি ভারত হিসেবে খ্যাত মরিশাসে শিব সাগর রামগোলাম এবং অনিরুদ্ধ জগন্নাথ এবং তাদের পুত্ররা থেকে ফিজির মহেন্দ্র চৌধুরী, ত্রিনিদাদ এবং টোবাগোর বাসুদেব পান্ডে, সুরিনামের চন্দ্রিকা প্রসাদ সন্তোষী মত ব্যক্তিত্বরা রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। এই দেশগুলিতে, ভারতীয় প্রবাসীদের পক্ষে রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী হওয়া বোধগম্য, কারণ এই দেশগুলিতে ভারতীয় প্রবাসীর জনসংখ্যা ৪০ - ৫০ শতাংশের বেশি।তবে ভারতবংশী রাঙ্গানন্দ সিঙ্গাপুরের মতো দেশের রাষ্ট্রপতিও হচ্ছেন।সিঙ্গাপুরে চীনারা প্রায় ৭৬ শতাংশ।মালয়রাও ভাল সংখ্যায় রয়েছে।এমনকি যেসব দেশে ১০ থেকে ২২ শতাংশ ভারতীয়রা রয়েছে। সেখানে নিজেদের যোগ্যতার জোরে রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী হয়ে চলেছেন ভারতবংশীরা।

অর্থাত, ভারতের জনগণ এখনও সেই দেশগুলিতে রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী হতে পারেননি বা হয়ে উঠছেন যেখানে তাদের সংখ্যা যথেষ্ট। ভারতীয়রা দেশের বাইরে গেলেও তারা সুযোগ পেলেই রাজনীতির মাঠে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নিজেদের উপস্থিতি সেখানে তারা বুঝিয়ে দেয়। সংসদ নির্বাচন কানাডা বা ব্রিটেনে হোক না কেন, ভারতীয়রা সর্বদা সেখানে উপস্থিত থাকে।তারা কেবলমাত্র ভোটার থেকেই সন্তোষ প্রকাশ করেন না।তারাও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। জেতা এবং হারা তাদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ নয়।

কানাডার সংসদে কতজন ভারতীয়

কানাডার পার্লামেন্টের সর্বশেষ সাধারণ নির্বাচনে ভারতীয় বংশোদ্ভূত ১৯ জন প্রার্থী জিতেছিলেন, যা নিজেই একটি রেকর্ড।সেই নির্বাচনে ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ পার্টিকে পরাজিত করেছে লিবারেল পার্টি। উভয় দলের নির্বাচনে ভারতীয়রা ছিল।লিবারাল পার্টির পক্ষে, ভারতীয় বংশোদ্ভূত ১৫ জন জিতেছিল. কনজারভেটিভ পার্টি থেকে ভারতীয় বংশোদ্ভূত তিন সদস্য জয়ী হয়েছিল. নিউ ডেমোক্র্যাটিক পার্টি থেকেও ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রার্থী জিতেছেন. , ভারতবংশি সক্রিয়ভাবে সমস্ত দলে জড়িত।

অর্থাৎ, ভারতবংশি সক্রিয়ভাবে সমস্ত দলে জড়িত. ডজন দেশের সংসদে ভারতীয়রা

আসলে, ভারতীয়রা প্রায় দুই ডজন দেশে রাজনীতি করছেনসেখানে সংসদে পৌঁছে যাচ্ছি. যদি দেখা যায়, আমরা হিন্দুস্তানি সাত সমুদ্র পেরিয়ে শুধু উপার্জন এবং খাওয়ার জন্য যাই না. সেখানে গিয়ে ভারতীয়রাও ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে. যদি এটি না হয় তবে প্রায় ২২ টি দেশের সংসদে ১৮২ জন ভারতীয় সংসদ সদস্য থাকতেন না. নির্বাচনী কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

তারা নির্বাচনী কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে. ব্রিটেনের সর্বশেষ সাধারণ নির্বাচনে ইনফোসিসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা নারায়ণা মূর্তির জামাতা সহ ভারতীয় বংশোদ্ভূত ১০ জন সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন.২০১০ সালের অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আট ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রার্থী জিতেছিলেন. ভারতীয় বংশোদ্ভূতর মধ্যে লেসেস্টার থেকে নির্বাচিত কিথ ওয়াজ (লেবার পার্টি), উইথাম থেকে প্রীতি প্যাটেল (কনজারভেটিভ পার্টিটিকতি এ গুলি ছাড়াও, ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিজয়ী প্রার্থীরা হলেন ইলিগ সাউদহল থেকে বীরেন্দ্র শর্মা (লেবার পার্টি), ভালসাল দক্ষিণ আসন থেকে ভ্যালাি র রেডিগ পশ্চিম আসন থেকে অলোক শর্মা (কনজারভেটিভ পার্টি), শৈলেশ ভারা (কেমব্রিজশায়ার উত্তর পূর্বের কনজারভেটিভ পার্টি), ফেয়ারহাম আসন থেকে সুয়েলা ফার্নান্দিস (কনজারভেটিভ পার্টি), দক্ষিণ-পূর্ব লন্ডন আসন থেকে সীমা মালহোত্রা (লেবার পার্টি) এবং উইগান আসন থেকে লিসা ন্যান্ডি (লেবার পার্টি) ব্রিটিশ সংসদ সদস্য।

কার কাছে থাকবে ভারতবংশীদের মত নিষ্ঠা

ইতিমধ্যে এটিও দেখা যায় যে আমরা ভারতীয়রা বিশ্বের যে কোনও কোণে বসবাসরত ভারতবংশীদের আমাদের লোকদের বলতে শুরু করি। ভারতীয়দের বুঝতে হবে যে বিশ্বের প্রতিটি কোণে বসবাসরত আড়াই কোটি ভারতীয়দের জন্য, এখন তারা প্রথমে যে দেশে রয়েছে সেটাই তারা বেশি অগ্রাধিকার দেবে।এটি যথাযথ। ভারতের প্রতি তাঁর ভালবাসা এবং স্নেহ চিরকাল থাকবে। এর চেয়ে বেশি কিছু না। এমনকি সব ঠিক আছে। তবে এ বিষয়টিও মাথায় রাখা উচিত যে কমলা হ্যারিস একজন পূর্ণাঙ্গ আমেরিকান নাগরিক। আমেরিকান স্বার্থ তাঁর পক্ষে সর্বজনীন। ভারতের সাথে তাঁর সর্বাধিক মানসিক সংযোগ থাকতে পারে।যাইহোক, তাঁর বাবা একজন আফ্রিকান-আমেরিকান ছিলেন, মা অবশ্যই তামিলনাড়ুর একজন ভারতীয়, যিনি দিল্লিতে শিক্ষা অর্জন করেছেন। কখনও কখনও অন্যান্য দেশে থাকা ভারতীয়রা তাদের আচরণের দ্বারা স্থানীয় লোকদের কাছে বিরক্তির কারণ হয়ে ওঠে। আপনি জানেন যে ভারতীয় ক্রিকেট দল যখন ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকা খেলতে যায়, সেখানে বসতি স্থাপনকারী ভারতীয়রা তাদের উৎসাহ যোগায়। গত বছর, ভারত ও ইংল্যান্ডের মধ্যে ৩০ জুন বার্মিংহামে অনুষ্ঠিত আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের সময়, ভারতীয় ভক্তরা স্টেডিয়ামে তিরঙ্গা নিয়ে আসছিলেন। টিম ইন্ডিয়ার জার্সি পরা অবস্থায় এই ভারতীয়রা ড্রাম বাজানোর সময় স্লোগান দিতে থাকেন। এমনকি জিম্বাবুয়ে এবং কেনিয়ার মতো দেশগুলিতেও টিম ইন্ডিয়া মাঠের মধ্যে বিপুল সংখ্যক ভক্তকে খুঁজে পায়।

এই দুই দেশে টিম ইন্ডিয়ার পক্ষে পরিবেশ তৈরি করার দায়িত্ব থাকে এই সকল ভারতীয়দের ওপর।তাদের মধ্যে বেশিরভাগ গুজরাটি এবং কিছু শিখ রয়েছে। আফ্রিকার দেশগুলিতে গুজরাটি সমাজের লোকেরা দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত থাকার কারণে সেখানে বসবাস করছে। এদের হাতে তিরঙ্গা না থাকলেও ভারতের প্রতি সংবেদনশীল এরা প্রত্যেকে। এমনকি তারা স্লোগানও তোলেন না, তবে মাঠে ভারতীয় কৃতিত্ব নিয়ে তাদের মুখ হাসি ফুটে ওঠে। তবে ওয়েস্ট ইন্ডিজে ভারতীয়দের এই জাতীয় আচরণের একসময় কিংবদন্তি ব্যাটসম্যান ভিভ রিচার্ডস তীব্র নিন্দা করেছিলেন। ক্রিকেট ভাষ্যকার ড় রবি চতুর্বেদী বলেছিলেন যে রিচার্ডস বলেছিলেন যে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট ম্যাচ চলাকালীন গায়ানা ও ত্রিনিদাদের ভারতীয়রা ভারতীয় দলের প্রতি আনুগত্য ছিল। সুতরাং ভারতীয়রা যেখানে বসতি স্থাপন করেছেন সেখানে খুব বুদ্ধিমানভাবে জীবনযাপন করতে হবে।তাদের দেখতে হবে যে তাদের যে কোনও কাজের কারণে কেউ যেন ভারতের দিকে আঙুল তোলে না।এই প্রসঙ্গে আমি মরিশাসের গান্ধী চাচা রাম গোলামের (স্যার ড় শিবসাগর রামগোলাম) একটি জিনিস মনে পড়েছি একবার আমি মরিশাসে ছিলাম, সেই সময় রাষ্ট্রপতি থাকা চাচা রামগোলাম খাবারের জন্য রাষ্ট্রপতি ভবনে আমন্ত্রণ করেছিলেন। ক্রমে তিনি পরিষ্কার বলেছিলেন, 'এটা সত্য যে আমাদের পূর্বপুরুষেরা ভারত থেকে এসেছিলেন। কিন্তু, এখন আমাদের মাতৃভূমিটি মারিস (মরিশাস)।মরিশাসের হিতেই আমাদের হিত। তবে ভারত আমাদের কাছে পূর্বপুরুষদের দেশ হয়ে থাকবে। এটা আমরা বিশ্বাস করি এবং সর্বদা বিশ্বাস করে যাব।

(রাজ্যসভার র প্রাক্তন সাংসদ)

শিক্ষানীতি লাগু করার তোড়জোর কোন লক্ষ্যে?

নিত্যানন্দ ঘোষ

জাতীয় শিক্ষানীতি (ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি সংক্ষেপে এনইপি) কেন্দ্রে মন্ত্রিসভায় এমন এক সময় অনুমোদন পেল যখন ভারতবর্ষে প্রতিদিন ৫০ থেকে ৬০ হাজার মানুষ কোভিড-১৯ মহামারিতে সংক্রামিত হচ্ছে এবং হাজারের কাছাকাছি সংখ্যায় মহামারিতে আক্রান্ত মানুষ মারা যাচ্ছেন। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও যখন খোদ কোভিড-১৯ এ সংক্রামিত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আছেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই সময় সংসদের উচ্চ ও নিম্ন কক্ষ বন্ধ আছে, সংসদে আলোচনা করারও কোনও সুযোগ নেই। সড়কের লড়াইও বন্ধ কোভিড-১৯ সংক্রমণ কমানোর নামে দেশে অঘোষিত জরুরি অবস্থা জারির কারণে। লকডাউনের কথা বলা হচ্ছে। ফলে সংসদের দুই কক্ষে কোন আলোচনা ছাড়াই বা সংক্ষেপ্তি সেশন ডেকে তা পাশ হয়ে যেতে পারে। অন্যভাবে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অর্ডিন্যান্স জারি করেও এনইপি পাশ হয়ে যেতে পারে। অথচ কস্তুরিরঙ্গন কমিটি এনইপি-র খসড়া রিপোর্ট জমা দেওয়ার পর থেকে জাতীয় স্তরে প্রচণ্ড হইচই হয়েছে। কিন্তু গেরুয়া প্রভাবিত জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চা (ন্যাশনাল ডেমোক্রেনিটক অ্যালায়েন্স বা সংক্ষেপে এনডিএ) সরকার বাইরের প্রতিবাদে কান দেয়নি। মজার কথা হল দেশের এই গেরুয়া প্রভাবিত এনডিএ সরকার ইত্যিধ্যে যে সমস্ত সংস্কার করেছে সেখানে বৃহৎ শরিক ভারতীয় জনতাপার্টি (বিজেপি) যা সিদ্ধান্ত নিয়েছে শরিক দলগুলি তা মেনে নিয়েছে নির্দ্বিধায়। সংঘ পরিবারের সদস্য বিজেপি ইতিমধ্যেই আওয়াজ তুলেছে 'এক দেশ এক ভোট', 'এক দেশ এক ধর্ম' ' এক দেশ এক বিচারব্যবস্থা'র বর্তমানে এনইপি অনুমোদনের মধ্য দিয়ে গেরুয়া বাহিনী বলতে চাইছে 'এক দেশ এক শিক্ষাব্যবস্থা'র কথা। এনইপি হয়ত সেই দিশায় ধাবিত হচ্ছে।

'এক দেশ এক শিক্ষাব্যবস্থা'র লক্ষেই দেশের প্রধান প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপাচার্যদের গেরুয়া সরকার সরিয়ে দিতে থাকে। সংঘ পরিবারের সদস্য না হলেও সেই পরিবারের সঙ্গে যোগ আছে বা তাঁরা সংঘ-ঘনিষ্ঠ হলে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মাথায় বসতে পেরেছে। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সহ আরও বহু প্রতিষ্ঠানে সংঘ ঘনিষ্ঠরা নিযুক্ত হয়েছেন। জেএনইউ-তে ফি বৃদ্ধি করে উপাচার্য আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের যাঁরা ফি-বৃদ্ধি প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছিল, পুলিশ দিয়ে বেধড়ক পিটিয়ে কীভাবে ছাত্রছাত্রীদের রক্তাক্ত করেছিলেন সকলেরই স্মরণে আছে। একইভাবে জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নাগরিক পঞ্জি বিরোধী আন্দোলনকে দমন করতে উপাচার্য সংঘ পরিবারের চাপে তাঁদের রক্তাক্ত করেছিলেন সেই ছবিও সকলের মনে থাকার কথা। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির মাথায়ও এখন সংঘ-ঘনিষ্ঠরা অধিষ্ঠিত।

গেরুয়া বাহিনীর চাপেই এনডিএ সরকার দেশে এনইপি চালু করতে চলেছে। এনইপি চালু করার প্রাথামিক উদ্দেশ্য হল শিক্ষার গৈরিকীকরণ। আর তাই গৈরিকীকরণ করার জন্য শিক্ষার কেন্দ্রীকরণ খুবই জরুরি। স্মর্তব্য, শিক্ষা প্রথমে সংবিধানের ৪২ নং ধারা অনুযায়ী ছিল রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত। পরে সংবিধান সংশোধন করে ১৯৭৬ সালের শিক্ষাকে কেন্দ্র ও রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত (কনকারেন্ট লিস্ট) করা হয়। এবং ৫২টি অন্যান্য বিষয়কে ৭ম তফিসিলির অন্তর্ভুক্ত করা হয় যার মধ্যে শিক্ষাকেও রাখা হয়, যা এখনও আছে যৌথ তালিকাভুক্ত হয়ে। কিন্তু এনইপি লাগু হলেই তা আর যৌথ তালিকাভুক্ত থাকবে না হয়ে যাবে কেন্দ্রের তালিকাভুক্ত। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পরে ১৯৬৪-৬৬ সালের মধ্যে কোঠারি কমিশন জাতীয় শিক্ষানীতির খসড়া প্রস্তুত করে। স্বাধীন রাষ্ট্রে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রথম গৃহীত হয় ১৯৬৮ সালে। জাতীয় শিক্ষানীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বাধিনকারের বিষয়। এমনকি ১৯৮৬ সালে রাজীব গান্ধির প্রধানমন্ত্রীত্বের সময় গৃহীত নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি কিংবা ১৯৯২ সালে নরসিংহ রাওয়ের প্রধানমন্ত্রীত্বের সময় সংশোধিক শিক্ষানীতির ক্ষেত্রেও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকার লঙ্ঘিত হয়নি। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকার থাকছে না। শিক্ষা ব্যবস্থার রিমাটে কন্ট্রোল থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে।

শিক্ষার বেসরকারিকরণ বহু আগে থেকেই ঘটেছে সুতরাং ২০২০-র অনুমেদিত শিক্ষানীতি যে বেসরকারিকরণ মুক্ত হবে না বলাবাহুল্য। কিন্তু খোলামেলা কর্পোরেট পথে বেসরকারিকরণ আগে কখনও ঘটেনি। জানা যাচ্ছে যে বিদেশের বেশি কিছু (সংখ্যা ১০০ হতে পারে) বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গাঁটছড়া তৈরি হবে। গুণমানের দিক থেকে ওই সমস্ত প্রতিষ্ঠান উন্নত নাও হতে পারে। কিন্তু তারা আমাদের দেশের উচ্চগুণমান সম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে সংকল্পবদ্ধ। সিংহভাগ বিনিয়োগ তারাই করবে এবং সবকিছু নিয়ন্ত্রণও তাদের হাতেই থাকবে। ফলে আমাদের দেশের ধনী ও সম্ভ্রান্ত সন্তানেরা সেই সমস্ত প্রষ্ঠিানে শিক্ষালাভের সুযোগ পাবেন কিন্তু গরিব, দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি বঞ্চিত হবেন। অর্থাৎ এই শিক্ষানীতিতে ধনী দরিদ্র ভেদ যেমন প্রবলভাবে প্রতীয়মান হবে একই সঙ্গে শিক্ষার পণ্যায়নও ঘটে যাবে।

এই জাতীয় শিক্ষানীতির ভূমিকাতে শেষের দিকে বলা হয়েছে শিক্ষা একটি জনপরিষেবা, তা বাণিজ্য করবার বিষয় নয়, মুনাফার উৎস নয় সুতরাং সমস্ত নাগরিককে উচ্চ মানের শিক্ষা দেবার জন্য সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থায় পর্যাপ্ত বিনিয়োগ জরুরি, তার সঙ্গে সঙ্গে যথার্থ জনহিতৈষী বেসরকারি (উদ্যোগের) ভূমিকাকে উৎসাহ এবং সুযোগ দেওয়া হবে।

জনহিতৈষী (ফিলানথ্রপি) বিষয়টির পিছনেই গূঢ় হরস্য আছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। কারণ এমনিতে বহু প্রতিষ্ঠান আছে যারা শিক্ষাকে জনহিতৈষী কার্যক্রমের তালিকাভুক্ত করে তাদের মত করে জ্ঞান বিতরণ করে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) যদি শিক্ষাকে জনহিতৈষী কার্যক্রমে কাজে লাগায়? আরএসএস প্রভাবিত, ২৮,০০০ বিদ্যাভারতী বিদ্যালয় বেসরকারি উদ্যোগে সারা দেশে ছড়িয়ে আছে। তাদের ভূমিকা ও উদ্যোগকে কি উৎসাহ দান করা হবে? সাধারণভাবে আরএসএস প্রভাবিত বহু পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে এই সমস্ত বিদ্যালয়গুলির মাধ্যমে শিক্ষাপ্রদান হয়। 'ফিলানথ্রপি'র মোড়কে পিছিয়ে পড়া সমাজে ধর্মীয় প্রভাব বিস্তারের ঔপনিবেশিক মডেলের ছায়া কিন্তু অনেকে দেখতে পাচ্ছেন। উচ্চবর্ণের মধ্যে সংঘ-প্রভাব ইতিমধ্যেই স্পষ্ট। অর্থাৎ উচ্চবর্ণের নাগরিক সমাজে সংঘ-শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে জাতীয় শিক্ষানীতিতে কি সিলমোহর দেওয়া হবে? সংশয় কিন্তু থেকে যাচ্ছে।

আরএসএস নিজেকে সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসাবে প্রচার করে থাকে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এই সংগঠনটি অংশগ্রহণ না করলেও ক্ষমতার রাজনীতিতে প্রভাব প্রবলভাবে বিস্তারে সক্ষম। এই সংঘঠনটি তার অনুগামী সংঘ পরিবারের অন্যান্য শাখা প্রশাখার উপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে রেখেছে। ফলে শিক্ষার পরিসরেও আরএসএসর প্রভাব দুর্নিবার। পাঠ্যসূচিতে পরিবর্তন করে পেছেন থেকে হিন্দিকে চাপিয়ে দেওয়ার প্রয়াস যেমন দেখা দিয়েছে অন্যদিকে উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানে সংঘের দাপটও ক্রমবর্ধমান যা শিক্ষার গৈরিকীকরণকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। বিশেষজ্ঞদের অভিমত জনহিতৈষী সামাজিক উদ্যোগের মোড়কে আরএসএস সাংস্কৃতিক সম্প্রসারণবাদের পথে এগিয়ে চলেছে।

শিক্ষা যে একজন নাগরিকের মৌলিক অধিকার এ সংক্রান্ত বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরে নানান সংগঠন (ছাত্র ও শিক্ষক) আন্দোলন করছে। ফলস্বরূপ ২০১০ সালে শিক্ষার অধিকার আইন চালু হয়। কিছু বিশেষজ্ঞ হিসেবে করে দেখিয়েছিলেন ওই আইনে যে যে বিষয়গুলি করবার জন্যে উল্লেখ করা হয়েছে তাতে ১ লক্ষ ৪০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করলে সেগুলি কার্যে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। সংযুক্ত প্রগতিশীল মোর্চা-২ সরকার শিক্ষাখাতে সেই সময় যা বরাদ্দ করেছিল দেখা যায় উপরিউক্ত পরিমাণের থেকে তা প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা কম। সুতরাং আইনের ভালো কথা কার্যকর করা বাস্তবে হল না। এনডিও জমানায় ২০১৪ সালে শিক্ষাখাতে বাজেটের ৪.১৪ সথাংশ বরাদ্দ হয়েছিল। সেই বাজেট বরাদ্দও দেখা গেল ২০২০-২০২১ সালের বাজেট বরাদ্দে কমে ৩.২৬ শতাংশে পৌঁছল। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় বাজেটে শিক্ষাখাতে ব্যয় কোন সময়ই ৪ শতাংশও বরাদ্দ হয় না। বর্তমানে এনইপি লাগু করতে ৬ শতাংশ বরাদ্দের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের বা জিডিপি-র। কিন্তু কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি মিলিয়ে মোট খরচ জিডিপি-র ৪.৪৩ শতাংশের বেশি নয়। এই শিক্ষানীতিতে (এনইপি) শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির কোনও সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব নেই।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা অনুমোদিত এই জাতীয় শিক্ষানীতিতে মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাক প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাদানের কথা বলা হয়েছে। এতদিন ধরে কোঠারি কমিশন সুপারিশকৃত তিন ভাষা সূত্র চালুর যে বিষয়টি ছিল তা প্রায় উপেক্ষা করা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান হতে পারে কিন্তু দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে হিন্দির কথা প্রকারন্তরে বলা হচ্ছে। আধুনিক ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজির গুরুত্ব অপরিসীম। অথচ ইংরেজি শিক্ষার বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব পায়নি আলোচিত শিক্ষানীতিতে। পশ্চিমবাংলায় বাম জমানায় ইংরেজি প্রাথমিকে তুলে দিয়ে যে ক্ষতি হয়েছিল পরে এসইউসিআই দলের প্রভাবাধীন গণসংগঠন 'সেভ এডুকেশন কমিটি'র আন্দোলনের চাপে বামফ্রন্ট পুনরায় ইংরেজি ফিরিয়ে আনে। আলোচ্য শিক্ষানীতিতে ইংরেজি যদি গুরুত্ব না পায় তাহলে ছাত্রছাত্রীরা পুনরায় দুর্ভোগের শিকার হবে। ধ্রুপদী ভাষা হিসাবে সংস্কৃত ভাষাচর্চার বিষয়টিও যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত কীভাবে চর্চা হবে তার রূপরেখা ও আলোচ্য শিক্ষানীতিতে রাখা হয়েছে। সংস্কৃত চর্চায় আপত্তি কারোর নেই কিন্তু সংস্কৃত চর্চার নামে তলে তলে হিন্দিকে শিক্ষার ভাষা হিসাবে যদি নিয়ে আসা হয় আরএসএসের হিন্দুরাষ্ট্র তৈরির অর্ধেক কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে। ভারতবর্ষে যতগুলি ভাষায় শিক্ষাদান করা হয় তার মধ্যে বাংলার অবস্থান দ্বিতীয় স্থানে। ঝাড়খণ্ড, বিহার, অসমরে বহু বিদ্যালয় আছে যেখানে বাংলাভাষায় শিক্ষাদান হত। কিন্তু আরএসএস প্রভাবিত শক্তি ওইসমস্ত রাজ্যে ক্ষমতা দখলের পরে বাংলা ভাষাকে সেভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। বিশেষ করে ঝাড়খণ্ডের বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়গুলিতে এখন হিন্দিতে পঠনপাঠন চালু হয়েছে। তামিলনাড়ু বা দক্ষিণের রাজ্যগুলি সংস্কৃত বা হিন্দি চাপিয়ে দেওয়া কি সহজে মেনে নেবে? ইতিমধ্যে তামিলনাড়ু জাতীয় শিক্ষানীতির বিরোধীতায় সরব হয়েছে। পশ্চিবাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার রাজ্যস্তরে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে বিশেষজ্ঞদের অভিমত কেন্দ্রীয় সরকারকে পেশ করবে জানিয়েছে। আলোচ্য শিক্ষানীতিতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) ও সারা ভারত প্রযুক্তি শিক্ষা কাউন্সিল অবলুপ্ত করে উচ্চশিক্ষা আয়োগ গঠন করে শিক্ষার কেন্দ্রীকরণেই গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। বিদ্যালয় শিক্ষার চলতি ধাঁচ ১০+২ বদলে ৫+ ৩+ ৩+ ৪ করার কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে ৩-১৮ বছর পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয় শিক্ষাকে সরকারি দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত করা হবে। কিন্তু কীভাবে তা করা হবে তার দিশা নেই। প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা অর্থাৎ শিশুদের শিক্ষার দায়িত্ব আইসিডিএস অর্থাৎ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের দ্বারা সম্পন্ন করার কথা বলা হয়েছে। ভারতবর্ষে এখন ১৩ লক্ষ ৭৭ হাজার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র আছে কিন্তু সেগুলির পরিকাঠামো কি অবস্থায় আছে তা কি জানা যায়? কর্মীদের দুর্দশাও কি সরকার জানেন না? তাঁদের প্রশিক্ষণই বা কীভাবে হবে? এঙ্গ্ইরকম বহু প্রশ্নের উত্তর নেই আলোচিত শিক্ষানীতিতে। বলা হয়েছে আন্ডার গ্রাজুয়েশন কোর্স হবে ৪ বছরের এবং প্রথম বর্ষ সম্পন্ন করলে ছাত্রছাত্রী সার্টিফিকেট পাবেন, দ্বিতীয় বর্ষে ডিপ্লোমা, তৃতীয় বর্ষে ব্যাচেলর ডিগ্রি এবং ব্যাটেলর রিসার্চ ডিগ্রি চতুর্থ বর্ষ সম্পন্ন করলে। সাবজেক্ট (বিষয়) কম্বিনেশনের ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট কোন বিষয় নির্ধারিত করা হয়নি। কলাবিভাগের ছাত্র বিজ্ঞানেরও বিষয় নিতে পারবেন। স্নাতকোত্তর পড়াশোনার ক্ষেত্রে স্নাতক পর্যায়ে যাঁরা চার বছর সম্পন্ন করে ব্যাচেলর রিসার্চ ডিগ্রি পেয়েছেন তাঁরা এক বছরে এবং স্নাতকরা ২ বছরে কোর্স সম্পন্ন করতে পারবেন। আসলে নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যে শিক্ষার গৈরিকীকরণের বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মঙ্গলবার টিএসইউ'র উদ্যোগে আয়োজিত সাংগঠনিক সভায় কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

বেনাপোল দিয়ে রেলপথে আমদানিতে আগ্রহ বেড়েছে ব্যবসায়ীদের

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ১৮।।বেনাপোল বন্দর দিয়ে ভারতের সাথে রেলপথে আমদানি বাণিজ্যে আগ্রহ বেড়েছে ব্যবসায়ীদের। ফলে আমদানিকারকদের ভোগান্তি কমে ফিরেছে স্বস্তি। সরকারেরও রাজস্ব আয়ও বাড়তে শুরু করেছে হু হু করে।

বেনাপোল বন্দর সূত্রে জানা যায়, মূলত করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে গত ২২ মার্চ রেল ও স্থলপথে বেনাপোল বন্দর দিয়ে বন্ধ হয়ে যায় দু'দেশের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ওপারে ভারতের পেট্রাপোল বন্দরে আটকা পড়ে ৫ হাজার পণ্য বোঝাই ট্রাক।

পরবর্তীতে করোনা পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে দেশের অন্যান্য বন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানি সচল হলেও এ পথে ভারতের সাথে বাণিজ্য সচলে নানান প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার বারবার আমদানি-রপ্তানি বাইণজ্য সচল করার নির্দেশনা দিলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাধার কারণে চালু হতে দীর্ঘ সময় চলে যায়। এ সময় ব্যবসায়ীরা তির বিষয়টি জানালেও সচল হয়নি বাণিজ্য। পরে রেল কর্তৃপ, কাস্টমস, বন্দর ও ব্যবসায়ীদের যৌথ উদ্যোগে বিকল্পভাবে বাণিজ্য সচল করতে রেলপথে সাইড ডোর ট্রেনের মাধ্যমে শুরু হয় রেল বাণিজ্য। পার্সেল ভ্যানে দুই দেশের মধ্যে আমদানি বাণিজ্য চুক্তি হয়। বর্তমানে বেনাপোল ও পেট্রাপোল বন্দরের মধ্যে স্থলপথের পাশাপাশি রেলপথে কার্গো রেল, সাইড ডোর কার্গো রেল এবং পার্সেল ভ্যানে সব ধরনের পণ্যের আমদানি বাণিজ্য চলছে। এতে ব্যবসায়ীদের যেমন দুর্ভোগ কমেছে, তেমনি বাণিজ্যে গতি বেড়ে সরকারেরও রাজস্ব আয় বাড়তে শুরু করে। রেলপথে বাণিজ্য প্রসার ঘটায় স্বস্তি ফিরে আসে বন্দর শ্রমিকদের মধ্যে। করোনার কারণে কাজ কমে যাওয়ায় শ্রমিকরা বিপাকে পড়েছিল।

বেনাপোল আমদানি-রপ্তানি সমিতির সাধারণ সম্পাদক আলী হোসেন জানান, স্থলপথে ভারতের বনগাও কালিতলা পার্কিংয়ে আমদানিকৃত পণ্য বোঝাই ট্রাক থেকে প্রতিদিন ২ হাজার টাকা করে চাঁদা আদায় করায় ব্যবসায়ীরা মোটা অংকের লোকসান দিয়ে এই পথে আমদানি করতে অনিহা প্রকাশ করে।

অন্যদিকে পট্রাপোল বন্দরে অবরোধ, হরতাল, শ্রমিক অসন্তোষসহ বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতায় পণ্য পরিবহন করতে না পেরে ব্যবসায়ীরা প্রায়ই আর্থিকভাবে তিগ্রস্থ হচ্ছিলেন। ভারত থেকে পণ্য আমদানি করতে অনেকক্ষেত্রে এক মাসেরও অধিক সময় লেগে যেত। রেলপথে সব ধরনের পণ্যের আমদানি হতে সময় লাগে মাত্র ৩ দিনে।

বেনাপোল সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সিনিয়র সহ সভাপতি মফিজুর আলহাজ্ব নুরুজ্জামান বলেন, করোনার কারণে ভারতের পেট্রাপোলের এক শ্রেণির ব্যবসায়ীরা সিন্ডিকেট করে মাসের পর মাস ট্রাক আটকে রেখে মোটা অংকের চাঁদাবাজি করছিল। ফলে ব্যবসায়ীদের তির কথা মাথায় রেখে রেলপথে শুরু হয় আমদানি বাণিজ্য। চলতি অর্থ বছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ল্যমাত্রা পূরণ সম্ভব হবে বলে আশা করি।

বঙ্গবন্ধুর ছবি বাংলাদেশের সংসদ অধিবেশন কে প্রদর্শনের নির্দেশ

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ১৮।।জাতীয় সংসদের অধিবেশন কে স্পিকারের চেয়ারের পেছনের দেয়ালে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি সংরণ ও প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। এক রিট আবেদনের শুনানি নিয়ে মঙ্গলবার বিচারপতি তারিক উল হাকিম ও বিচারপতি এসএম কুদ্দুস জামানের ভার্চুয়াল বেঞ্চ এ আদেশ দেয়।

আদালতে আবেদনের পে শুনানি করেন রিটকারী আইনজীবী সুবীর নন্দী দাস। রাষ্ট্রপে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল অমিত দাসগুপ্ত। আদেশের পর অমিত সাংবাদিকদের বলেন, বঙ্গবন্ধুর ছবি সংসদের অধিবেশন করে স্পিকারের চেয়ারের পেছনের দেয়ালের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। আদেশ পালন করে আগামী এক মাসের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়ের মাধ্যমে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। আইনজীবী সুবীর সাংবাদিকদের জানান, শুনানিকালে আদালত বলে যে এটা সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার বিষয়। সংসদ সচিবালয়ের সচিব এ আদেশ বাস্তবায়ন করবেন। এর আগে গত ১২ আগস্ট সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সুবীর হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় এ রিট করেন।

গত ৩০ জুলাই জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে একটি আবেদন দেন সুবীর। ওই আবেদনে বলা হয় যে সংবিধানের ৪ক বিধান মতে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার ও প্রধান বিচারপতির কার্যালয় এবং সব সরকারি ও আধা-সরকারি অফিস, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপরে প্রধান ও শাখা কার্যালয়, সরকারি-বেসরকারি শিপ্রতিষ্ঠান, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনগুলোতে সংরণ ও প্রদর্শন বাধ্যবাধকতা রয়েছে। জাতীয় সংসদের অধিবেশন হল স্পিকার এবং সংসদ সদস্যদের আইন প্রণয়ন অফিস, রাষ্ট্র ও সরকারের অত্যন্ত পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান। জাতীয় সংসদে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি প্রদর্শন ও সংরণ সাংবিধানিক দায়িত্ব। পরে এ আবেদনের কোনো সাড়া না পেয়ে সুবীর হাইকোর্টে রিট করেন। রিট আবেদনে বলা হয় যে ভারত, পাকিস্তান, ভিয়েতনাম, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তাদের নিজ নিজ জাতির পিতা কিংবা জাতীয় বীরদের প্রতিকৃতি অথবা ভাস্কর্য আইন সভায় রয়েছে।

মোদির বার্তা নিয়ে ঢাকায় ভারতের পররাষ্ট্রসচিব

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ১৮।। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পাঠানো বার্তা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে পৌঁছে দিতে মঙ্গলবার দুদিনের সফরে ঢাকায় এসেছেন ভারতের পররাষ্ট্রসচিব হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা।

শ্রিংলা ঢাকায় পৌঁছানোর পরে ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন জানিয়েছে, পররাষ্ট্রসচিব হর্ষ বর্ধন শ্রিংলার ঢাকা সফরে দুদেশের পারস্পরিক স্বার্থ ও সহযোগিতার বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবেন এবং সেগুলো এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করবে।

সরকারের ঊর্ধতন এক কর্মকর্তা ইউএনবিকে বলেন, শ্রিংলা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে তার সরকারি বাসভবনে সাাৎ করবেন এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পাঠানো বার্তা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে পৌঁছে দিবেন। বৈঠকে তারা কোভিড-১৯ বিষয়ে সহযোগিতা ছাড়াও দুই প্রতিবেশী দেশের পারস্পরিক সম্পর্ককে আরও জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা করবেন।

কূটনৈতিক সূত্র জানিয়েছে, শ্রিংলা ঢাকা থেকে বা কলকাতা হয়ে ইয়াঙ্গুন যাবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। আকস্মিক এই সফর সম্পর্কে জানতে চাইলে জ্যেষ্ঠ এক কর্মকর্তা বলেন, ইতিবাচক কিছু একটা হতে যাচ্ছে তবে তিনি বিস্তারিত কিছু জানাননি।

ভারতের পররাষ্ট্রসচিব আকস্মিক এ সফরে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রসচিব মাসুদ বিন মোমেনের সাথে সাাৎ করবেন। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রসচিব জানান, দুদেশের করোনা পরিস্থিতিসহ পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে তারা আলোচনা করবেন।

বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার হিসাবে দায়িত্ব পালন শেষে চলতি বছরের জানুয়ারিতে ভারতের পররাষ্ট্র সচিবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পররাষ্ট্রসচিব হিসাবে দায়িত্ব নেয়ার পরে শ্রিংলা গত মার্চ মাসে ঢাকা সফর করেছিলেন। বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারির কারণে গত কয়েকমাস ধরে দুদেশের মধ্যে দ্বিপীয় সফরের ফাটল তৈরি হয়েছে। তবে, কার্যত দুটি দেশেই ভার্চুয়ালি সংযুক্ত ছিল এবং পারস্পরিক স্বার্থের বিভিন্ন বিষয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ভারতের সাথে বাণিজ্য বাড়াতে একনেকে সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ১৮।।জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় মঙ্গলবার বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি বাড়ানোর লয চট্টগ্রাম ও খাগড়াছড়ি জেলার অ ত ন্ গ র্ ত বারৈয়ারহাট-হেঁয়াকো-রামগড় সড়ক প্রশস্তকরণের জন্য ৮৪৬ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্পসহ সাতটি প্রকল্পের অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী ও একনেক চেয়ারপার্সন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে চলতি অর্থবছরের পঞ্চম একনেক সভায় এসব প্রকল্পের অনুমোদন দেয়া হয়। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গণভবন থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও পরিকল্পনামন্ত্রী এমএ মান্নান সভায় যোগ দেন। একনেকের অন্য সদস্যরা রাজধানীর এনইসি ভবন থেকে যুক্ত ছিলেন।

সভা শেষে এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে পরিকল্পনামন্ত্রী এমএ মান্নান বলেন, 'আমরা আজকের একনেক সভায় চারটি মন্ত্রণালয়ের সাত প্রকল্প উত্থাপন করি এবং সবগুলো প্রকল্পই অনুমোদন দেয়া হয়েছে। প্রকল্পের মোট আনুমানিক ব্যয় ৩ হাজার ৪৬১ কোটি ৯৭ লাখ টাকা।' মোট প্রকল্প ব্যয়ের মধ্যে ২ হাজার ৬১৯ কোটি ৭৯ লাখ টাকা সরকারের তহবিল থেকে এবং ৫৮১ কোটি ২০ লাখ টাকা বিদেশি ঋণ বা অনুদান ও ২৬০ কোটি ৯৮ লাখ টাকা বিশ্ব ব্যাংকের অনুদান থেকে আসবে।প্রকল্পগুলোর মধ্যে 'বারৈয়ারহাট-হেঁয়াকো-রামগড় সড়ক প্রশস্তকরণে'র কথা বলতে গিয়ে এমএ মান্নান বলেন, 'রাস্তাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা ভারতের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ানোর জন্য রাস্তাটি উন্নত করছি। এটি বাংলাদেশ এবং ভারত উভয় দেশের জন্যই একটি লাভজনক প্রকল্প।' তিনি আরও বলেন, ২০২২ সালের জুনের মধ্যে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে। উভয় দেশই ভারতের ত্রিপুরা এবং চট্টগ্রাম বন্দরকে নাফ নদীর মধ্য দিয়ে যুক্ত সড়কটি ব্যবহার করে ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি করতে আগ্রহী। তিনি জানান, ৮৪৫ কোটি ৫৩ লাখ টাকার প্রকল্পটিতে সরকার দেবে ২৬৪ কোটি ৩৩ লাখ এবং ভারতীয় ঋণ ৫৮১ কোটি ২০ লাখ টাকা। তিনি আরও জানান, এর মাধ্যমে রামগড়ে সীমান্তহাট উন্নয়নের সম্ভাবনা রয়েছে কারণ প্রকল্পটি সম্ভাব্য সীমান্তের বাজারকে আরও উন্নত করতে সহায়তা করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু, শিলচরে বিক্ষোভ স্বাস্থ্য পরিষেবার বিরুদ্ধে

শিলচর (অসম), ১৮ আগস্ট (হি.স.) : কাছাড় জেলা সদর শিলচর শহরের রাঙ্গিরখাড়ি এলাকার বাসিন্দা আশুতোষ ভট্টাচার্যের বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছে আজ মঙ্গলবার। এদিন বিকেল পাঁচটায় শিবকলোনি, রাঙ্গিরখাড়ির জনতা ভাষা শহিদবেদির পাদদেশে কাছাড়ের বেহাল স্বাস্থ্য পরিষেবার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। শিলচর পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কমিশনার সজল বণিক, আইনজীবী সৌমেন চৌধুরী, প্রাক্তন অধ্যক্ষ পরিতোষচন্দ্র দত্ত, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা তরুণ নন্দি, সমাজসেবী কমল চক্রবর্তী, হিল্লোল ভট্টাচার্য, কৃষাণু ভট্টাচার্য, সৌম্যদ্বীপ রায়চৌধুরী সহ অনেকেই কাছাড়ের স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন।

তাঁদের অভিযোগ, শিলচরের রাঙ্গিরখাড়ির বাসিন্দা আশুতোষ ভট্টাচার্য গত ১৫ আগস্ট সকালে অসুস্থ বোধ করাতে তাঁর স্ত্রী তাঁকে নিয়ে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যেতে বারবার ১০৮ নম্বরে ফোন করেন। কিন্তু প্রায় চার ঘণ্টা পর ১০৮ অ্যাম্বুলেন্স সেখানে পৌঁছে। আশুতোষ ভট্টাচার্যকে মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু কোভিড টেস্টের অজুহাতে দীর্ঘক্ষণ সময় কাটিয়ে দেওয়া হয়। মুমূর্ষু রোগী আশুতোষ ভট্টাচার্য শেষ পর্যন্ত বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। তাঁদের অভিযোগ, কয়েকদিন আগে তীব্র পেটের ব্যথায় কাতর একটি ১০ বছরের মেয়েকে নিয়ে তার মা-বাবা শিলচরের সিভিল হাসপাতালে পৌঁছলে তাঁকে কোভিড পরীক্ষা না করে চিকিৎসা করতে অস্বীকার করা হয়েছিল। মেয়েটিকে নিয়ে মেডিক্যাল কলেজে যাওয়ার পথে ন্যাশনাল হাইওয়ের মুখে সে মারা যায়। একইভাবে আইরংমারার একটি ছেলের বিনা চিকিৎসায় দু'দিন আগে মৃত্যু হয়েছে। প্রতিদিন কাছাড় জেলায় মানুষের বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হচ্ছে, অথচ জনপ্রতিনিধিরা শুধু প্রতারণা করে চলেছেন বলে অভিযোগ তুলেছেন বিক্ষোভকারীরা।

শিলচরের সাংসদ রাজদীপ রায় সোমবার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছিলেন, কোভিড রোগীদের ফাইভ স্টার হোটেলের খাবার-দাবার দেওয়া সম্ভব নয়। তাঁর এই মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে বিভিন্ন বক্তা অভিযোগ করেন, একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির এমন মন্তব্য করা উচিত হয়নি। সাংসদের উচিত ছিল, বিষয়গুলোর তদন্ত করে জনগণের সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হওয়া। কিন্তু তিনি তা না করে উল্টো জনগণকে দোষারোপ করছেন। সাংসদের এমন মন্তব্যে ক্ষোভ ব্যক্ত করেন বক্তারা।

অবিলম্বে জেলার স্বাস্থ্য পরিষেবার হাল ফেরাতে আবেদন রেখেছেন বিক্ষোভকারী বক্তারা। অন্যথায় আগামীতে আন্দোলনকে আরও তীব্র করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে আজ।

এদিকে করোনা রোগীদের হয়রানি বন্ধ করা সহ ছয় দফা দাবির ভিত্তিতে শিলচরে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেছেল ডিওয়াইএফআইও। মঙ্গলবার সংগঠনের কর্মকর্তারা শিলচরের ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেন।

সেখানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে সংগঠনের কর্মকর্তারা দিন দিন করোনা রোগীদের হয়রানির ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন। করোনা সেন্টারগুলোতে রোগীদের চিকিৎসা যাতে ঠিকমতো হয় এবং হয়রানি বন্ধ করা হয় এই দাবি জানান তাঁরা।

তাছাড়া করোনায় মৃত্যুবরণকারীদের পরিবারকে সরকারি অর্থ সাহায্য প্রদান করা, শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের খালি পদগুলো পূরণ করা এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রয়োজনীয় পিপি কিট প্রদান করার দাবি জানান তাঁরা। শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালকে এইমস-এর পর্যায়ে উন্নীতকরণের দাবিও জানান ডিওয়াইএফআই কর্মকর্তারা।

করিমগঞ্জের বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানের দাবি নিয়ে এপিডিসিএল-এর সিজিএম সকাশে বিধায়ক কমলাক্ষ

করিমগঞ্জ (অসম), ১৮ আগস্ট (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অসহনীয় বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানের দাবি নিয়ে মঙ্গলবার গুয়াহাটিতে অবস্থিত বিজুলি ভবনে এপিডিসিএল-এর চিফ জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে কথা বলেছেন বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। প্যাটেলনগরের ১৩৩ কেভি সাবস্টেশন থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে অবস্থিত কুমারঘাট-বদরপুর ৩৩ কেভি হাইভল্টেজ লাইন থেকে প্যাটেলনগর ১৩৩ কেভি সাবস্টেশনে সংযোগ স্থাপনের প্রকল্পের কথাটিও বিভাগীয় চিফ জেনারেল মেনেজার কৃষ্ণনন্দ শইকিয়ার সামনে তুলে ধরেন বিধায়ক কমলাক্ষ। সেইসঙ্গে পাঁচগ্রাম সাবস্টেশন থেকে করিমগঞ্জ শহরের শিববাড়ি রোডস্থিত সাবস্টেশনে জাতীয় সড়কের পাশ দিয়ে যে ক্যাবল লাইন টানার কাজ চলছে, তা থে অত্যন্ত কচ্ছপ গতিতে এগোচ্ছে, সে বিষয়টিও এপিডিসিএল-এর চিফ জেনারেল ম্যানেজার কৃষ্ণনন্দ শইকিয়াকে জানান তিনি। পাশাপাশি বিগত এক পক্ষ কাল থেকে করিমগঞ্জ জেলায় সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়া বিদ্যুৎ পরিষেবার কথাও তুলে ধরেন কমলাক্ষ।

বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের কাছ থেকে করিমগঞ্জ জেলার বিদ্যুৎ সমস্যার বাস্তবিক পরিস্থিতি শুনে এর আশু সমাধানের আশ্বাস দেন এপিডিসিএল-এর চিফ জেনারেল ম্যানেজার কৃষ্ণনন্দ শইকিয়া। তিনি বলেন, জাতীয় সড়কের পাশ দিয়ে পাঁচগ্রাম সাবস্টেশন থেকে যে ক্যাবল লাইন টানা হচ্ছে, তা সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে অর্থাৎ দুর্গাপূজার আগেই পরিষেবার যোগ্য হয়ে উঠবে। একই সঙ্গে কুমারঘাট-বদরপুর ৩৩ কেভি হাইভল্টেজ লাইন থেকে প্যাটেলনগর ১৩৩ কেভি সাবস্টেশন সংযোগ স্থাপনের কাজটিও ২০২১-এর জানুয়ারি মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। এপিডিসিএল-এর চিফ জেনারেল ম্যানেজারের সাথে সাক্ষাৎকালে বিধায়ক কমলাক্ষের সঙ্গে ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের অন্যতম সম্পাদক তথা আইনজীবী দাইয়ান হুসেন ও প্রতাপ সিনহা।

উল্লেখ্য বিগত প্রায় এক পক্ষ কাল থেকে করিমগঞ্জ জেলায় বিদ্যুৎ সমস্যা এক ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে। দিবারাত্রি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১০ ঘণ্টাই অন্ধকারে ডুবে থাকে সমগ্র জেলা। রাজ্যে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হলেও করিমগঞ্জ জেলাবাসীর ভাগ্যের কোনও পরিবর্তন হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগী নাগরিকরা। করিমগঞ্জ জেলার বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানের বিষয়টি কংগ্রেস এবং বিজেপি উভয় দলের প্রাথমিকতা ছিল। কিন্তু পনেরো বছর ক্ষমতায় থেকেও তৎকালীন তরুণ গগৈ সরকার করিমগঞ্জ জেলার বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানে কোনও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারেনি। প্যাটেলনগরে ১৩৩ কেভি সাবস্টেশনটি কংগ্রেস আমলে স্থাপন হলেও তৎকালীন সরকার এই সাবস্টেশনটি পরিষেবার যোগ্য করে তুলতে পারেনি। গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিও জেলার বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছিল। সর্বানন্দ সনোয়াল সরকারেরও পাঁচ বছর পূর্ণ হতে আর মাত্র কয়েকমাস বাকি। কিন্তু বিদ্যুৎ সমস্যা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেছে।

ফের বিজেপিতে যোগ সংগীতশিল্পী বিদ্যাসাগর ও অভিনেত্রী আশা বরদলৈয়ের, গেরুয়া বসন পরলেন আরও অনেকে

গুয়াহাটি, ১৮ আগস্ট (হি.স.) : মানসিক অত্যাচার চালিয়ে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ বা কা) বিরোধী আন্দোলনে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু বিজেপির আদর্শ তাঁকে টেনে এনেছে। তাই আজ আবার এসে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন অসমের বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী বিদ্যাসাগর বরা। তাঁর সঙ্গে অভিনেত্রী আশা বরদলৈও মঙ্গলবার হেঙেরাবাড়িতে বিজেপির প্রদেশ সদর দফতর অটলবিহারী বাজপেয়ী ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে দলছুট বিদ্যাসাগরের পাশাপাশি নবাগতদের বরণ করেছেন প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস।দুই সাংসদ পল্লবলোচন দাস ও তপন গগৈ এবং দলের অন্য নেতা কার্যকর্তাদের উপস্থিতিতে আজ বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস দুই শিল্পীর সঙ্গে সারা অসম ছাত্র সংস্থা (আসু)-র প্রাক্তন নেতা তপন দাস এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রভা চৌধুরী দস্তিদারকেও গেরুয়া দলে আজ বরণ করেছেন।কণ্ঠশিল্পী বিদ্যাসাগর ২০০৯ সালে বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন। কিন্তু তখন সক্রিয়ভাবে দলের রাজনৈতিক কোনও কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করেননি তিনি। আজ পুনরায় বিজেপিতে যোগদান করার পর হিন্দুস্থান সমাচার-এর সাথে কথা বলতে গিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন কণ্ঠশিল্পী বিদ্যাসাগর। তিনি বলেন, 'যতীন বরা এবং আমার মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। যতীনদার আবেগিক ছিলেন, আমারও আবেগ আছে। তবে কা বিরোধী আন্দোলনে আমি নেতৃত্ব প্রদানে ছিলাম না। মানসিকভাবে অত্যাচার চালিয়ে কা আন্দোলনে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।' তবে কে বা কারা তাঁকে মানসিক অত্যাচার করে কা বিরোধী আন্দোলনে জড়িত করেছিল তা স্পষ্ট করে বলেননি বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগরের দাবি, 'আমার স্থিতি আগে থেকে একই ছিল। মিডিয়ার সঙ্গে যখন কথা হয়েছিল তখন আমার স্থিতির কথা আমি বলেছি। আমার মন্তব্যের পর বিতর্ক হয়েছে। মানসিকভাবে হয়রানি করা হয়েছে আমাকে। আমার আবাসগৃহের নীচে গেলে এখনও দেখা যাবে টায়ার জ্বালানোর চিহ্ন। পরস্থিতির বলে বাধ্য হয়ে কা বিরোধী আন্দোলনে শামিল হতে হয়েছিল আমাকে।'

এদিকে, বিজেপিতে সক্রিয়ভাবে যোগদান করে কী ভূমিকায় এবার অবতীর্ণ হবেন, এই প্রশ্নের উত্তরে বিদ্যাসাগর বরা বলেন, 'আমার পরিধি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র। আমার গান ভালো পান এমন অসংখ্য শ্রোতা আছেন। তাই বরগীত ক্ষেত্রকে আরও অধিক এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখব। বাইরের মানুষ যাতে আমার সংগীত শুনতে পারেন তার চেষ্টা করব।' বিজেপিতে যোগদান করে অভিনেত্রী আশা বরদলৈও সাংস্কৃতিক জগতকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবেন বলে জানান।

মঙ্গলবার বামপন্থী সংগঠনের পক্ষে দুস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

আটার প্যাকেটে টাকা দানের খবরকে 'গুজব' বললেন আমির খান

দিল্লির বস্তিবাসীদের মধ্যে আটার প্যাকেটের ভেতর ১৫ হাজার টাকা দানের যে খবর ভারতীয় গণমাধ্যমে ছড়িয়েছে সেটিকে গুজব বলে উড়িয়ে দিলেন বলিউড তারকা আমির খান।মঙ্গলবার এক টুইটবার্তা তিনি বলেন, "আটার ব্যাগের মধ্যে আমি ১৫ হাজার টাকা রাখিনি। হয় এটি পুরোপুরি একটি মিথ্যা তথ্য অথবা যে রবিনহুড কাজটি করেছেন তিনি নিজের পরিচয় গোপন রাখতে চাইছেন।"এনডিটিভি এক খবরে বলা হয়, সপ্তাহখানেক আগে আমির খানকে নিয়ে একটি টিকটক ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছিল লকডাউনের এই সময়ে অসহায়দের মধ্যে আটার প্যাকেটে ১৫ হাজার টাকা দান করেছিলেন।সেই ত্রাণ কার্যক্রমের সঙ্গে আমির খানের যুক্ত থাকার দাবি করা হয়েছি সেই ভিডিওতে।

বিষয়টি নিয়ে তার কোনো বক্তব্য না মিললেও সপ্তাহ খানেক পর এক টুইটবার্তায় ঘটনাকে উড়িয়ে দিলেন আমির।আমির খান কীভাবে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন কীভাবে সাহায্য করেছেন, সে সম্পর্কে সোশ্যাল মিডিয়ায় এখনও পর্যন্ত কিছুই জানাননি।গত মাসে করোনা সঙ্কট মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ত্রাণ তহবিলে সহায়তা করেছেন আমির খান। বলিউডের কলাকুশলীদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। আসছে বড়দিনে মুক্তি পাচ্ছে এ অভিনেতার চলচ্চিত্র 'লাল সিং চাড্ডা'।

বিশ্বভারতী কী বলছেন বিশিষ্টরা

অশোক সেনগুপ্ত

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে হাঙামায় প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে বিশিষ্টদের মধ্যে। শান্তিনিকেতনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নষ্ট করে কোনও রকম নির্মাণের যে তিনি বিরোধী, তা-ও স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায় "আমি চাই না, ওখানে কোনও নির্মাণ হোক। বিশ্বভারতী যখন বিশ্বকবি তৈরি করেছিলেন, তখন তাঁর উদ্দেশ্যই ছিল, ফাঁকা জায়গায় প্রকৃতির পরিবেশে খোলা আলোয় প্রকৃতির কোলে গাছতলায় বসন্ত উৎসব থেকে পৌষমেলা সবই হবে।"

ঘটনার নিন্দা করেছেন মেঘালয়ের রাজ্যপাল তথাগত রায়। মঙ্গলবার তিনি বলেন, "হামলাকারীরা কেবল নবনির্মিত প্রাচীরই ভেঙে দেয়নি। সুরেন কর, নন্দলাল বসু, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিমাখা শিল্পসম্মত স্তম্ভও ভেঙে দিয়েছে। কিন্তু আপনি কি এটা বিশ্বাস করতে পারছেন? হামলাকারীদের নেতৃত্বে নাকি ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের এক প্রাক্তনী।"

বিশ্বভারতী তার নিজের যায়গা, তার নিজের মতো করে ব্যবহার করবে ঠিকই। কিন্তু বিশ্বভারতী যে আর পাঁচটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত নয়। এই প্রতিবেদকের কাছে মন্তব্য করলেন বিশ্বভারতীর প্রাক্তনী, বিশিষ্ট শিল্পী ও ভাস্কর সুনন্দা সান্যাল। তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন তপোবনের আদর্শে, প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে, গুরুগৃহে বাস করে, সংযম সাধনার সঙ্গে শিক্ষালাভের পদ্ধতিকে আধুনিক রূপায়ণের আগ্রহেই এই বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের নামটি সেই ইঙ্গিত বহন করে। কালের বিবর্তনে অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছে ও হয়ে চলেছে সেটাই স্বাভাবিক। তথাপি, কবির কথায় 'শান্তিনিকেতন আমার নয়। আমাদের"। 'মোদের তরুমূলের মেলা মোদের খোলা মাঠের খেলা '। তিনি উন্মুক্ত আকাশের নিচে সবুজ তরুমূলের মধ্যে বাস করতে পছন্দ করতেন, এবং সে ভাবেই শান্তিনিকেতন গড়ে উঠেছিল। উন্মুক্ত স্থান তিনি পছন্দ করতেন। তাঁর আশ্রমের আশ্রমিক এবং ছাত্র ছাত্রীরাও এই পরিবেশে একাত্ব হয়েগিয়েছিল।

অনেক গুনিজন এবং পর্যটক ও এই প্রকৃতির মধ্যে এসে তৃপ্ত হতেন।

সুনন্দার কথায়, "বর্তমানে কিছু অসুবিধের জন্য হয়ত এই উন্মুক্ত পরিবেশ রাখা সম্ভব হচ্ছে না। সেক্ষেত্রে মনে হয় পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করলে ভালো হয়।

আর মনে হয় কোন চিন্তা ভাবনা ব্যাক্তি কেন্দ্রীক না হয়ে, আশ্রমবাসী, ছাত্রছাত্রী, প্রাক্তনী, অধ্যাপক, কর্মিমন্ডলি সকালের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমেই হওয়া শ্রেয়। সকলের মতামতকে মান্যতা দেওয়া উচিত বলে মনে হয়। ওই যে কবির কথায় শান্তিনিকেতন আমাদের।

যুগ্ম প্রচেষ্টায় চিন্তা ভাবনা সব সময় উন্নত রূপ নেয়। আর বিবাদ, হানাহানি থেকেও বিরত থাকা যায়। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, শান্তিনিকেতন, বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেনি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একাত্ব হয়ে আছেন, প্রানের টান, আত্মার সম্পর্ক তাকে আমারা অস্বীকার করি কি ভাবেসংঘবদ্ধ হয়ে চলাই শান্তি ও উন্নয়ন বজায় থাকে।"

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা নিয়ে সরব হলেন প্রাক্তন উপাচার্য তথা বিশ্বভারতীর 'কোর্ট'-এর সদস্য শিক্ষাবিদ অচিন্ত্য বিশ্বাস। মঙ্গলবার তিনি এই প্রতিবেদককে জানান, বিশ্বভারতীতে প্রাচীর দেওয়ার চেষ্টা হয় তারপর বিতর্ক ওঠে। এটা নাকি রবীন্দ্রনাথের ভাবনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। গতকাল যে তাণ্ডব হলো, তা কি আমাদের বঙ্গ সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ? বোলপুরের ব্যবসায়ীদের, স্থানীয় নাগরিকদের আপত্তি হয়তো আছে। কিন্তু তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এরকম অনাচার করতে পারেন? এক কথায় না। এখানে যারা যন্ত্রপাতি লুঠ করেছে তারা রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় উদ্দীপিত ছিল? দুবরাজপুরের বিধায়ক এসে উপস্থিত হলেন কেন? সমস্ত ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত দাবি করছি।

অচিন্ত্যবাবুর মতে, "প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাইরে প্রাচীর থাকলে আপত্তি নেই, নিজেদের বাড়ি ঘরের বাইরে প্রাচীর থাকুক, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীর উঠলেই আপত্তি! অত বড়ো ঘটনা হলো, স্থানীয় থানা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকলো! রীতিমতো সন্দেহজনক। তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।"

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ভাঙচুর হল। শাসক দলের উচ্ছৃঙ্খল নেতা কর্মীরা আর তাদের উচ্ছিষ্টভোগী বুদ্ধিজীবীগণ নিজেদের চরিত্র চেনালেন। 'স্বস্তিকা'-র সম্পাদক, বরিষ্ঠ সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্ত এই মন্তব্য করে মঙ্গলবার বলেন, পৌষমেলা প্রাঙ্গণে কর্তৃপক্ষ পাঁচিল তুলছেন পরিবেশ আদালতের নির্দেশে। যাঁদের এ নিয়ে আপত্তি আছে অনায়াসে আদালতে যেতে পারতেন।

অথচ তাঁরা সে দিকে পা বাড়ালেন না। কারণ, তাঁরা শাসক দলের বিধায়ক, নেতা এবং শাসক দলের আশ্রিত দুষ্কৃতি। তাঁরা মনে করেন তাঁরা যেটা বলবেন সেটাই আইন। অতএব সেই আইনকে হাতে তুলে নিলেন। বিশ্বভারতীর সম্পত্তি ভাঙচুর, বিনষ্ট করলেন। শুধু তাই নয়, বিশ্বভারতীর সাংবাদিকতা বিভাগের প্রধানের বাড়িতে ঢুকে তাঁকে হেনস্থা করলেন। এদের অশিক্ষা আর অজ্ঞতা নিয়ে আমি কোনও প্রশ্ন করতে চাই না। এই ঘটনা প্রমাণ করে এরা রবীন্দ্রনাথকে কী চোখে দেখে। এই ঘটনা আরও প্রমাণ করে কলকাতায় বিদ্যাসাগরের মূর্তি কারা ভাঙচুর করেছিল। আমি এদের নিয়ে কোনও প্রশ্ন করতে চাই না। আমি প্রশ্ন করতে চাই নন্দন ও অ্যাকাডেমি চত্বরে মোমবাতি নিয়ে যারা ঘুরে বেড়ায়, সেই প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে। আজ যখন বিশ্বভারতীতে ভাঙচুর হচ্ছে, অসম্মান প্রদর্শন হচ্ছে, আইন নিজের হাতে তুলে নিচ্ছে, সেই দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে এরা নীরব কেন?

আসলে ক্ষমতাসীনের উচ্ছিষ্ট খেয়ে, ক্ষমতাসীনের এঁটো পাতায় পরিপুষ্ট হয়ে বুদ্ধিজীবী হওয়া যায় না। প্রগতিশীলও হওয়া যায় না। ক্ষমতাসীনের এঁটোকাটা খেয়ে যাঁরা এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়ান এবং টাকার বিনিময়ে মুখ খোলেন, তাঁদের সঙ্গে চতুষ্পদ প্রাণীর কোনও তফাৎ নেই। "

বিশিষ্ট চিকিৎসক তথা 'পদ্মশ্রী' অরুণোদয় মন্ডলের মতে, "কবিগুরুর স্মৃতি বিজড়িত ও স্বপ্নের বিশ্বভারতীর উপর স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদের নামে যে বর্বরোচিত আক্রমণ সংগঠিত হলো তার নিন্দা করার ভাষা নেই। যে বা যারাই এই আক্রমণ করেছে তাদের চরমতর ধিক্কারই প্রাপ্য। বাংলার সংস্কৃতির এ এক গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন দিন।"

করণ জোহরের পাশে স্বরা ভাস্কর

সুশান্ত সিং রাজপুতের আত্মহত্যার কোনো কারণ তিনি নিজে জানাননি। দেননি কোনো আভাস, লিখে যাননি কোনো সুইসাইড নোটও। তাঁর নীরবতা শতগুণ হয়ে আওয়াজ তুলছে। সেই হুংকারে ইতিমধ্যে তারকা পুত্র—কন্যারা কোণঠাসা। সোনম কাপুর তাঁর ইনস্টাগ্রামের মন্তব্যের ঘর বন্ধ করে রেখেছেন, সোনাক্ষী সিনহা টুইটার থেকে বিদায় নিয়েছেন। অন্যদিকে রাগে, ক্ষোভে, দুঃখে মুম্বাই চলচ্চিত্র উৎসব থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন করণ জোহর। এমন অবস্থায় করণের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন বলিউডের বাইরে থেকে এসে জায়গা করে নেওয়া এক এক বলিউড তারকা। না, তিনি কোনো তারকাকন্যা নন, তিনি 'রানঝানা', 'তনু ওয়েডস মনু', 'ভিরে দি ওয়েডিং', 'প্রেম রতন ধন পায়ো'খ্যাত অভিনয়শিল্পী স্বরা ভাস্কর।

কেবল বলিউডের বাইরের মানুষেরই নন, বলিউডের ভেতরের অসংখ্য মানুষও কঙ্গনা রনৌতের সুরে সুর মিলিয়ে আঙুল তুলছেন করণ জোহরের দিকে। তাঁদের অভিযোগ, করণই বলিউডে স্বজনপ্রীতির পতাকা বহন করে আসছেন। তিনি বলিউডের রথী—মহারথীদের পুত্র, কন্যা ও আত্মীয়স্বজনদের বলিউডে কাজ দিয়ে আসছেন। আর বলিউডের বাইরে থেকে আসা মেধাবীরা কাজ পান না। এমনকি সুশান্তের মৃত্যুর জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী করে করণের বিরুদ্ধে মামলাও হয়েছে। এদিকে করণের পাশে এসে দাঁড়ালেন স্বরা ভাস্কর। যদিও তিনি সরাসরি করণ জোহরের পক্ষ নিয়ে কিছু বলেননি। তবে স্বরার বক্তব্য, করণ জোহরের চ্যাট শো

'কফি উইথ করণ' থেকে স্বজনপ্রীতি নিয়ে যেসব কথা বলা হয়েছে, যেগুলো এখন তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি করছে, সেগুলো চাইলেই সরিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। যিনি তাঁর শোতে উপস্থিত হয়ে যা বলেছেন, তিনি সেগুলো সেভাবেই প্রকাশ করেছেন। এ জন্য করণ জোহরকে কৃতিত্ব দিতে হবে বলে মনে করেন স্বরা।

আনুশকার মনের আশা পূরণ হলো

মাত্র ২৫ বছর বয়সেই অভিনেত্রী আনুশকা শর্মা নাম লেখালেন প্রযোজনায়। শুরু করলেন 'এনএইচ১০' দিয়ে। সঙ্গী বড় ভাই কর্ণেশ শর্মা। এই দুজনে মিলে এরপর বানালেন 'পরি', 'পিল্লৌরি' ও সর্বশেষ 'বুলবুল'।এর আগে 'পাতাললোক' নামে আনুশকার ওয়েব সিরিজও বেশ হইচই ফেলে দিয়েছে। 'পাতাললোক'কে অনেকে ভারতের সেরা বা অন্যতম সেরা ওয়েব সিরিজ হিসেবেও আখ্যায়িত করেছেন। এই সিরিজের সফলতার পর আনুশকা এখন 'বুলবুল'---এর সফলতা উপভোগ করছেন। অনলাইনে 'বুলবুল'—এর সফলতা উদ্‌যাপন করতে একটা 'সাকসেস পার্টি'ও দিয়েছেন ৩২ বছর বয়সী আনুশকা। পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়সহ এই ছবির সঙ্গে যুক্ত ২০ জন অভিনয়শিল্পী ও কলাকুশলী যোগ দিয়েছেন সেই অনলাইন আড্ডায়।

'পরি'র অভিনয়শিল্পী ও টলিউড তারকা ঋতাভরী চক্রবর্তী এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে যখন আনুশকা ইতালিতে বিয়ে করতে গিয়েছিলেন তখন 'পরি' সিনেমার শুটিং চলছিল। যখন আনুশকা নিজে বিয়ের মেকআপ নিচ্ছিলেন, তখনো নাকি তিনি ভিডিও কলে শুটিং ইউনিটের খোঁজখবর নিয়েছেন। সবার সুবিধা—অসুবিধা জেনেছেন। চরিত্রের লুক ঠিক আছে কি না, দেখেছেন। নিজের অভিনয় নিয়ে আনুশকা যতটা সিরিয়াস, প্রযোজনা নিয়েও ততটাই। নিজের প্রযোজনা নিয়ে আনুশকা ডেকান ক্রনিকলকে বলেন, 'কেউ কেউ আমার প্রযোজিত ছবিগুলোর ভেতরে কোথাও একটা মিল খুঁজে পাচ্ছেন। নারীপ্রধান, ভৌতিক, যে যা-ই বলুন না কেন, এটা কিন্তু উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে হয়নি। তবে হ্যাঁ, আমি সব সময় নারীর শক্তি আর ভিন্ন রকম গল্পগুলোকে উদ্‌যাপন করতে চেয়েছি। বলিউডের ছবিতে প্রায় সব সময়ই নারী চরিত্রগুলো সত্যিকারের নারীদের চেয়ে বিচ্যুত, অসম্পূর্ণ ও ভারসাম্যহীন। আমি তাই অভিনয় থেকে প্রযোজনায় এসে বড় পর্দার নারী চরিত্রগুলো কিছুটা হলেও সংশোধন করতে চাই। নারীদের শক্তি, ক্ষমতা আর সংগ্রামের কথা বলতে চাই।'আনুশকা জানান, তিনি আর তাঁর ভাই এমন সব নারী চরিত্র নির্মাণ করতে চান, যেগুলো বলিউডের বড় পর্দার নারী চরিত্রের তথাকথিত সংস্কৃতিকে ভেঙে নতুন করে গড়বে। আনুশকা বলেন, 'আমি বা কর্ণেশ, আমরা কেউ পেশাদার প্রযোজক নই। তাই আমরা এমনভাবে শুরু করেছিলাম, যেখানে আমাদের হারানোর কিছু ছিল না। আমি অভিনয়শিল্পী হিসেবে যেই চরিত্রগুলো খুঁজেছি, সেগুলোকেই প্রযোজক হিসেবে বাস্তবায়ন করতে চেয়েছি। আমাদের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান কিন স্লেট ফিল্মস নতুন পরিচালক, চিত্রনাট্যকার,

'ভুতুড়ে' বিদ্যুৎ বিল নিয়ে ঝামেলায় বলিউড তারকাও

ভাবছেন বাড়তি বিল বা প্রচলিত কথায় ভুতুড়ে বিল নিয়ে আপনিই ভুগছেন। ভুল ভাবছেন, বলিউড তারকারাও নিস্তার পাচ্ছেন না ভুতুড়ে বিদ্যুৎ বিল থেকে। যেমন তাপসী পান্নু। বিদ্যুৎ বিল দেখে আঁতকে উঠেছেন বলিউডের এই অভিনেত্রী। মে মাসে যেখানে তাপসীর বাড়ির বিল ছিল ৩ হাজার ৮৫০ টাকা, সেটি জুন মাসে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৬ হাজার টাকায়। যদিও তাপসীর টুইট দেখে মজা করে তাঁর ভক্তরা বলছেন, তাপসীর সিনেমা 'হিট' দেখেই বিদ্যুতের বিল ১০ গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান।এ তারকা নিজেই জানালেন, ওই বাড়ি নাকি ছিল লকডাউনে বন্ধ। তিনি এই ভুতুড়ে বিদ্যুৎ বিলের বিষয়টি নিয়ে টুইটারে লিখেছেনও। তাঁর কথা, নতুন কেনা হয়েছে এই অ্যাপার্টমেন্ট। তিন মাস লকডাউনে সেখানে কেবল প্রতি সপ্তাহে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য ঢোকা হয়েছে। আর তাতেই কিনা এই বিল। তাপসী অবাক হয়েছেন। তাঁর মনে প্রশ্ন, তাহলে কি না জানিয়ে কেউ সেখানে থাকছে?

গত রোববার টুইটারের দেওয়ালে তাপসী লেখেন, 'লকডাউনের তিন মাস...এবং আমি এটা ভেবেই পাচ্ছি না গত এক মাসে আমার বাড়িতে কোনো নতুন ইলেকট্রনিকস জিনিসটা আমি কিনেছে বা ব্যবহার শুরু করেছি, যে কারণে আমার বিদ্যুতের বিল এই পরিমাণ বেড়ে গিয়েছে। আদানি ইলেকট্রিসিটি মুম্বাই, আপনারা ঠিক কোন ধরনের বিদ্যুতের মাশুল নিচ্ছেন?' এই টুইটের সঙ্গে নিজের বক্তব্যের সমর্থনে দুটি বিলের স্ক্রিনশটও যোগ করেন তাপসী। যেখানে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, এক মাসে নায়িকার বিদ্যুতের বিল বেড়েছে ৩৬ হাজার ১৬০ টাকা।

একজন তারকা বিদ্যুৎ বিল নিয়ে প্রকাশ্যে কথা বলাটা হয়তো আপনার কাছেও অন্য রকম ঠেকছে। তবে তাপসী এত সিরিয়াস হওয়াটা যুক্তিযুক্তও। কারণ, তাপসীর মুম্বাইয়ের এই অ্যাপার্টমেন্ট আপাতত তালাবন্ধ। নায়িকা লকডাউনের শুরু থেকেই রয়েছেন দিল্লিতে তাঁর পরিবারের সঙ্গে। তাই নতুন কেনা খালি বাসার বিদ্যুতের বিল কীভাবে ৩৬ হাজার টাকা হতে পারে, ভেবে কূলকিনারা করতে পারছেন না তাপসী। তিনি বলেছেন, 'আমার খালি বাড়িতে কি কেউ ঢুকে পড়ে আমার সম্পত্তি ব্যবহার করছে! কারণ, এই অ্যাপার্টমেন্টে কেউই থাকে না। এখন শুধু সপ্তাহে একবার বাড়ি পরিষ্কারের জন্য দরজা খোলা হয়।

তাপসীর টুইট দেখামাত্র জবাবে আদানি ইলেকট্রিসিটির তরফে অভিযোগ দায়ের করার জন্য একটি লিংক দেওয়া হয় নায়িকাকে। কিন্তু সেটিও কাজ করছে না বলে জানিয়েছেন তাপসী। নায়িকার মতে, 'এটা আরও বড় অপমান।'

তাপসী একা নন, তিন থেকে চার গুণ বিদ্যুৎ বিল এসেছে কমেডিয়ান বীর দাস, অভিনেতা দিনো মরিয়া, অভিনেত্রী আময়রা দস্তুর, শ্রুতি শেঠসহ শোবিজ জগতের অনেক তারকারই।

টুইটারে স্বরা এমনটা লিখলে একজন টুইটার ব্যবহারকারী প্রশ্ন করেন, 'আপনি কেন এ রকম একজন একপেশে পরিচালক আর প্রযোজকের পক্ষ নিচ্ছেন?' উত্তরে স্বরা বলেন, 'না, করণের সঙ্গে আমার কোনো ছবি আসছে না। আমি কেবল যা ন্যায্য সেটাই বলছি।'করণের চ্যাট শোতেই ফারহান আখতার বলেছিলেন, তাঁর চোখে বলিউডের সেরা মেধাবীদের একজন সুশান্ত। আর শিগগিরি সে তাঁর জায়গা করে নেবেন। অন্যদিকে সোনম কাপুর এই শোতেই বলেছেন, সুশান্তকে তিনি চেনেন না। আর সালমান খান ও আলিয়া ভাট বলেছেন, বলিউড তারকাদের পুত্র, কন্যা ও আত্মীয়স্বজনেরা বলিউডে আসবেন, তাতে দোষের কী?

মঙ্গলবার সিআইটি'র উদ্যোগে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

ডিমা হাসাওয়ের লাংটিঙে আজ থেকে দুদিনের লকডাউন, জেলায় করোনাক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৩১৩

হাফলং (অসম), ১৮ আগস্ট (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলার লাংটিং শহরে দুদিনের সম্পূর্ণ লকডাউন ঘোষণা করেছে লাংটিং টাউন কমিটি। ১৮ এবং ১৯ আগস্ট এই দুদিন লকডাউন থাকবে লাংটিং শহরে।

এদিকে সোমবার থেকে সমগ্র রাজ্যে আনলক-থ্রি শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে ডিমা হাসাও জেলায় গত ২৪ ঘণ্টায় ৪৭ জন কোভিড-১৯ সংক্রমণিত হয়েছেন। জেলার বিভিন্ন জায়গায় রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে এই ৪৭ জন ব্যক্তির দেহে কোভিড-১৯-এর উপস্থিতি ধরা পড়েছে। এ নিয়ে ডিমা হাসাও জেলায় কোভিড রোগীর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩১৩।

সোমবার থেকে আনলক-থ্রি শুরু হলেও অনেক শিথিলতা আনা হয়েছে। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে বেঁধে দেওয়া স্বাস্থ্য বিধি অনেকেই মেনে চলছেন না জেলায়। হাফলং শহরে বাজারহাটে একাংশ মানুষে মানছে না সামাজিক দূরত্ব। এমনিতে প্রকাশ্য স্থানে মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হলেও অনেকেই তা মানছেন না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসন কোনও ব্যবস্থাই গ্রহণ করছে না। এতে হাফলং শহরে কোভিড-১৯-এর সংক্রমণ বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। হাফলং বাজারে দু-একজন ব্যবসায়ী করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। কিন্তু দুর্যোগে মোকাবিলা বিভাগ বা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও হাফলং বাজারকে সেনিটাইজ করার কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি বলে অনেকেই অভিযোগ করেছেন।

এদিকে ডিমা হাসাও জেলায় কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত ৩১৩ জন রোগীর মধ্যে ২০৮ জন রোগী সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়েছেন। বর্তমানে হাফলং সরকারি হাসপাতালের কোভিড ওয়ার্ডে ৭৫ জন রোগীর চিকিৎসা চলছে এবং বাকি ৩০ জন রোগীর চিকিৎসা চলছে জেলার বাইরে।

ভারতের টেরাকোটার মন্দির-এর উপর সাতটি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ

কলকাতা, ১৮ আগস্ট (হি. স.) : ডাকবিভাগের পশ্চিমবঙ্গ শাখা 'ভারতের পোড়া মাটির মন্দির গুলির কাহিনীকে এবার প্রকাশ করল ডাকটিকিটে। এই শাখা 'ভারতের টেরাকোটার মন্দির'-এর উপর সাতটি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করেছে।

এই সাতটি ডাকটিকিটে স্থান পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের মদনমোহন মন্দির, শ্যাম রাই মন্দির, জোড় বাঙলা মন্দির, পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনার লালজি মন্দির, ওড়িশার বোলাঙ্গির জেলার রাণিপুর ঝরিয়ালের ইন্দ্রলাথ মন্দির, উত্তর প্রদেশের কানপুর দেহাত জেলার নেবিয়া খেরা মন্দির ও ছত্তিশগড়ের মহাসমুন্দ জেলার সিরপুরের লক্ষণ মন্দির।

এই ডাকটিকিটের মাধ্যমে ভারতের, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও অনন্য স্থাপত্যরীতির কাহিনী প্রতিফলিত হয়েছে। ডাকটিকিটগুলির দাম ধার্য করা হয়েছে ৫ টাকা এবং ১২ টাকা। কলকাতা জিপিও, শিলিগুড়ি মুখ্য ডাকঘর, দুর্গাপুর মুখ্য ডাকঘর, দার্জিলিং মুখ্য ডাকঘর, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের পোর্ট ব্লেয়ার মুখ্য ডাকঘর সহ দেশের সব ফিলাটেলি ব্যুরোতে এই ডাকটিকিটগুলি কিনতে পাওয়া যাবে।

নাগপুরে একই পরিবারের চারজনের রহস্য মৃত্যু

নাগপুর, ১৮ আগস্ট (হি.স.) : মহারাষ্ট্রের নাগপুরে একই পরিবারের চারজনের রহস্য মৃত্যু। নাগপুরের জগন্নাডের রানে পরিবারের ঘটনা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ ও ফরেনসিক দল। বিষয়টি সামুহিক আত্মহত্যা নাকি খুন তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার মহারাষ্ট্রের নাগপুরে একই পরিবারের স্বামী-স্ত্রী ও দুই সন্তানের মৃত দেহ উদ্ধার হয়। নাগপুরের জগন্নাডে রানে পরিবারের ঘটনায় বাড়ির মহিলার দেহ উদ্ধার হয় সিলিং ফ্যানে ঝুলন্ত অবস্থায়। বাকি তিনজনের দেহ মাটিতে পরে থাকতে দেখা যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ ও ফরেনসিক দল। বিষয়টি সামুহিক আত্মহত্যা নাকি খুন তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ।

মেঘালয়ে নতুন আক্রান্ত ৩৯, সশস্ত্র বাহিনীর ৩২৪ জনকে নিয়ে সক্রিয় সংখ্যা বেড়ে ৭৬৬

শিলং, ১৮ আগস্ট (হি.স.) : নতুন করে মেঘালয়ে ৩৯ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। তাতে রাজ্যে মোট সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭৬৬। তাদের মধ্যে সশস্ত্র বাহিনীর জওয়ান রয়েছেন ৩২৪ জন। মেঘালয়ে এখন পর্যন্ত ১,৪৫৪ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৬৮৩ জন সুস্থ হয়েছেন। মারা গেছেন ছয় জন।

নতুন আক্রান্তদের মধ্যে পূর্ব খাসিপাহাড় জেলার ২৭ জন। তাঁদের মধ্যে ১১ জন বিএসএফ জওয়ান, ৭ জন সশস্ত্র বাহিনীর জওয়ান এবং ৯ জন সাধারণ নাগরিক রয়েছেন। এছাড়া, রি-ভই জেলার ৩, পিসাসিম গারোপাহাড় জেলার ৭ এবং ১ জন করে পূর্ব জয়ন্তিয়া পাহাড় এবং দক্ষিণ পশ্চিম গারোপাহাড়ে করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে।

মেঘালয়ে সবচেয়ে বেশি করোনা আক্রান্ত রয়েছেন পূর্ব খাসিপাহাড় জেলায়। ওই জেলায় ৪৩৩ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে বিএসএফ-এর ৮০ জন, সশস্ত্র বাহিনীর জওয়ান ৭৭ জন এবং সাধারণ নাগরিক রয়েছেন ২৮৬ জন। এছাড়া, পশ্চিম গারোপাহাড় জেলায় ১৯১ জন করোনা আক্রান্তের মধ্যে বিএসএফ ১০৫ ও সাধারণ নাগরিক ৮৬ জন এবং রি-ভই জেলায় ১০৩ জন করোনা আক্রান্তের মধ্যে সশস্ত্র বাহিনীর জওয়ান ৪৫ জন ও সাধারণ নাগরিক ৫৮ জন রয়েছেন।

এদিকে, দক্ষিণ গারোপাহাড় জেলায় ২ জন, পূর্ব জয়ন্তিয়া পাহাড় জেলায় ৫ জন, উত্তর গারোপাহাড় জেলায় ৪ জন, পশ্চিম খাসিপাহাড় জেলায় ৩ জন, পশ্চিম জয়ন্তিয়া পাহাড় জেলায় ৫ জন, দক্ষিণ পশ্চিম গারোপাহাড় জেলায় ৩ জন এবং দক্ষিণ পশ্চিম খাসিপাহাড় জেলায় ১ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। পূর্ব গারোপাহাড় জেলায় এখন পর্যন্ত কেউ আক্রান্ত হননি।

করোনায় আক্রান্ত হলেন বায়োকন লিমিটেডের চেয়ারপার্সন

বেঙ্গালুরু, ১৮ আগস্ট (হি.স.) : এবার করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলেন বায়োকন লিমিটেডের চেয়ারপার্সন এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর কিরণ মজুমদার শ। তিনি নিজেই সে কথা টুইটারে জানিয়েছেন। সোমবার একটি টুইটবার্তায় ৬৭ বছরের কিরণ বলেন, 'রিপোর্ট পজিটিভ আসায় আমি কোভিড পরিসংখ্যানে যুক্ত হয়েছি। কম উপসর্গ এবং আশা করছি, এটা এরকমই থাকবে।'

কিরণ মজুমদার শয়ের টুইটের উত্তরে দুঃখ প্রকাশ করেছেন কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর। তিনি লেখেন, "দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন, আপনাকে আমাদের বড় প্রয়োজন। ভাল থাকুন বন্ধু।" বায়োকন চেয়ার পার্সনের সুস্থতা কামনা করে টুইট করেছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান বিজ্ঞানী সৌম্য স্বামীনাথন।

বায়োকনের সদর দফতর বেঙ্গালুরুতে অবস্থিত। আর এমন একটা সময় ভারতের অন্যতম বায়োফার্মাকিউটিকাল সংস্থার প্রধান করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন, যখন বেঙ্গালুরুতে ভাইরাসের প্রকোপ কমার কোনও লক্ষণ নেই।

কোভিড-১৯ সংক্রমিত দরঙের জনৈক পুলিশকর্মীর মৃত্যু জিএমসিএইচ-এ

দরং (অসম), ১৮ আগস্ট (হি.স.) : দরঙের জনৈক পুলিশকর্মীর মৃত্যু হয়েছে কোভিড-১৯ সংক্রমণে। নভেল করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন উপেন ডেকা নামের বছর ৫৫-এর অসম পুলিশের জনৈক কনস্টেবল। গতকাল গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে।

গত ১৫ আগস্ট, ৭৪ তম স্বাধীনতা দিবসের প্যারেডে যাওয়ার আগে কনস্টেবল উপেন ডেকার অ্যান্টিজেন টেস্ট করে তাঁর শরীরে কোভিড-১৯-এর উপস্থিতি ধরা পড়েছিল। এর পর উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে গতকাল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ডেকা। তিনি দরং জেলার প্রথম কোভিড-১৯ আক্রান্ত পুলিশকর্মী। সোমবার রাতে অসম পুলিশের পদস্থ আধিকারিক মধ্য পশ্চিম অসমের ডিআইজি ব্রজেনজিৎ সিনহা এবং পুলিশ সুপার সহ তাঁর অন্য সহকর্মীরা শইকিয়াপাড়ায় অবস্থিত দরং পুলিশ রিজার্ভে প্রয়াত সহকর্মী উপেন ডেকার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন।

এদিকে আজ মঙ্গলবার জেলা স্বাস্থ্য দফতরের এক সূত্র জানিয়েছে, দরঙে এ যাবৎ মোট ২,১৪৮ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে ৬৮৩ জন আক্রান্ত রোগী এখনও চিকিৎসাধীন। তবে ইতিমধ্যে ১,৪৫৭ জন রোগীকে কোভিডমুক্ত বলে জেলার বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে।

ছয়ের পাতায়

করোনায় আক্রান্ত এশিয়ান গেমছের স্বর্ণপদক বিজয়ী মণিপুরের বক্সার সরিতা দেবী

ইমফল, ১৮ আগস্ট (হি.স.) : করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন এশিয়ান গেমসে স্বর্ণপদক বিজয়ী ভারতীয় বক্সার তথা মণিপুরের বাসিন্দা সরিতা দেবী। এই দুঃসংবাদ নিজেই দিয়েছেন বক্সার সরিতা।

সরিতা দেবী জানান, গতকাল সোমবার তিনি স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে তাঁর সোয়াব টেস্ট করিয়েছেন। এতে রেজাল্ট আসে পজিটিভ। গত কয়েকদিন ধরে জ্বরের উপসর্গ এবং শরীরে ব্যথা অনুভব করায় করোনার পরীক্ষা করিয়েছিলেন। তিনি জানান, তাঁর স্বামী

করিমগঞ্জে মাইনোরিটি স্কলারশিপ কেলেঙ্কারি : পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার হুঙ্কার কৃষক মুক্তির

করিমগঞ্জ (অসম), ১৮ আগস্ট (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলায় সংগঠিত প্রায় ১০০ কোটি টাকার মাইনোরিটি স্কলারশিপ কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতারের দাবিতে গত ১০ আগস্ট কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি জেলা সদরে আমরণ অনশনে বসেছিল। মামলার তদন্তকারী অফিসার ডিএসপি (সদর) সুধন্য শুক্লবৈদ্য এক সপ্তাহের সময় চেয়ে আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু নির্ধারিত এক সাপ্তাহ অতিক্রান্ত হলেও অভিযুক্ত কাউকেই গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। করিমগঞ্জ পুলিশের এই নির্লিপ্ত ভূমিকায় জেলা ব্যাপী জনমনে তীব্র ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হচ্ছে। এরই মধ্যে এই কেলেঙ্কারির বাদি পক্ষের কাছ থেকে অভিযুক্তদের গ্রেফতারে আরও দু সপ্তাহ সময় চেয়ে নিয়েছেন ডিএসপি শুক্লবৈদ্য। কিন্তু এর পরও যদি কাজ না হয় তা হলে জেলা পুলিশ প্রশাসনকে ছাড় দেওয়া হবে না। আগামী দিনে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে হুঙ্কার দিয়েছেন কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির করিমগঞ্জ জেলা কমিটির উপদেষ্টা জুনেদ আহমেদ ও সভাপতি ফজলে আলম সিদ্দেকি। মঙ্গলবার এক প্রেস বিবৃতির মাধ্যমে জুনেদ-ফজলে অভিযোগ করেন, বহু চর্চিত মাইনোরিটি স্কলারশিপ কেলেঙ্কারির মামলা নিয়ে শুরু থেকেই উদাসীন জেলা প্রশাসন। তবে এতে যে তাদের লড়াই থেমে যাবে তা নয়। আইনের প্রতি তাদের অগাধ আস্তা আস্থা রয়েছে। আগামী দু সপ্তাহের মধ্যে পুলিশ প্রশাসনের কাছ থেকে সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করা না হলে, তাঁরা সমস্ত জেলার ছাত্র ও সচেতন সমাজকে সঙ্গে নিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সীমান্ত জেলার সমস্ত প্রশাসনিক ব্যবসাকে অচল করে দেবেন। এছাড়া আজ তাঁরা বিবৃতিতে আরও জানিয়েছেন, আগামী দিনে মাইনোরিটি স্কলারশিপ কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতার না করলে, পুলিশ প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে সমগ্র জেলায় প্রতিবাদের ঝড় তুলবেন বলেও হুঁশিয়ারি ছুঁড়ে দিয়েছেন কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির করিমগঞ্জ জেলা কমিটির উপদেষ্টা জুনেদ আহমেদ ও সভাপতি ফজলে আলম সিদ্দেকি।

পাথারকান্দি ব্লক কার্যালয়ে এপি প্রেসিডেন্টের হামলা, ভাঙচুর, জখম এক, থানায় এফআইআর বিডিওর

পাথারকান্দি (অসম), ১৮ আগস্ট (হি.স.) : পাথারকান্দি ব্লক কার্যালয়ে আঞ্চলিক পঞ্চায়েত (এপি) প্রেসিডেন্টের হামলা, কার্যালয়ের আসবাবপত্র, নথিপত্র তছনছ এবং এক কর্মচারীকে জখম করার অভিযোগ তুলে পাথারকান্দি থানায় এফআইআর করেছেন বিডিও ইকবাল হুসেন।

প্রদত্ত এফআইআরে বিডিও হুসেন লিখেছেন, সোমবার বিকেল প্রায় তিনটা নাগাদ তিনি তাঁর কার্যালয়ের কক্ষে বসে চার কর্মচারীর সঙ্গে জরুরি আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। ঠিক তখন পাথারকান্দির আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সভাপতি শামিম আহমেদ অর্তকিতে তাঁর অফিসরুমে প্রবেশ করে সরকারি নিয়ম বহির্ভূত কিছু আদেশ করেন। নিয়ম বহির্ভূত তাঁর আদেশ মানা সম্ভব নয় বলায় রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে এপি প্রেসিডেন্ট শামিম আহমেদ তাঁর টেবিলের উপর কিল ঘুঁসি মারতে শুরু করেন। সে সময় টেবিলের ওপর বিদ্যমান সরকারি ল্যাপটপ, কম্পিউটার সেট মাটিতে পড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। তাছাড়া কার্যালয়ের বিভিন্ন চেয়ার টেবিল ছুঁড়ে, ফাইলপত্র মাটিতে ফেলে তছনছ করে দিয়েছেন এপি সভাপতি আহমেদ। একসময় টেবিল ছুঁড়ে তাঁর (বিডিও) ওপর মারেন। তবে সৌভাগ্যক্রমে তাঁর গায়ে পড়েনি টেবিল।

এদিকে টেবিলের ওপর আঘাত করায় টেবিল উলটে জনৈক মহিলা ইঞ্জিনিয়ারের ওপর পড়ে। এতে আহত হয়েছেন ইঞ্জিনিয়ার। তার পরও সভাপতির রাগ কমেনি। পরে তিনি বিডিওর বিরুদ্ধে চিৎকার করে অরুচিকর গালিগালাজ করতে থাকেন।

গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি তাঁর জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে তিনি পুলিশের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন বিডিও। এদিকে, এ ব্যাপারে সঠিক খবর জানতে অভযুক্ত ব্লক প্রেসিডেন্টের সাথে ফোনেজ যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁকে পাওয়া যায়নি।

মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় হত কাছাড় জেলার তোপখানা এলাকার যুবক

শিলচর (অসম), ১৮ আগস্ট (হি.স.) : মর্মান্তিক এক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছে কাছাড় জেলার তোপখানার এক যুবক সাহিল আহমেদ খান (১৯)। তোপখানা গ্রাম পঞ্চায়েত সভাপতি মিয়াঁ খানের দ্বিতীয় ছেলে সাহিল। মর্মান্তিক এই সড়ক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাত প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, গতকাল রাত সাড়ে দশটা নাগাদ জরুরি কাজে তোপখানার বাড়ি থেকে সাহিল আহমেদ তার বাইকে চড়ে শিলচর-কালাইন হয়ে মাসিমপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছিল। এমইএস কোয়ার্টারের বিপরীতে এসে সে বাইকের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে একটি গুদামের দেওয়ালে সজোরে ধাক্কা মারে। সঙ্গে সঙ্গে সাহিল লুটিয়ে পড়ে সড়কে। ধাক্কার বিকট আওয়াজে আশপাশের লোকজন বেরিয়ে আসেন। তাঁরা খবর দেন তার বাবা মিয়াঁ খানকে।

এদিকে অকুস্থল থেকে আহত সাহিলকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে শেষ রক্ষা হয়নি। কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই দুর্ঘটনায় সাহিলের মাথায় প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে বলে পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে।

সাহিল আহমেদ খান কর্মসূত্রে মেঘালয়ে থাকত। লকডাউনের জেরে সে তার বাড়িতে চলে এসেছিল। এদিকে ময়না তদন্তের পর মঙ্গলবার দুপুরে মেডিক্যাল কর্তৃপক্ষ মৃতদেহটি তার পরিবারবর্গের কাছে সমঝে দিয়েছে।

বিকেলে তাদের বাড়ির পাশেই কোভিড প্রটোকল মেনে জানাজা আদায় করে তাকে কবরস্থ করা হয়েছে। সাহিলের অকালমৃত্যুতে তোপখানা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

তার মৃত্যুতে গভীর শোক ব্যক্ত করেছেন শিলচরের প্রাক্তন সাংসদ সুস্মিতা দেব। তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।

রাজীব খেলরত্ন সম্মান পাচ্ছেন রোহিত- ভিনেশ— মনিকা- মারিয়াপ্পান

নয়াদিল্লি, ১৮ আগস্ট (হি.স.) : রাজীব খেলরত্ন সম্মানের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রের চার ক্রীড়াবিদকে বিছে নিল স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ড কমিটি। এই চার ক্রীড়াবিদ হলেন, ভারতীয় দলের সহ-অধিনায়ক রোহিত শর্মা, কুস্তিগির ভিনেশ ফোগাট, টেবল-টেনিস চ্যাম্পিয়ন মনিকা বাত্রা এবং প্যারালিম্পিকে দেশকে সোনা এনে দেওয়া অ্যাথলিট মারিয়াপ্পান থাঙ্গাভেলুও।

মঙ্গলবার খেলরত্ন, অর্জুন-সহ ক্রীড়াক্ষেত্রে অন্যান্য সম্মানের জন্য তারকাদের বাছাই করতে বৈঠকে বসেছিল স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ড কমিটি। সেখানেই খেলার দুনিয়ার সর্বোচ্চ সম্মানের জন্য বেছে নেওয়া হয় ভারতীয় দলের সহ-অধিনায়ক রোহিতের নাম। তাঁর সঙ্গে এই অনন্য সম্মান পাবেন এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী কুস্তিগির ভিনেশ ফোগাট, কমনওয়েলথে সোনাজয়ী টেবল-টেনিস চ্যাম্পিয়ন মনিকা বাত্রা এবং প্যারালিম্পিকে দেশকে সোনা এনে দেওয়া অ্যাথলিট মারিয়াপ্পান থাঙ্গাভেলুও।

ভারতীয় ক্রীড়া জগতের ইতিহাসে দ্বিতীয়বার একই বছরে চারজন এই সম্মান পেতে চলেছেন। তবে এবার সরাসরি রাষ্ট্রপতির হাত থেকে এই পুরস্কার নেওয়া হবে না। করোনার জেরে এবার এই পুরস্কারের অনুষ্ঠান অনলাইনেই হবে। রাষ্ট্রপতি ভবনে হাজির থাকবেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। ভারচুয়াল মাধ্যমেই মনিকা-ভিনেশদের হাতে পুরস্কার তুলে দেবেন তিনি।

এর আগে ২০১৬-তে চারজনকে একসঙ্গে খেলরত্নে ভূষিত করা হয়েছিল। অলিম্পিকে রুপোজয়ী ভারতীয় শাটলার পিভি সিন্ধু, কুস্তিগির সাক্ষী মালিক, জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকার এবং শুটার জিতু রাইকে এই সম্মান দেওয়া হয়েছিল। ভারতীয় ক্রীড়া জগতের ইতিহাসে দ্বিতীয়বার একই বছরে চারজন এই সম্মান পেতে চলেছেন।

পাথারকান্দি ব্লক কার্যালয়ে এপি প্রেসিডেন্টের হামলা, ভাঙচুর, জখম এক, থানায় এফআইআর বিডিওর

পাথারকান্দি (অসম), ১৮ আগস্ট (হি.স.) : পাথারকান্দি ব্লক কার্যালয়ে আঞ্চলিক পঞ্চায়েত (এপি) প্রেসিডেন্টের হামলা, কার্যালয়ের আসবাবপত্র, নথিপত্র তছনছ এবং এক কর্মচারীকে জখম করার অভিযোগ তুলে পাথারকান্দি থানায় এফআইআর করেছেন বিডিও ইকবাল হুসেন।

প্রদত্ত এফআইআরে বিডিও হুসেন লিখেছেন, সোমবার বিকেল প্রায় তিনটা নাগাদ তিনি তাঁর কার্যালয়ের কক্ষে বসে চার কর্মচারীর সঙ্গে জরুরি আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। ঠিক তখন পাথারকান্দির আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সভাপতি শামিম আহমেদ অর্তকিতে তাঁর অফিসরুমে প্রবেশ করে সরকারি নিয়ম বহির্ভূত কিছু আদেশ করেন। নিয়ম বহির্ভূত তাঁর আদেশ মানা সম্ভব নয় বলায় রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে এপি প্রেসিডেন্ট শামিম আহমেদ তাঁর টেবিলের উপর কিল ঘুঁসি মারতে শুরু করেন। সে সময় টেবিলের ওপর বিদ্যমান সরকারি ল্যাপটপ, কম্পিউটার সেট মাটিতে পড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। তাছাড়া কার্যালয়ের বিভিন্ন চেয়ার টেবিল ছুঁড়ে, ফাইলপত্র মাটিতে ফেলে তছনছ করে দিয়েছেন এপি সভাপতি আহমেদ। একসময় টেবিল ছুঁড়ে তাঁর (বিডিও) ওপর মারেন। তবে সৌভাগ্যক্রমে তাঁর গায়ে পড়েনি টেবিল।

এদিকে টেবিলের ওপর আঘাত করায় টেবিল উলটে জনৈক মহিলা ইঞ্জিনিয়ারের ওপর পড়ে। এতে আহত হয়েছেন ইঞ্জিনিয়ার। তার পরও সভাপতির রাগ কমেনি। পরে তিনি বিডিওর বিরুদ্ধে চিৎকার করে অরুচিকর গালিগালাজ করতে থাকেন।

গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি তাঁর জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে তিনি পুলিশের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন বিডিও। এদিকে, এ ব্যাপারে সঠিক খবর জানতে অভযুক্ত ব্লক প্রেসিডেন্টের সাথে ফোনেজ যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁকে পাওয়া যায়নি।

মঙ্গলবার শিক্ষা বিরোধী আন্দোলনে এসইসি উদ্যোগে বিক্ষোভ কর্মসূচি আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

মোমবাতি নিয়ে যারা ঘুরে বেড়ায়, সেই প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা কোথায় : প্রশ্ন রন্তিদেব সেনগুপ্তের

কলকাতা, ১৮ আগস্ট (হি. স.) : “বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ভাঙচুর হল। শাসক দলের উচ্ছৃঙ্খল নেতা কর্মীরা আর তাদের উচ্ছিষ্টভোগী বুদ্ধিজীবীগণ নিজেদের চরিত্র চেনালেন।” বিশ্বভারতী-কান্ডে এই মন্তব্য করেছেন ‘স্বস্তিকা’-র সম্পাদক, বরিষ্ঠ সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্ত। তিনি প্রশ্ন রেখেছেন, নন্দন ও আকাদেমী চত্বরে মোমবাতি নিয়ে যারা ঘুরে বেড়ায়, সেই প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা আজ কোথায়?

তিনি বলেন, পৌষমেলা প্রাঙ্গণে কর্তৃপক্ষ পাঁচিল তুলছেন পরিবেশ আদালতের নির্দেশে। যাঁদের এ নিয়ে আপত্তি আছে অনায়াসে আদালতে যেতে পারতেন। অথচ তাঁরা সে দিকে পা বাড়ালেন না। কারণ, তাঁরা শাসক দলের বিধায়ক, নেতা এবং শাসক দলের আশ্রিত দুষ্কৃতি। তাঁরা মনে করেন তাঁরা যেটা বলবেন সেটাই আইন। অতএব সেই আইনকে হাতে তুলে নিলেন। বিশ্বভারতীর সম্পত্তি ভাঙচুর, বিনষ্ট করলেন। শুধু তাই নয়, বিশ্বভারতীর সাংবাদিকতা বিভাগের প্রধানের বাড়িতে ঢুকে তাঁকে হেনস্থা করলেন। এদের অশিক্ষা আর অজ্ঞতা নিয়ে আমি কোনও প্রশ্ন করতে চাই না। এই ঘটনা প্রমাণ করে এরা রবীন্দ্রনাথকে কী চোখে দেখে।

রন্তিদেববাবুর কথায়, “এই ঘটনা আরও প্রমাণ করে কলকাতায় বিদ্যাসাগরের মূর্তি কারা ভাঙচুর করেছিল। আমি এদের নিয়ে কোনও প্রশ্ন করতে চাই না। আমি প্রশ্ন করতে চাই নন্দন ও আকাদেমী চত্বরে মোমবাতি নিয়ে যারা ঘুরে বেড়ায়, সেই প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে। আজ যখন বিশ্বভারতীতে ভাঙচুর হচ্ছে, অসম্মান প্রদর্শন হচ্ছে, আইন নিজের হাতে তুলে নিচ্ছে, সেই দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে এরা নীরব কেন? আসলে ক্ষমতাসীনের উচ্ছিষ্ট খেয়ে, ক্ষমতাসীনের এঁটো পাতায় পরিপুষ্ট হয়ে বুদ্ধিজীবী হওয়া যায় না। প্রগতিশীলও হওয়া যায় না। ক্ষমতাসীনের এঁটোকাটা খেয়ে যাঁরা এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়ান এবং টাকার বিনিময়ে মুখ খোলেন, তাঁদের সঙ্গে চতুষ্পদ প্রাণীর কোনও তফাৎ নেই।”

সংক্রমণ ঠেকাতে প্রশাসনের পাশাপাশি ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে টানা লকডাউন পালনের ঘোষনা গোপীবল্লভপুরে

ঝাড়্গ্রাম, ১৮ আগস্ট (হি. স.) : করোনা ভাইরাসের সংক্রমন ঠেকাতে প্রশাসনের পাশাপাশি ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে টানা বেশ কয়েকদিন লকডাউন পালনের কথা ঘোষনা করেছেন। মঙ্গলবার ঝাড়্গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর বাজারের ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে গোপীবল্লভপুর বাজার এলাকায় মাইকিং করা হয়েছে।সেই মাইকিং এই ঘোষনা করা হয়েছে কুড়ি আগস্ট থেকে টানা সাতাশ আগস্ট গোপীবল্লভপুর বাজার এলাকায় লকডাউন পালন করা হবে।সমস্ত দোকান বন্ধ থাকবে।কেবল মাত্র জরুরি পরিষেবার আওতায় থাকা ওষুধ দোকান খোলা থাকবে।এদিন মাইকিং এই প্রচার করা হয় যাতে মানুষ জন প্রয়োজনীয় সামগ্রী বাড়িতে মজুত করতে পারেন।

উল্লেখ্য সরকারি লকডাউন রয়েছে ২০, ২১, ২৭, ২৯ আগস্ট।তবে ব্যবসায়ী সমিতি চাইছে কুড়ি থেকে সাতাশ আগস্ট পর্যন্ত টানা লক ডাউন পালন করতে।মানুষের জমায়েত কম হলে সংক্রমণ কম হবে বলে মনে করা হচ্ছে।এই বিষয়ে গোপীবলভপুর এক ব্লকের বিডিও দেবজ্যোতি পাত্র বলেন ’ ব্যাবসায়ী সমিতি চাইছে টানা ২৭ আগস্ট পর্যন্ত গোপীবল্লভপুর বাজারে লকডাউন করতে।ওনারা আমাকে বিষয়টি জানিয়েছেন।’ এই বিষয়ে গোপীবলভপুর ব্যাবসায়ী সমিতির সম্পাদক সম্পাদক সুভাশিস নায়েক বলেন ’ আমরা সরকারি নিয়ম মেনে মার্চ থেকে লকডাউন মেনে আসছি।বর্তমানে গোপীবল্লভপুরের চারিদিকে করোনা ছেয়ে গিয়েছে।বাজারে ভীড় হচ্ছে।অনেকেই মাস্ক পড়ছেন না।হাত জোর করে বলছি তাও লোক শুনছে না।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ভক্ত শূন্য কৌষিকী অমাবস্যা তারাপীঠে

তারাপীঠ, ১৮ আগস্ট (হি. স.) : ভক্ত শূন্য কৌষিকী অমাবস্যার মতো বিরল দৃশ্য দেখা গেল তারাপীঠে। করোনা অতিমারীর প্রকোপে প্রশাসন ও মন্দির কমিটি ও হোটেল লজ ব্যবসায়ী মিলে এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়। জানা গেছে, গতবার এই কৌষিকী অমাবস্যায় ৫ লক্ষ ভক্ত সমাগম হয়।

এবার সম্পূর্ণ বিপরীত ছবি। তবে নিয়ম বিধি মেনে পুজো হয় মায়ের। ভোর চারটায় মন্দির খোলে। ৫ টায় মাকে স্নান করানো হয়। ৬ টায় আরতি ৫ টি মালা, ৫ টি ফল দিয়ে সকালের ভোগ দেওয়া হয়। দুপুরে অন্নের ভোগ। সন্ধ্যায় শিতলী আরতি। রাত ৮ টায় মায়ের নিশি পুজো আরম্ভ। সেখানে সেবায়েত ছাড়া কেউ থাকতে দেওয়া হয়নি। বাইরেও যথেষ্ট আঁটো সাটো নিরাপত্তা। তারাপীঠ যাওয়ার পথে বামা রোডে মোড়ে মোড়ে পুলিশের গাড়ি টহল দিচ্ছে। মন্দির কমিটির সভাপতি তারাময় মুখোপাধ্যায় বলেন, এবার ১৮ অগাস্ট সকাল ৯-৪৭ মিনিটে কৌষিকী অমাবস্যা লাগছে। শেষ হবে ১৯ অগাস্ট সকাল ৮ টা নাগাদ। ভক্ত ছাড়াই ভগবানের পুজো হচ্ছে এই প্রথম। জানি, সকলের মনে দুঃখ। কিন্তু অতিমারীতে এই কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। এই দিনে নিশুম্ভ শুম্ভ বধ করেন মা দুর্গা ও সাধক বামদেব মায়ের দর্শন লাভ করেন। তাই এই দিনের মাহাত্ম্য আলাদা। সেই কারণে লক্ষ লক্ষ ভক্ত সমাগম হয়। একই কথা বলেন মন্দিরে মঙ্গলবারের পালাদার সুপ্রীয় মুখোপাধ্যায়।

করোনা পরিস্থিতিতে কৌষিকী অমাবস্যার ভবিষ্যত নিয়ে ১৩ জুলাই তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদের জরুরী বৈঠক ডাকা হয়। তারপরও ৩০ জুলাই ২০ তারিখ পর্যন্ত তারাপীঠ মন্দির বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ইতিমধ্যে, তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদের তরফে মাইকিং করে কৌষিকী অমাবস্যা উপলক্ষে তারাপীঠে ভিড় না করতে বলা হয়েছে।

বিশ্বভারতী কাণ্ডে দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও শাস্তির দাবি এবিভিপির

কলকাতা, ১৮আগস্ট(হি. স.): ’বামপন্থী ও তৃণমূলী দুষ্কৃতীদের সম্মিলিত তান্ডব চলল কবিগুরুর বিশ্বভারতীতে’। বিশ্বভারতীর পাঁচিলকাণ্ডের নিন্দা করে কার্যত এই ভাবেই ক্ষোভ প্রকাশ করল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। পাশাপশি বিশ্বভারতীর পৌষমেলার মাঠ ঘিরে ফেন্সিং দেওয়া এবং তার বিরোধিতা কে কেন্দ্র করে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে তা বিশ্বভারতীর ইতিহাসে নজিরবিহীন বলেও এদিন দাবি করে তাঁরা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও অন্যান্যদের কর্মচারীদের সুরক্ষার স্বার্থে ও বিশ্বভারতীর সুনাম ও ঐতিহ্যকে অক্ষত রাখতে এবিভিপি বিশ্বভারতী ইউনিটের পক্ষ থেকে স্থানীয় প্রশাসনের কাছে অবিলম্বে দোষীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করা হয়। পাশাপাশি বিশ্বভারতীতে যারা বহিরাগত প্রবেশে মদত দিয়েছে, তাদেরকে চিহ্নিত করে বিশ্বভারতী থেকে বহিষ্কারের দাবি জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট সংগঠন।

এই ঘটনায় এবিভিপি রাজ্য সম্পাদক সুরঞ্জন সরকার বলেন, ’বিশ্বভারতী ভাংচুরের ঘটনা বাঙালি তথা ভারতীয় মহান মনীষী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অপমান এবং বাঙালি তথা ভারতীয় সংস্কৃতি ধ্বংসের অপচেষ্টা। পূর্ব পরিকল্পিত এই ধ্বংসলীলা বিকৃত মানসিকতার ও নিম্নরুচি সম্পন্ন বর্তমান শাসকদলের দুষ্কর্মের ফল।’

কাছাড়ে কোভিড কেয়ার সেন্টারের শয্যা সংখ্যা বেড়ে ২৪৪৫

শিলচর (অসম), ১৮ আগস্ট (হি.স.) : কাছাড়ে কোভিড কেয়ার সেন্টারের শয্যা সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। শয্যা সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২,৪৪৫টি। কাছাড় জেলায় এসিমপ্টমেটিক কোভিড পজিটিভ রোগীদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল এবং অন্যান্য হাসপাতালে শয্যার ধকল কমাতে, সর্বোপরি করোনা মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি হিসেবে জেলা প্রশাসন জেলায় আরও পাঁচটি নতুন কোভিড কেয়ার সেন্টারের ব্যবস্থা করেছে।

এ বিষয়ে জেলাশাসক কীর্তি জল্লি অসম বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট কোভিড কেয়ার সেন্টার, সোনাইয়ের কচুদরম মডেল হাসপাতালে ১৮০ শয্যা, বড়খলায় ডন বসকো বিদ্যালয়ে ৩০০ শয্যা, যুধিষ্ঠির সাহা উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে ১৩০ শয্যা এবং শিলচর এনআইটিতে ৩০০ শয্যা ক্ষমতা সম্পন্ন কোভিড কেয়ার সেন্টার তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়া ৩০০ শয্যা বিশিষ্ট বড়খলা মডেল ডিগ্রি কলেজ, ১০০ শয্যা বিশিষ্ট শিলচরের বিদেশি ট্রাইব্যুনাল, ১৮০ শয্যা বিশিষ্ট উধারবন্দের ন্যাট্রিপ, ১৬০ শয্যা বিশিষ্ট সরলা বিড়লা, ৭৭ শয্যা বিশিষ্ট পালংঘাট এমজি মডেল হাসপাতাল, ১২০ শয্যা বিশিষ্ট চিবিটাবিচিয়া মডেল হাসপাতাল, ১৬৮ শয্যা বিশিষ্ট জেএনভি পয়লাপুল এবং ১১০ শয্যা বিশিষ্ট ক্ষমতা সম্পন্ন সেন্ট ক্যাপিটানো স্কুল ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ কার্যকরী করা হয়েছে। এ সমস্ত কোভিড কেয়ার সেন্টারের মিলিত শয্যা সংখ্যা ২৪৪৫।

জেলা জুড়ে করোনার ইতিবাচক মামলায় সংখ্যক স্পাইকের কারণে উদ্ভূত জরুরি পরিস্থিতি মেটাতে প্রশাসন এই ব্যবস্থা করেছে বলে সরকারি ভাবে জানানো হয়েছে।

পাঁচ মাস বাদে দ্বিতীয়বার করোনা আক্রান্ত ফিলিপাইনসের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

মানিলা, ১৮ আগস্ট (হি. স.) : করোনা ভাইরাস থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার পাঁচ মাস বাদে দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হলেন ফিলিপাইনসের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এডুয়ার্ডো আনো। তাঁর করোনা পরীক্ষার নমুনার পরীক্ষার রিপোর্ট ফের পজিটিভ এসেছে। কীভাবে তিনি ফের মারণ ভাইরাসে সংক্রমিত হলেন, তা খতিয়ে দেখছেন সংক্রামক বিশেষজ্ঞরা। তবে ফের সুস্থ হওয়া রুগী করোনা আক্রান্ত হওয়ায় ফিলিপাইনসের স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের কপালে চিন্তার ভাঁজ গভীর হচ্ছে।

যত দিন গড়াচ্ছে ততই প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস নিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসছে। একাধিক গবেষণায় উঠে এসেছে যে যে সব রোগী করোনাভাইরাস থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছেন, কয়েক মাস যেতে না যেতেই তাদের শরীরে যে অ্যান্টিবডি গড়ে উঠছে, তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে ফের মারণ ভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছেন। কিছুদিন আগেই চিনে এমন দুই রোগীর সন্দান মিলেছিল যারা ৫ মাস ও ৩ মাস আগে আক্রান্ত হয়েছেন। এখনও পর্যন্ত দেশটিতে মারণ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন এক লক্ষ ৬৪ হাজার ৪৭৪ জন। করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন ২ হাজার ৬৮১ জন। গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩ হাজার ৩১৪ জন। প্রাণ হারিয়েছেন ১৮ জন। করোনাকে হারিয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছেন এক লক্ষ ১২ হাজার ৭৫৯ জন।

বক্সার সরিতা দেবী

পাচের পাতার পর

থইবা সিঙের দেহেও করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে। তবে তাঁদের সন্তানের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে বলে জানান বক্সার সরিতা। সরিতা দেবী এবং তাঁর স্বামী থইবা সিঙের চিকিৎসা চলছে ইমফলের একটি কোভিড কেয়ার সেন্টারে।

উল্লেখ্য, এর আগে আরেক ভারতীয় বক্সার মণিপুরের নাংগম ডিঙ্কো সিংও করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। বর্তমানে তিনি সুস্থ। গত ২৩ মে দিল্লি থেকে আসার পর তাঁর সোয়াব পরীক্ষায় তিনি কোভিড-১৯ সংক্রমণে আক্রান্ত হয়েছেন বলে এখানকার দ্য রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েস (রিমস-এ চিকিৎসার জন্য ভরতি করা হয়েছিল।

দুটি সরকারি হাসপাতাল থেকে রোগী উধাও, নজরদারি কড়া করার নির্দেশ

কলকাতা, ১৮ আগস্ট (হি. স.) : গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্র নয়। খোদ কলকাতার নামী সরকারি হাসপাতাল। সেখান থেকে একই দিনে উধাও দুই রোগী। এই ঘটনায় নড়েচড়ে বসলেন স্বাস্থ্যকর্তারা। মঙ্গলবার তাঁরা নজরদারির ব্যাপারে আরও সতর্ক হতে নির্দেশ দিয়েছেন হাসপাতালগুলোকে।

দিন কয়েক আগেই এক গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মাথায় গুরুতর চোট পান এক প্রৌঢ়। ভরতি ছিলেন এসএসকেএম-এর ট্রমা কেয়ার বিভাগে। সেখান থেকেই কর্তৃপক্ষের নজর এড়িয়ে সোমবার হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যান। পায়ে হেঁটেই পৌঁছন অশোক নগরের বাড়িতে! রোগীর কোভিড পরীক্ষা করানো হয়েছিল। উধাও হওয়ার পরই তাঁর কোভিড রিপোর্ট পজিটিভ আসে। আর সে ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পরই হাসপাতালে কার্যত চাঞ্চল্য ছড়ায়। হন্যে হয়ে খুঁজেও যখন পাওয়া যায়নি, তখন ওই রোগীর সন্ধান পেতে সিসিটিভির দ্বারস্থ হতে হয় কর্তৃপক্ষকে। সেই ফুটেজেই ধরা পড়ে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি হাতে কম্বল এবং সিরিঞ্জ নিয়ে বেরিয়ে আসছেন হাসপাতাল থেকে। তারপর থেকেই শুরু হয় রোগীর খোঁজ। অবশেষে রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ জানা যায়, তিনি অশোকনগর পৌঁছেছেন।

অপর ঘটনায় নিঁখোজ কোভিড রোগীকে নিয়ে কার্যত শোরগোল পড়ে যায় কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ। সোমবার বিকেলের ঘটনা। গোটা হাসপাতাল চত্বর তন্য-তন্য করে খুঁজে কোথাও মেলেনি রোগীর সন্ধান! এরপরই তড়িঘড়ি পুলিশকে খবর দেওয়া হয় কর্তৃপক্ষের তরফে। ঘণ্টা খানেক পুলিশের দৌঁড়ঝাপের পরই বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয় ওই করোনায় আক্রান্ত মহিলা এবং তাঁর সন্তানকে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, দিন দশেক আগেই করোনা আক্রান্ত হয়ে সদ্যোজাত সন্তানকে নিয়ে ভরতি হন ওই মা। নিয়মানুযায়ী রিপোর্ট পাওয়ার দশ দিনের মাথায় কোনও উপসর্গ না থাকলে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয় রোগীকে। সেই অনুযায়ী, সোমবার সদ্যোজাতের ছুটির কথা বলা হয়। কারণ, তার কোনওরকম অসুস্থতা বা উপসর্গ ছিল না। কিন্তু মায়ের ছুটি ঘোষণা করা হয়নি। তাই বাচ্চার ছুটি হওয়ার পর সেই কাগজ হাতে নিয়েই ওই মহিলা হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে সোজা বাড়ির উদ্দেশে রওনা হন।

বিকেলে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ইডেন বিল্ডিংয়ে চিকিৎসকরা করোনা আক্রান্ত মায়ের চিকিৎসা করতে গিয়ে দেখেন বেডে নেই মা ও শিশুর কেউই। হাসপাতালের তরফে বউবাজার থানায় খবর দেওয়া হয়। হাসপাতালের রেজিস্টারে থাকা ঠিকানা ধরে পুলিশ প্রগতি ময়দান থানা এলাকার ওই প্রসূতির বাড়িতে গিয়ে দেখেন সন্তান নিয়ে বাড়িতেই বসে আছেন মা। ফের সেখান থেকে সন্তান-সহ তাঁকে নিয়ে আসা হয় কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।

প্রশ্ন উঠেছে, হাসপাতালের ভিতর থেকে কীভাবে নজর এড়িয়ে রোগী বেড়িয়ে যাচ্ছেন? পথে যদি তিনি কোনও দুর্ঘটনায় পড়েন, তার দায় কী কর্তৃপক্ষ এড়াতে পারবেন? সূত্রের খবর, স্বাস্থ্যকর্তারা চান প্রয়োজনে হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট নজরদারের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

রূপান্তরকামীদের অভিনব রক্তদান শিবির

কলকাতা, ১৮ আগস্ট (হি. স.) : রক্তের চাহিদা মেটাতে একজোট হলেন রূপান্তরকামীদের একাংশ। শহরে তো বটেই, রাজ্যেও প্রথম অভিনব এলজিবিটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন হল।

করোনা আবহে ব্যাপক রক্তসংকটে ভুগছে রাজ্য। প্রতি বছর পশ্চিমবঙ্গের জন্য ১৫ লক্ষ ইউনিট রক্তের প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু সে চাহিদাও পূরণ হয় না। দেখা গিয়েছে, একাধিক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেও ১৩ লক্ষ ইউনিটের বেশি রক্ত সংগ্রহ করা যায়নি। এবছর করোনার কারণে সে সংখ্যা আদৌ ১০ লক্ষ ছোঁবে কি না সেটাই সন্দেহ। করোনার কারণে বাতিল হয়েছে একাধিক শিবির। রক্ত সংকটের এই পরিস্থিতিতে এক জোট হলেন রূপান্তরকামীরা। স্বাধীনতা দিবসের দিন ৬৩ জন এলজিবিটি রক্ত দিলেন ঢাকুরিয়ায়। এই প্রথম ব্লাড ব্যাঙ্কের নথিতে পুরুষ-নারীর পাশাপাশি ঠাঁই পেল তৃতীয় লিঙ্গ।

বেসরকারি ব্লাড ব্যাংকগুলির ভাঁড়ার শূন্য। দাতা নিয়ে গেলে তবেই সেখান থেকে মিলছে রক্ত। সরকারি ব্লাড ব্যাংক কোনওমতে চলছে পুলিশের রক্তে। এর মধ্যেও রাস্তাঘাটে মুদির দোকান, বাজার খোলা থাকলেও বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, শুধু পুলিশই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করতে পারবে! আর কারও শিবিরের আয়োজনের অনুমতি মিলছে না, জানিয়েছেন রক্তদান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ডি আশিস। তাঁর কথায়, রাজ্যের ৫০ হাজার থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তের জন্য লাগে মোট সংগৃহীত রক্তের ৬০ শতাংশ। এবার সেই রক্তের জোগানে ভাটা। তৃতীয় লিঙ্গের মানুষরা যেটা করলেন তা যুগান্তকারী বলেই মনে করছেন ডি আশিস। ঢাকুরিয়া তরুণ মহলে আয়োজিত ‘সঞ্চারণ ২০২০’ নামে এই রক্তদান শিবিরে ‘হিজরে’ সম্প্রদায়ের এমন অনেকেই এসেছিলেন। পেশাগতভাবে তাঁদের কেউ কেউ ভিক্ষুক।

রক্তের যোগান কমে যাওয়ায় মারাত্মক অসুবিধায় পড়েছেন ক্যানসারের রোগীরাও। নির্দিষ্ট সময় অন্তর রক্ত না দিলে ব্লাড ক্যানসারের রোগীকে বাঁচানো সম্ভব নয়। দুর্ঘটনা কিংবা জরুরি অস্ত্রোপচারেও রাখতে হয় রক্তের জোগান। এই বিপুল রক্তের যোগান নিয়ে প্রশ্ন উঠছে সময়বিশেষে। চিন্তা রক্তদান আন্দোলনে যুক্ত কর্মীদের মধ্যেও। তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের নিয়ে কাজ করে সমভাবনা। সংস্থার সম্পাদক রূপান্তরকামী দিয়াশা ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, রাজ্যে প্রায় আড়াই লক্ষ রূপান্তরকামী রয়েছেন। প্রয়োজনে তাঁরা বৃহত্তর রক্তদান শিবিরের আয়োজন করবেন। অথবা এলাকাভিত্তিক শিবির করা হবে।

বৃক্ষরোপন

আটের পাতার পর

আধিকারিক অনিতা মগ সহ ব্লকের অন্যান্য কর্মীরা। সকলে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দিপনার মধ্যদিয়ে আজকের এই বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহনকরেন। আজকের এই বৃক্ষ রোপনের কর্মসূচী ও বৃক্ষরোপনের গুরুত্ব সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে কিছু বক্তব্য তুলেধরেন বগাফা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীদাম দাস।

কেরল প্রশাসন

আটের পাতার পর

যাওয়া যাবে।এমন পরিষেবা চালু করে সাফল্য পাওয়া গিয়েছে বলে জানানো হয়েছে প্রশাসনের তরফ থেকে।

প্রশাসনের দাবি মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এলাকাগুলো থেকে করোনা রোগীকে এই অ্যাম্বুলেন্সে করে জল পথ দিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।এতে করে বহু রোগীর জীবনহানিও রোধ করা গিয়েছে।উল্লেখ করা যেতে পারে বর্তমানে কেরলে সক্রিয় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১৫৯৪৬। নিহত ১৬৯।

ধৃত এক জঙ্গি

আটের পাতার পর

পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ।

সামরিক পরিভাষা এই ধরণের তল্লাশি অভিযানকে কর্ডন এন্ড সার্চ অপারেশান বলা হয়। গোটা এলাকাটি ঘিরে ধরে চিরুনি তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশি চলাকালীন একজন জঙ্গিকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে যৌথবাহিনী। ধৃত জঙ্গির নাম হিলাল আহমেদ শেখ।

এক পুলিশ আধিকারিকের কথায় হিলাল চারদিন আগে থেকেই ফেরার হয়ে গিয়েছিল। গোয়েন্দা সূত্রে খবর ছিল হিলাল আল বাদর নামে একটি জঙ্গি গোষ্ঠীতে যোগ দিয়েছে। সম্প্রতি সে বাড়িতে এসেছিল। সেখান থেকে সোমবার গভীর রাতে তল্লাশি চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃত জঙ্গিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। শোপিয়ানে জঙ্গিদের যে নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে তাকে গুঁড়িয়ে দিতে তৎপর নিরাপত্তা বাহিনী।

পাচারের জন্য মজুত বিস্তর পরিমানে গাঁজা বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগস্ট।। মোহনপুরের হরিনা খোলায় একটি বাড়িতে মজুত রাখা গাঁজা উদ্ধার করেছে পুলিশ। জানা যায় হরিনা খোলার অর্জুন সরকারের বাড়িতে দুই বস্তা শুকনো গাজা মজুদ রাখা হয়েছিল। বাংলাদেশে পাচারের জন্য অন্য কোথাও থেকে এনে হরিনা খোলার অর্জুন সরকারের বাড়িতে রাখা হয়। বিষয়টি স্থানীয় লোকজনের নজরে আসে। তারপর এলাকাবাসী বাড়িটি ঘিরে দেখে পুলিশকে খবর দেন।

এলাকাবাসীর কাছ থেকে খবর পেয়ে সিধাই থানার পুলিশ ছুটে এসে হরিণখোলা অর্জুন সরকারের বাড়িতে তল্লাশি চালায়। তল্লাশি চালিয়ে দুটি বস্তাভর্তি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করতে সক্ষম হয় পুলিশ। গাঁজা উদ্ধার করা সম্ভব হলেও বাড়ির মালিক অর্জুন সরকারকে জানতে পারেনি পুলিশ”। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয় অর্জন সরকারের বিরুদ্ধে এন ডি পি এস ধারায় মামলা গৃহীত হয়েছে।

পুলিশ অভিযুক্ত অর্জন সরকারকে গ্রেপ্তারের জন্য তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে।প্রাথমিক তদন্ত শেষে সিতাই থানার পুলিশ জানিয়েছে অন্য কোথাও থেকে গাজা গুলো অর্জন সরকারের বাড়িতে এনে মজুদ করা হয়েছিল।আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পাচার এর জন্যই গাজা সেখানে মজুত রাখা হয়েছিল বলে পুলিশের অনুমান। পুলিশ আরো জানিয়েছে স্থানীয় জনগণের প্রয়াসেই পুলিশ ওই বাড়ি থেকে গাঁজা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। এর কৃতিত্ব এলাকার সচেতন নাগরিকদের বলেও পুলিশ জানিয়েছে।নেশা পাচারসহ যেকোনো ধরনের পাচার বন্ধ করতে সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী জনগণকে সচেতন থাকার জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে। জনগণ সচেতন থাকলে নেশা পাচার বাণিজ্যসহ অন্যান্য হিংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করা সম্ভব হবে বলে মনে করে পুলিশ।এ ধরনের অপরাধ প্রবণতা বন্ধ করার ক্ষেত্রে জনগণের সহযোগিতা খুবই জরুরি বলেও উল্লেখ করেছে অভিযানকারী পুলিশ দল।

অক্সিমিটার

● **প্রথম পাতার পর**

কোভিড কেয়ার সেন্টারে ২০টি এবং বাধারঘাট স্পোর্ট কমপ্লেকে কোভিড কেয়ার সেন্টারে ১৫টি অক্সিজেন কনসেনট্রেটর বরাদ্দ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, হেজামারা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং খেরেংবাড়ি কমিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ৫টি অক্সিজেন কনসেনট্রেটর বরাদ্দ করা হয়েছে।

এদিকে, গোমতী জেলায় পিআরটিই কোভিড কেয়ার সেন্টারে ১০টি, চন্দ্রপুর প্রাথমিক কোভিড কেয়ার সেন্টারে ১০টি, ধলাই জেলায় জেলা পলিটেকনিং কোভিড কেয়ার সেন্টারে ৫টি, খোয়াই জেলায় আইটিআই কোভিড কেয়ার সেন্টারে ৫টি, একলব্য বয়েজ হোস্টেলে ১০টি, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় বীরচন্দ্র মনুতে একলব্য স্কুলে ১০টি, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় পানিসাগরে রিজিওন্যাল কলেজ অব ফিজিক্যাল এডুকেশনে ১০টি এবং স্পোর্টস কমপ্লেক্সে ১০টি, সিপাহীজলা জেলায় লালসিং মুড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ৫টি, সাগর মহলে ১০টি, বিশ্রামগঞ্জ ডিপিআরসিতে ১০টি এবং ঊনকোটি জেলায় কুমারঘাট পিআরটিআই-তে ৫টি অক্সিজেন কনসেনট্রেটর বরাদ্দ করা হয়েছে।

এদিকে, রাজ্যে বর্তমানে কোভিড হাসপাতাল এবং কোভিড কেয়ার সেন্টার মিলিয়ে ২০০৪টি শয্যা রয়েছে। এদিকে, ৮২৪টি পালস অক্সিমিটার হোম আইসোলেশনে থাকা করোনা আক্রান্তদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। বর্তমানে ৭৮৬ জন করোনা আক্রান্ত হোম আইসোলেশনে রয়েছেন। তাদের মধ্যে পশ্চিম জেলায় ৪১৫জন, সিপাহীজলা জেলায় ২৬জন, খোয়াই জেলায় ১৫৩জন, গোমতী জেলায় ১৭১জন, দক্ষিণ জেলায় ৩জন, ধলাই জেলায় ৮জন, উনকোটি জেলায় ৫ জন এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৫ জন করোনা আক্রান্ত হোম আইসোলেশনে রয়েছেন।

তথাগত

● **প্রথম পাতার পর**

বসে নিয়মিত টুইটে যে ধরনের মন্তব্য করতেন তিনি তা নিয়ে বহুবার বিতর্ক হয়েছে। রাজভবনে বসেই বাংলায় তৃণমূল সরকার ও শাসক দলের বিরুদ্ধে বারবার মন্তব্য করেছেন তিনি। তাঁর সেই সব টুইটে উগ্র হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির ইন্ধন ছিল বলে অতীতে অনেকবারই অভিযোগ করেছেন বাম-কংগ্রেস নেতৃত্ব। বিজেপি সূত্রে খবর, একুশের আগে রাজ্য রাজনীতিতে ফেরার তীব্র আগ্রহ রয়েছে তাঁর।

দপ্তরের

● **প্রথম পাতার পর**

ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে বলেও মৎস্য দপ্তরের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য এর আগেও পাচারকালে মাছ আটক করা হয়েছিল। পরপর এধরনের চুরির ঘটনা ঘিরে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।উল্লেখ্য ডুম্বুর জলাশয় এর উপর নির্ভর করে বেঁচে আছে বহু বর্ষজীবি পরিবার।ডুম্বুর জলাশয় এর মাছ চুরি করে যাতে পাচার করতে না পারে সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মৎস্যজীবীদের পক্ষ থেকেও জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।

জাতীয়

● **প্রথম পাতার পর**

দেশজুড়ে আন্দোলন আরো জোরদার করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।শিক্ষার ধর্মনিরেপক্ষ চরিত্র রাখার জন্য তারা কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার যে নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণ করেছে তার প্রতিবাদে গোটা দেশজুড়ে বিভিন্ন সংগঠনকে আন্দোলনে শামিল হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

এসডিএম

● **প্রথম পাতার পর**

ফুলডুঙসেই ভিলেজ কাউন্সিল সর্বাঙ্গেই ত্রিপুরার অভিন্ন অংশ হিসেবে গৃহীত হয়েছে। ফলে, ওই ভিলেজ কাউন্সিল মিজোরামের অংশে অন্তর্ভুক্তি এবং বাসিন্দাদের ভোটার তালিকায় নাম জুড়ে যাওয়ায় সামগ্রিক বিষয় খুবই জটিল পরিস্থিতির তৈরি করেছে। তাই, জরুরি ভিত্তিতে মিজোরাম এবং ত্রিপুরার সীমানা নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এতে সমগ্র ফুলডুঙসেই ভিলেজ কাউন্সিল ত্রিপুরার অংশ হিসেবেই বিবেচিত হতে হবে।

হেফাজত

● **প্রথম পাতার পর**

ওপর শুনানি হয়েছে। পুলিশ আদালতে কেস ডায়েরিও জমা দিয়েছে। এ-বিষয়ে এপিপি দীপা ভট্টাচার্য বলেন, এনসিসি থানার মামলা নম্বর ১০৬/২০২০ মামলায় পুলিশ আদালতে কেস ডায়েরি জমা দিয়েছে। সাথে রিমান্ডের আবেদন জানিয়েছে। আদালত তাদের ২৮ আগস্ট পর্যন্ত জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে।

বায়ুসেনা

● **প্রথম পাতার পর**

দিতে তেজস মোতায়েন করল বায়ুসেনা।

উল্লেখ্য, গত মার্চেই পরীক্ষামূলকভাবে আকাশে উড়েছিল তেজস। এই ফাইটার জেটে একাধিক উন্নত প্রযুক্তি রয়েছে। যেমন মধ্য গগনেই এর জ্বালানি ভরার ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে বিয়ন্ড ভিজুয়্যাল রেঞ্জে মিসাইল সিস্টেম। তেজস যে ভারতীয় বায়ুসেনাকে এক নতুন ভরসা জুগিয়েছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

নাবালিকা

● **প্রথম পাতার পর**

মামলা দায়ের করা হয়। মামলার প্রেক্ষিতে পুলিশ এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। জানা গিয়েছে, ধৃত অভিযুক্ত ওই নাবালিকার পরিচিত।

উদয়পুরে

● **প্রথম পাতার পর**

বের করার জন্য পুলিশের তৎপরতা শুরু করেছে।এদিকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

ক্রীড়াঙ্গন

‘২০২১ নয়, এখনই বার্সেলোনা ছাড়বেন মেসি’

বার্সেলোনায় এখন ঘোর অমানিশা। ২০০৭-০৮ মৌসুমের পর এই প্রথম শিরোপাহীন মৌসুম কাটাল দলটা। শিরোপাহীন কাটালেও সমস্যা হওয়ার কথা না, তবে, দলের অবস্থা যেমন, তাতে এই শিরোপাহীন অধ্যায়টা আরও কত দিন ধরে চলবে, সে ব্যাপারে কোনো নিশ্চয়তা পাওয়া যাচ্ছে না। খেলোয়াড়দের ফর্ম, মনোবল, বোর্ড ও কোচিং দলের অবস্থা, ক্লাবের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি - সব দিক দিয়েই অন্ধকার একটা অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে ক্লাবটা।

লিওনেল মেসিও কী বুঝতে পারছেন সেটা? মেসি কী বুঝতে পারছেন ক্যারিয়ার-সায়াহ্নে এসে বার্সেলোনা তাঁকে ট্রফি জয়ের তেমন সুযোগ করে দিতে পারছে না? না বুঝলে এই বয়সে এসে ক্লাব ছাড়তে চাইবেন কেন?হ্যাঁ, খবর এমনই। বার্সেলোনা ছাড়তে চাইছেন লিওনেল মেসি। বোর্ডকর্তাদের ওপর মেসির অসন্তুষ্টির বিষয়টা আজকের নতুন নয়। তা ছাড়া মরার ওপর খাঁড়ার ঘা হয়ে যুক্ত হয়েছে চ্যাম্পিয়নস লিগে বায়ার্ন মিউনিখের বিপক্ষে ন্যক্কারজনক পরাজয়। যে চ্যাম্পিয়নস লিগের স্পর্শ পাওয়ার জন্য গত কয়েক বছর ধরে হন্য হয়ে ঘুরছেন মেসি, সে টুর্নামেন্ট থেকে এমন ভাবে বিদায় নেওয়াটা হয়তো মেনে নিতে পারছেন না। তাই রব উঠেছে, ডুবতে থাকা বার্সেলোনাকে টেনে তোলার কাজ আর একা করবেন না আর্জেন্টাইন তারকা।আর এই খবর দিয়েছেন প্রখ্যাত ইউরোপিয়ান সাংবাদিক মার্সেলো বেকলার। গত বছর শোনা গিয়েছিল, ক্লাব ছাড়লে ২০২১ সালে ছাড়বেন মেসি। কিন্তু বায়ার্নের বিপক্ষে হারের পর মেসি ধৈর্যহারা হয়ে গিয়েছেন। ২০২১ নয়, এখনই ক্লাব ছাড়তে চান এই কিংবদন্তি। তিনি টুইটারে স্প্যানিশ ভাষায় এক ভিডিওতে বলেছেন, ‘মেসি বার্সেলোনাকে বলেছেন এই গ্রীষ্মেই তিনি ক্লাব ছাড়তে চান। ক্লাবের ভালো দল গড়ার পরিকল্পনা আছে, এমন কিছু প্রমাণ করতে পারলে তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত বদলাতে পারেন। আমাকে ক্লাবের এক সূত্র জানিয়েছে ক্লাব ছাড়ার এমন তীব্র ইচ্ছা আগে কখনোই তাঁর মধ্যে দেখা যায়নি।’

এই বেকলার এস্পোর্তে ইন্তেরাতিভো ও রেডিও ইতাতিয়াইয়ার সাংবাদিক বেকলার। বার্সেলোনার হাঁড়ির খবর বের করে আনার জন্য গত কয়েক বছর ধরে যিনি বেশ বিশ্বস্ততার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনিই ২০১৭ সালে নেইমারের বার্সেলোনা থেকে বার্সেলোনা ছাড়ার খবরটি দিয়েছিলেন।তবে শেষমেশ ক্লাব আদৌ ছাড়বেন কি না, সে নিয়ে সন্দেহ থাকাটাই স্বাভাবিক। তবে এ কথা নিশ্চিত, বার্সার কর্তাব্যক্তিদের একটা হুঁশিয়ারি দিতে চাইছেন এই তারকা। বার্সেলোনা সমর্থকেরা মনপ্রাণ দিয়ে চাইবেন, ব্যাপারটা যেন হুঁশিয়ারির পর্যায়েই থাকে! বার্সেলোনা সমর্থকেরা একটা দিক দিয়ে অন্তত একটু আশার আলো খুঁজে নিতে পারেন। এই বেকলারই গত মৌসুমে বলেছিলেন, নেইমারের বার্সায় আসা নিশ্চিত। সেটা শেষমেশ হয়নি।

টানা তিন বছর খালি হাতে ফিরল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড

মোটামুটি গত এক দশক ধরে অবস্থাটা এমন দাঁড়িয়েছে, ইউরোপা লিগ (সাবেক উয়েফা কাপ) এর শিরোপা সেভিয়া বা অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের হাতে না উঠলেই চমক বলে মনে হয়। আর হবে না-ই বা কেন? ২০১০ সাল থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত সেভিয়া ইউরোপার শিরোপা জিতেছে তিনবার, অ্যাটলেটিকো দুবার। এবারও এই ধারার ব্যত্যয় ঘটবে বলে জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। এবারও যে ফাইনালে উঠে গেছে সেভিয়া !সেমিফাইনালে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে ২-১ গোলে হারিয়ে ইউরোপা লিগের ফাইনালে পা রেখেছে সেভিয়া। ফাইনালে তাদের মুখোমুখি হবে ইন্টার মিলান ও শাখতার দোনেৎস্কের মধ্যে যেকোনো এক দল।ম্যাচের আট মিনিটের মধ্যেই এগিয়ে যায় ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। ডিবক্সের মধ্যে অ্যান্থনি মার্সিয়ালের বাড়ানো এক বল পেয়ে শট করেন মার্কাস রাশফোর্ড। আর রাশফোর্ডের পা থেকে বল কেড়ে নেওয়ার জন্যই বাজেভাবে ট্যাকল করে বসেন সেভিয়ার ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার ডিয়েগো কার্লাস। পেনাল্টি থেকে গোল পেতে ভুল হয়নি পর্তুগিজ মিডফিল্ডার ব্রুনো ফার্নান্দেসের।এরপর গল্পটা শুধুই সেভিয়ার। ২৫ মিনিটে রিয়াল মাদ্রিদ থেকে ধারে সেভিয়ায় খেলা লেফটব্যাক সার্জিও রেগিলনের নিচু ক্রসে বাঁ পা ঠেকিয়ে গোল করেন স্প্যানিশ উইঙ্গার সুসো। গোলটা ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড সমর্থকদের স্বাভাবিকের চেয়ে হয়তো বেশিই কষ্ট দিয়েছে। সুসো যে আগে ইউনাইটেডের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী লিভারপুলে খেলতেন!ম্যাচ শেষ হওয়ার ঠিক ১২ মিনিট আগে আরেক সাবেক ইংলিশ লিগের খেলোয়াড় লিখে দেন ইউনাইটেডের ভাগ্য। ডান প্রান্ত থেকে উড়ে আসা ক্রস হাফভলি দিয়ে গোলে রূপান্তরিত করেন নিউক্যাসল ইউনাইটেডের সাবেক ডাচ স্ট্রাইকার লুক ডি ইয়ং। দুটি গোলেই ইউনাইটেড রক্ষণের ভুল বেশ দৃষ্টিকটুভাবে চোখে পড়েছে। প্রথম গোলে হ্যারি ম্যাগুয়ারের অবস্থান, আর দ্বিতীয় গোলে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও হেড করে বল দূরে পাঠাতে ভিক্টর লিন্ডেলফের অনাগ্রহ। এ কারণে দ্বিতীয় গোলটা খাওয়ার পর ব্রুনো ফার্নান্দেসের সঙ্গে লিন্ডেলফের ঝগড়া লেগেই গিয়েছিল প্রায় !তবে ইউনাইটেড সমর্থকেরা নিজেদের একটু হলেও দুর্ভাগা ভাবলেও ভাবতে পারেন। তাদের বিপক্ষে খেলতে এলেই অখ্যাত গোলরক্ষকেরা যেন একেকজন লেভ ইয়াশিনে পরিণত হন! আগের রাউন্ডে কোপেনহেগেনের গোলরক্ষক, এই রাউন্ডে সেভিয়ার গোলরক্ষক ইয়াসিন বুনো দুজনই খেলেছেন দুর্দান্ত। শেষ মুহূর্তে কোপেনহেগেন হেরে গেলেও এবার বুনোর দলকে হারতে হয়নি। আর তাতেই কপাল পুড়েছে ইউনাইটেডের।

পাকিস্তানে গিয়ে খেলতে চান জো রুট

সাধারণত পাকিস্তানে খেলার প্রসঙ্গ উঠলেই সাধারণত এড়িয়ে যেতে চান বিদেশি ক্রিকেটাররা। এ ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রমী কিছু দেখালেন ইংলিশ টেস্ট অধিনায়ক জো রুট। নিজ থেকে পাকিস্তানে গিয়ে খেলার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন ইংল্যান্ডের এই ব্যাটিং স্তম্ভ।২০০৯ সালে পাকিস্তান সফররত শ্রীলঙ্কা দলের ওপর সন্ত্রাসী হামলার পর থেকেই পাকিস্তানে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট হারিয়ে গিয়েছিল। গত দুই বছরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশ সফর করলেও প্রথাগত বড় দলগুলোকে সেখানে নেওয়া এখনো চ্যালেঞ্জিং। সেখানে গিয়ে খেলতে না চাওয়ায় আরব আমিরাতে হোম সিরিজ আয়োজন করতে হয় পাকিস্তানকে। নামে ও ভারে বড় দলগুলো পাকিস্তানে খেলার কথা উঠলেই ভ্রু কুচকে অনাগ্রহের কথা জানিয়ে দেয়। রুটের দেশ ইংল্যান্ডই শেষ পাকিস্তান সফর করেছে ২০০৫ সালে। তাই রুটের মুখে পাকিস্তান সফরের আগ্রহের কথা শুনলে একটু অবাক হতেই হয়।তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে বর্তমানে ইংল্যান্ড সফর করছে পাকিস্তান। প্রথম ম্যাচে ইংল্যান্ডের জয়ের পর দ্বিতীয় টেস্টটি বৃষ্টি ও আলোকস্বল্পতা মিলিয়ে হয়েছে ড্র। ম্যাচ শেষে কোচ ক্রিস সিলভারউডের কথার প্রসঙ্গ ধরে পাকিস্তান সফরের প্রতি আগ্রহ জানিয়েছেন রুট, ‘পাকিস্তানে যেতে পারলে আমার খুব ভালো লাগবে। সেখানে গিয়ে খেলতে পারাটা দারুণ এক সুযোগ। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব আমার নয়। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে বেড়ানো এবং খেলার জন্য দারুণ জায়গা।ইংল্যান্ড জাতীয় দলের হয়ে কখনো পাকিস্তান সফর করা হয়নি। তবে সেখানকার উইকেট সম্পর্কে ভালোই জানা আছে তাঁর, ‘সেখানকার উইকেট দেখে বেশ ভালোই মনে হয়, ব্যাটিং উপযোগী। এখানে যেমন কন্ডিশনে খেলি তার চেয়ে ভিন্ন উইকেটে খেলতে পারলে ভালোই লাগবে।’যে শ্রীলঙ্কা দলের ওপর হামলা হওয়ায় পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আয়োজনে নিষেধাজ্ঞায় পড়েছিল, সেই লঙ্কানদের পাকিস্তান সফর দিয়েই ইমরান খানের দেশে ফিরেছে টেস্ট ক্রিকেট। সে সময় মানুষের আগ্রহটা দূর থেকেই টের পেয়েছিলেন রুট, ‘গত বছর পাকিস্তানে যখন টেস্ট ফিরল (শ্রীলঙ্কা সিরিজ), ওদের মধ্যে ক্রিকেট নিয়ে আবেগটা সবাই টের পেয়েছে। এ ছাড়া কয়েকজন খেলোয়াড়ের সঙ্গে কথা বলেছি, পাকিস্তানে আবার খেলতে পেরে ওরা যে করত খুশি সেটাও জানতে পেরেছি। ‘সবকিছু ঠিক থাকলে, খুব দ্রুতই পাকিস্তানে গিয়ে খেলার সুযোগ হতে পারে রুটের। কারণ চলতি মাসের শুরুতেই পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান নির্বাহী জানিয়েছেন, ২০২২ সালের আগেই পাকিস্তান সফর করতে পারে ইংল্যান্ড।

নেইমার—এমবাপ্পেদের দলের মূল্য ৭৮৩০ কোটি টাকা

নেইমার থেকে কিলিয়ান এমবাপ্পেপিএসজির পুরো দলের মূল্য আসলে কত? এমন প্রশ্ন ফুটবলপ্রেমীদের মাথায় সব সময়ই ঘোরে। ফরাসি লিগ ওয়ানে কয়েক বছর ধরে ‘দাদাগিরি’ করা পিএসজি লিগ জিতেছে নয়বার। ২০১৮ থেকে ২০২০এই তিন বছরে টানা তিনবার লিগ জিতেছে দলটি। জিতবে না—ই বা কেন, এই তিন বছরে যে খেলোয়াড় কেনায় হাজার হাজার কোটি টাকা লগ্নি করেছে পিএসজি।নেইমার, কিলিয়ান এমবাপ্পের মতো খেলোয়াড় এই সময়ের মধ্যেই কিনেছে প্যারিসের ক্লাবটি। ২০১৭ সালে বার্সেলোনা থেকে নেইমারকে উড়িয়ে এনেছে রেকর্ড ২২ কোটি ২০ লাখ ইউরো ট্রান্সফার ফিতে। পরের বছর মোনাকো থেকে এমবাপ্পেকে পেতে খরচ করেছে প্রায় ১৫ কোটি ইউরো। সব মিলিয়ে দলবদলের বাজারের মোগল তাদের বলাই যায়। চলতি ২০১৯-২০ মৌসুমে পিএসজির পুরো দলের মূল্য ৭৭ কোটি ৯৪ লাখ ইউরো। বাংলাদেশি মুদ্রায় যেটি ৭ হাজার ৮৩০ কোটি ৬০ লাখ টাকার বেশি।

এটা মূলত দলটির খেলোয়াড়দের পরিমাণ। নেইমার ও এমবাপ্পেবিশ্বের সর্বোচ্চ ও দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ট্রান্সফারের দুজন খেলোয়াড়ও এই দলেই। নেইমার ন্যু ক্যাম্প থেকে প্যারিসে যেতে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন পল পগবার ১০ কোটি ৫০ লাখ ও গ্যারেথ বেলের ১০ কোটি ৮ লাখ ইউরোর ট্রান্সফার ফির রেকর্ড। ২০১৬ সালে জুভেন্টাস থেকে ফরাসি মিডফিল্ডার পগবাকে পেতে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড খরচ করেছিল ১০ কোটি ৫০ লাখ ইউরো। আর বেল ১০ কোটি ৮ লাখ ইউরো ট্রান্সফার ফিতে টটেনহাম থেকে রিয়াল মাদ্রিদে গিয়েছিলেন ২০১৩ সালে। দুটিই ছিল সেই সময়কার রেকর্ড।শুধু নেইমার বা এমবাপ্পেই নন, পিএসজির আরও অনেক ট্রান্সফার আছে বিশাল অঙ্কের। এই যেমন অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়াকে ম্যানচেস্টার

PRESS NOTICE INVITING TENDER FOR CARRYING OF AGRI. INPUTS UNDER OMPI, AGRI. SUB-DIVISION DURING THE YEAR-2020-21.

Tender in sealed cover super scribed as "Tender for transportation of Agri. Inputs" are invited on behalf of the Govt. of Tripura from the bonafied and resourceful transport contractors of Indian National heaving experience & financial stability for carrying of different Agri. Inputs like Fertilizer/ P.P,Chamicals, Seeds and others Agri. Implements etc. from different Agri. Go-down to different Agri. Sub-Seeds store, Farm and Orchard under Ompi, Agri. Sub-Division as mentioned below by mechanical transport during 21020-21. The last date of driTH-iiili;! [ender is 28.08 7,07() fruit 10 AM to 03.00 PM and will be CipenCd on the same day it possihiu. I IR. te!IliererS shoi.ski ,Riote their rates both in fingers and words1 See prescribe tender form which may be available from the office of the Undersigned during offick hours ontly working day up to 48 hours before the scheduled time and date of dropping the *rider. The details of the tender can be downloaded from www.agri.tripura.gov.in.

ICA/C-1390/2020-21

Supdt. of Agriculture
Ompi Agri Sub Division Tripura

PNIeT NO- 77/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21

The Executive Engineer, DWS Division Ambassa, Dhalai District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender. The details are below;

SI NO	DNIeT No	Estimated Cost	Deadline for bidding
1.	DNie-T No,70/EE/ PWD(DWS)/AMB/ 2020-21	Rs.1534275.00	27-08-2020

All details can be seen press notice & bid documents for the work on website WWw.tripuratenders.c-ov.in at free of cost. For contact 03826-267230/9436355955

ICA/C-1382/2020-21

Executive Engineer
DWS Division, Ambassa, Dhalai trict, Tripura

PNIeT NO- 77/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21

The Executive Engineer, DWS Division Ambassa, Dhalai District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender. The details are below;

SI NO	DNIeT No	Estimated Cost	Deadline for bidding
1.	DNie-T No,64/EE/ PWD(DWS)/AMB/ 2020-21	Rs.1676622.00	24-08-2020

details can be seen press notice & bid documents for the work on website www.tripuratenders.gov.in at free of cost. For contact 03826-267230/9436355955

ICA/C-1376/2020-21

Executive Engineer
DWS Division, Ambassa, Dhalai trict, Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 06/NIeT/EE-KLP/PWD (DWS)/2020-21

The Executive Engineer, DWS Division Kalyanpur, Khowai Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD,.up to 3.00 P.M. on 03/09/2020 for the following work:-

Sl No	DNIeT No.	Estimate Cost	Earnest Money	Time for completion	Cost of Bid Fee
1	DNIe-T No: 39/EE-KLP/PWD (DWS)/2020-21.	Rs. 24, 80,711.00	Rs. 24807.00	180 days	Rs. 1000.00
2	DNIe-T No: 40/EE-KLP/PWD (DWS)/2020-21.	Rs. 24, 80,711.00	Rs. 24807.00	180 days	Rs. 1000.00
3	DNIe-T No: 41/EE-KLP/PWD (DWS)/2020-21.	Rs. 24, 80,711.00	Rs. 24807.00	180 days	Rs. 1000.00
4	DNIe-T No: 42/EE-KLP/PWD (DWS)/2020-21.	Rs. 24, 80,711.00	Rs. 24807.00	180 days	Rs. 1000.00
5	DNIe-T No: 43/EE-KLP/PWD (DWS)/2020-21.	Rs. 24, 80,711.00	Rs. 24807.00	180 days	Rs. 1000.00
6	DNIe-T No: 44/EE-KLP/PWD (DWS)/2020-21.	Rs. 24, 80,711.00	Rs. 24807.00	180 days	Rs. 1000.00
7	DNIe-T No: 45/EE-KLP/PWD (DWS)/2020-21.	Rs. 24, 80,711.00	Rs. 24807.00	180 days	Rs. 1000.00
8	DNIe-T No: 46/EE-KLP/PWD (DWS)/2020-21.	Rs. 24, 80,711.00	Rs. 24807.00	180 days	Rs. 1000.00
9	DNIe-T No: 47/EE-KLP/PWD (DWS)/2020-21.	Rs. 24, 80,711.00	Rs. 24807.00	180 days	Rs. 1000.00
10	DNIe-T No: 48/EE-KLP/PWD (DWS)/2020-21.	Rs. 24, 80,711.00	Rs. 24807.00	180 days	Rs. 1000.00
11	DNIe-T No: 49/EE-KLP/PWD (DWS)/2020-21.	Rs. 24, 80,711.00	Rs. 24807.00	180 days	Rs. 1000.00
12	DNIe-T No: 50/EE-KLP/PWD (DWS)/2020-21.	Rs. 24, 80,711.00	Rs. 24807.00	180 days	Rs. 1000.00
13	DNIe-T No: 51/EE-KLP/PWD (DWS)/2020-21.	Rs. 24, 80,711.00	Rs. 24807.00	180 days	Rs. 1000.00
14	DNIe-T No: 52/EE-KLP/PWD (DWS)/2020-21.	Rs. 24, 80,711.00	Rs. 24807.00	180 days	Rs. 1000.00
15	DNIe-T No: 53/EE-KLP/PWD (DWS)/2020-21.	Rs. 24, 80,711.00	Rs. 24807.00	180 days	Rs. 1000.00
16	DNIe-T No: 54/EE-KLP/PWD (DWS)/2020-21.	Rs. 24, 80,711.00	Rs. 24807.00	180 days	Rs. 1000.00
17	DNIe-T No: 55/EE-KLP/PWD (DWS)/2020-21.	Rs. 24, 80,711.00	Rs. 24807.00	180 days	Rs. 1000.00

• Last date and time for document downloading and bidding: 03/09/2020 up to 15:00 hrs
• Time and date of opening of bid: 04/09/2020 at 16:00 hrs
• Document downloading and biding at application: https://tripuratenders.govin
• Class of bidder: Appropriate Class All details are available in the https://tripuratenders.gov.in

Note : *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

ICA/C-1369/2020-21

(ER. GOPI MAJUMDER)
Executive Engin DWS Division, Kailanpur

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 11/EE-JRN/2020-21 Dated: 10/08/2020

The Executive Engineer, Jirania Division, PWD(R&B) Jirania invites percentage rate e-tenders online for the—works below:-

SL NO.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TENDER FEE	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND TENDERING	TIME AND DATE OF OPENING OF TENDER	DOCUMENT DOWNLOADING AND TENDERING AT APPLICATION	CLASS OF TENDERER
1	"Mtc. of road from Jirania Block Tilla to NIT road via Bankimnagar / SH: Mtc of Base Sub-base and Bituminous layer." DNIT No. 08/R/DNIe-T/SE-IV/PWD(R&B)2020-2021	₹ 40,92,012.00	₹ 40,920.00	₹ 1,000.00	06(Six) Months	Up to15:00 Hrs on 04/09/2020	At 15:30 Hrs on 04/09/2020	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	"Mtc. of road from Ranirbazar Gopal Road(NH-08) to Assampara Water Treatment plant Via Railway Bridge / SH: Mtc of Sub-base , Bituminous layer etc. (L=2.40km)" DNIT No. 09/R/DNIe-T/SE-IV/PWD(R&B)2020-2021	₹ 29,57,855.00	₹ 29,579.00	₹ 1,000.00	06(Six) Months				

Bid document can be seen in the website https://tripuratenders.gov.in. W.e.f 11/08/2020 to 04/09/2020 and last date of downloading and submission of bid is 04/09/2020 upto 3.00 pm. Submission of Tenders physically is not permitted.

For and on behalf of the Governor of Tripura

ICA/C-1363/2020-21

Executive Engineer
Jirania Division, PV (R&B) Jirania,
West Tripura eejirania4gmail.corn

CORRIGENDUM

Please read in Tender ID: - 2020_CEDWS_11838_1 of PNIeT-14/EE/PWD (DWS)/KMP/2020-21 as DNIeT No:- 14/EE/PWD(DWS)/KMP/2020-21 instead of DNIeT :- 13/EE/PWD(DWS)/KMP/2020-21

All the terms and condition shall remain unchanged.

ICA/C-1361/2020-21

(Er. B. Debbarma) Executive Engineer DWS Division, Kamalpur Dhalai District, Tripura

---

ডঃ বি আর আম্বেদকর স্মৃতি ছাত্র / ছাত্রীনিবাসে ভর্ত্তির বিজ্ঞপ্তি

ডঃ বি আর আম্বেদকর স্মৃতি ছাত্রীনিবাস, জগন্নাথবাড়ী রোড, আগরতলা এবং ডঃ বি আর আম্বেদকর মেমোরিয়াল ছাত্রাবাস, (আইজিএম হাসপাতালের বিপরীত) সীমিত সংখ্যক আসনে ভর্ত্তির সুযোগ গ্রহণের জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের যে কোন বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেনীতে (মেধাবী নূন্যতম ৬০ শতাংশ নম্বর পেয়ে) উত্তীর্ণ তপশিলী জাতিভুক্ত ছাত্র / ছাত্রীর অভিভাবকদের কাজ থেকে ভর্তির আবেদন পত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

ইচ্ছুক অভিভাবকরগন সাদা কাগজে ছাত্র / ছাত্রীর নাম, পিতা / মাতার নাম, বর্তমান ঠিকানা, কোন শ্রেণীতে ভর্ত্তি হতে ইচ্ছুক, গত বার্ষিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর এভং শতকরা হার, পারিবারিক বার্ষিক আয় এবং টেলিফোন নম্বর ইত্যাদি বিশদ বিবরণ সহ বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মার্কসীট, তপশিলী জাতি সার্টিফিকেট ও পিআরটিসি প্রত্যয়িত নকর সহ দরখাস্ত নিম্ন স্বাক্ষরকারীর অফিসে আগামী ২৭ই আগষ্ট, ২০২০-এর মধ্যে প্রেরন করার আহ্বান করা হচ্ছে।

আহ্বায়ক
(সন্তোষ দাস)
অধিকর্তা
তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা।

ICA/D-389/2020-21

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-16/EE/RD/KGT/DIV/2020-21 Dt.13/08/2020

On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, RD Kumarghat Division, Kumarghat, Unakoti, Tripura invites percentage rate e-tender in PWD Form No. 7 on two bid system from the eligible bidders up to 3.00 P.M. of 02/09/2020 for the works vide (i) DNIT no. 39/EE/RD/KGT/DIV/2020-21 Dt. 13/08/2020,(ii) DNIT no. 40/EE/RD/KGT/DIV/2020-21 Dt. 13/08/2020, (iii) DNIT no — 41/EE/RD/KGT/DIV/2020-21 Dt. 13/08/202C—(iv DNIT no. 42/EE/RD/KGT/DIV/2020-21 Dt. 13/08/2020. For details visit website iitt; Vtnpuratenders.gov.in / eprocure.gov.in and may contact at ph, No.961259CV 74 (M)/ email — eenlkgt@gmail,com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-1395/2020-21

(Er Sujit Sil)
Executive Engineer.
RD Kumarghat Division

জাগরণ 19 August, 2020, Wednesday আগরতলা ১৯ আগস্ট, ২০২০ ইং, ■ ২ ভাদ্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

কসবা কালিমন্দিরে ভাদ্র মেলা অনুষ্ঠিত হবে না এবছর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগস্ট।। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে এবছর কমলা সাগর কসবা কালীবাড়ি তে এবছর ঐতিহ্যবাহী ভাদ্রমেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। কসবা কালীবাড়ি মন্দির সোসাইটির পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। সোসাইটির কর্মকর্তারা জানান এ বছর শুধুমাত্র নিয়ম মেনে পূজার্চনা অনুষ্ঠিত হবে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে মেলার আয়োজন করা হলে সংক্রমণ দেখা দিতে পারে বলে তারা আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন। জনস্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে এবং সরকারি নির্দেশ মেনে এবছর কমলাসাগর কালীবাড়িতে মেলা উপলক্ষে কোন ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে না। আগামী বছর পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলে ঐতিহ্যবাহী মেলা অনুষ্ঠিত হবে বলে তারা আশা ব্যক্ত করেছেন।

বগাফা ব্লকের উদ্যোগে বৃক্ষরোপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৮ আগস্ট।। বগাফা ব্লকের উদ্দ্যোগে ব্লক প্রাঙ্গনে বৃক্ষরোপন করাহয়। বগাফা ব্লকের উদ্দ্যোগে সবুজ বনায়ন করার লক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে ব্লক প্রাঙ্গনে বৃক্ষ রোপন করাহয়। আজকের এই বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বগাফা ব্লকের বিডিও রূপন দাস, বগাফা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীদাম দাস, ব্লকের পঞ্চায়েত

ছয়ের পাতায় দেখুন

করিমগঞ্জের চামেলাবাজারে সেতুর নীচে অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের লাশ, তদন্তে রামকৃষ্ণনগর পুলিশ

রামকৃষ্ণনগর (অসম), ১৮ আগস্ট (হি. স.) : দক্ষিণ অসমের করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত রামকৃষ্ণনগর থানার অধীন চামেলাবাজারে সেতুর নীচে ভাসমান জনৈক অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের লাশ উদ্ধার হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে প্রথমে ওই সেতুর নীচে সামান্য জলের ওপর ভাসমান ব্যক্তির লাশ এলাকার জনৈক ঠেলাচালকের নজরে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাটি ঠেলাচালক আশপাশে লোকজনদের জানান। মুহূর্তের মধ্যেই ঘটনাস্থলে জমায়েত হন অসংখ্য মানুষ। খবর যায় রামকৃষ্ণনগর থানায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।

এদিকে খবর পেয়ে রামকৃষ্ণনগর থানা ওসি ইন্সপেক্টর এমএল থিয়েক পুলিশ কর্মীদের নিয়ে ঘটনাস্থলে হাজির লোকলশকরের সাহায্যে মৃতদেহটি উদ্ধার করেন। প্রাথমিক এনকুয়েস্ট করে মৃতদেহটি ময়না তদন্তের জন্য করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ওসি জানান মৃতদেহের কোনও পরিচয় জানা যায়নি। আনুমানিক ত্রিরিশের কাছাকাছি যুবককে স্থানীয়রাও শনাক্ত করতে পারছেন না।

তবে পুলিশ কিছু না বললেও উদ্ধারকৃত যুবকের হাতে ইনজেকশনের দাগ রয়েছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান। তাই এই মৃত্যুর কারণ ড্রাগস হতে পারে বলে অনেকের ধারণা। অনেকে আবার সন্দেহ করছেন অন্যত্র কোথাও খুন করে রাতের অন্ধকারে চামেলা বাজারের সেতুর নীচে ফেলে দেওয়া হয়েছে যুবককে।অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের রহস্যজনক মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় নানা গুঞ্জনও শোনা যাচ্ছে। অনেকের ধারণা, অতিরিক্ত পরিমাণে ড্রাগস সেবনের পরিণাম হতে পারে এই ঘটনা। কারণ ড্রাগসের কবলে পড়ে এভাবে আগেও বহু তরতাজা যুবকের অস্বাভাবিক ও অকালমৃত্যু ঘটেছে। পুলিশ প্রশাসনের নীরব ভূমিকার জন্য এলাকায় ড্রাগস ও অন্যান্য নেশা সামগ্রীর বেআইনি পাচার চক্রের তৎপরতায় নাজেহাল হয়ে উঠেছে স্বাভাবিক জনজীবন। এছাড়া ইদানীংকালে সমগ্র এলাকার একাংশ যুবকের গতিবিধি সন্দেহজনক হয়ে উঠেছে বলে সচেতন মহলে তীব্র ক্ষোভ পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রবীণ নাগরিকদের অভিমত, শুধু রামকৃষ্ণনগর নয়, সাম্প্রতিককালে সমগ্র বরাক উপত্যকার যত্রতত্র ড্রাগস ও নেশাদ্রব্যের বাড়বাড়ন্ত। ফলে যুব সমাজের বৃহৎ অংশ বিপথে পরিচালিত হচ্ছে বলে উদ্বেগ ব্যক্ত করছেন সচেতন নাগরিকরা। পুলিশ প্রশাসন সঠিকভাবে কর্তব্য পালন করলে ড্রাগস ও নেশাদ্রব্য পাচারকারী চক্রের তৎপরতা কিছুটা হ্রাস হত বলে অভিমত জনগণের।এদিকে গত প্রায় পাঁচমাস আগে একইভাবে কদমতলা বাজারের পার্শবর্তী সন্ন্যাসীবাড়ির কাছেও এক যুবকের লাশ পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই যুবকের পরিচয় ও মৃত্যুর কারণ উন্মোচন করতে পারেনি পুলিশ প্রশাসন। ফলে এই সব অস্বাভাবিক ঘটনাগুলোকে কেন্দ্র করে ক্ষোভ সঞ্চার হচ্ছে স্থানীয় জনমনে।

রামকৃষ্ণনগর থানার ওসি ইন্সপেক্টর এমএল থিয়েক জানান, ময়না তদন্তের রিপোর্ট আসার পর স্পষ্ট হবে মৃত্যুর কারণ। আপাতত কিছু বলা যাচ্ছে না। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে ঘটনাটি নেহাৎ খুন না ড্রাগস সেবনের কারণে সংঘটিত হয়েছে তা খতিয়ে দেখছেন তাঁরা, জানান ওসি থিয়েক।

কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে নতুন ও পুরাতন লাইসেন্স রিনিউ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগস্ট।। রাজধানী আগরতলা শহরের কৃষ্ণনগর বাদুরতলী অফিস গৃহে ত্রিপুরা কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে নতুন ও পুরাতন লাইসেন্স রিনিউ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে প্রায় আড়াই শতক ব্যবসায়ী সুবিধা গ্রহণ করেন।ত্রিপুরা কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত নতুন ও পুরাতন লাইসেন্স রিনিউ শিবিরের বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন রাজ্য সরকার প্রশাসনকে জনমুখী করার জন্য যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তার অঙ্গ হিসেবে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এ ধরনের শিবির সংগঠিত করা হবে বলে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানিয়েছেন।

সংগঠনের সদস্যরা যাতে সহজ উপায় লাইসেন্স রিনিউ করার সুযোগ পান সেই উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখেই এধরনের শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। সংগঠন বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নে সংগঠনের সকল সদস্যের সহযোগিতা আহ্বান করেছেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

ক্ষুদিরাম বসুকে কটাক্ষ করার প্রতিহাবাদ জানাল এআইডিওয়াইও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগস্ট।। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুকে নিয়ে কটাক্ষ করার প্রতিবাদে মঙ্গলবার আগরতলায় রাজবাড়ীর সামনে ক্ষুদিরাম বসুর মূর্তির পাদদশে এক বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করা হয় এআইডিওয়াইও এর উদ্যোগে। সংগঠনের সভাপতি ভবতোষ দে বলেন, ক্ষুদিরাম বসুর সুতীব্র দেশপ্রেম, আত্মবলিদান, ঘুমন্ত ভারতবাসীকে জাগিয়ে তুলেছিল। সম্প্রতি জী-৫ চ্যানেল দ্বারা বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুকে কালিমালিপ্ত করার অপপ্রয়াস চালানো হয়েছে। যা সকল অংশের জনগণ প্রতিবাদ করছেন।

নাগাল্যান্ডে নতুন ৬৫ জন করোনায় আক্রান্ত, সংখ্যা বেড়ে ৩৫২০

কোহিমা, ১৮ আগস্ট (হি.স.) : নাগাল্যান্ডে নতুন করে ৬৫ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। ফলে, রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩,৫২০ জন।

নাগাল্যান্ডের স্বাস্থ্যমন্ত্রী এস পাংন্যু ফোম তাঁর টুইট হ্যান্ডলে লিখেছেন, নতুন আক্রান্তদের মধ্যে কোহিমায় ৪১ জন, ডিমাপুরে ২৩ জন এবং মন জেলায় ১ জন রয়েছেন। তিনি বলেন, ৫০৩ জনের নমুনা পরীক্ষায় ৬৫ জন করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে।

প্রসঙ্গত, করোনা আক্রান্তের ঘটনায় নাগাল্যান্ডে ডিমাপুর শীর্ষে রয়েছে। ডিমাপুরে এখন পর্যন্ত ১,৭৯৬ জন করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। তাদের মধ্যে ১,১৫৩ জন সক্রিয় করোনা আক্রান্ত। এর পরেই স্থান কোহিমার। সেখানে ৯৭৬ জন করোনা আক্রান্তের মধ্যে ৬৩৯ জন বর্তমানে সক্রিয় রয়েছেন। তেমনি মন জেলায় ২৬৪ জন করোনা আক্রান্তের মধ্যে বর্তমানে ৭২ জন সক্রিয়। করোনা সংক্রমিতের নিরিখে পেরেন জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা মন জেলা থেকে বেশি।

প্রসঙ্গত, ৩,৫২০ জন করোনা আক্রান্তের মধ্যে বর্তমানে নাগাল্যান্ডে ১, ৯৭৬ জন সক্রিয় রয়েছেন। ১,৫৩০ জন সুস্থ হয়েছেন। ৭ জনের করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে এবং ৬ জন রাজ্যের বাইরে রয়েছেন।

উত্তর জেলায় পাচারকালে গবাদি পশু আটক করল বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগস্ট।। উত্তর ত্রিপুরা জেলায় আন্তর্জাতিক সীমান্তে আটক হলো আরো চারটি গবাদি পশু। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ টহল দেওয়ার সময় কোন চারটি গবাদিপশু আটক করতে সক্ষম হয়েছে। আটক করা চারটি গবাদিপশু ধর্মনগর থানার পুলিশের হাতে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ।জানা গেছে গবাদি পশু সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। জওয়ানরা বিষয়টি লক্ষ্য করে এগিয়ে গেলে পাচারকারীরা পালিয়ে যায়। পাচারকারীরা পালিয়ে যাওয়ার পর বিএসএফের জওয়ানরা চারটি গবাদিপশু আটক করে নিয়ে যায়। বিএসএফের তৎপরতার ফলে বাংলাদেশে পাচারের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

পিএম কেয়ারের ফান্ড পাবে না এনডিআরএফ, জানালো সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৮ আগস্ট (হি. স.): পিএম কেয়ার ফান্ডের টাকা জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিল এনডিআরএফকে দেওয়ার আর্জি খারিজ করে দিল দেশের শীর্ষ আদালত সুপ্রিম কোর্ট।মঙ্গলবার বিচারপতি অশোক ভূষণের নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে দুটি ফান্ড পৃথক। পাশাপাশি জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলায় নতুন পরিকল্পনা গ্রহণের দাবিতে আর্জি জানানো হয়েছিল দেশের শীর্ষ আদালতকে। এই প্রসঙ্গে সুপ্রিমকোর্ট জানিয়েছে যে ২০১৮ সালে এই সংক্রান্ত পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ফলে নতুন করে আর পরিকল্পনা নেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। সেন্টার ফর পাবলিক লিটিগেশনের তরফ থেকে আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ এই পিটিশন দায়ের করেছিলেন। প্রশান্ত ভূষণ এর তরফ থেকে বর্ষিয়ান আইনজীবী দুষ্মন্ত দুবে জানিয়েছেন, সংবিধানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে পিএম কেয়ার ফান্ড গড়ে তোলা হয়েছে। এর কোনও প্রকারের গুরুত্ব নেই।ফলে বিপর্যয় মোকাবিলা আইনের ১১ নম্বর ধারা অনুযায়ী করোনা মোকাবিলায় একটি নতুন জাতীয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করা উচিত। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিলের অর্থ দিয়েই করোনা মোকাবিলা করা উচিত। স্বাস্থ্য সংকট হওয়া সত্ত্বেও এই তহবিলের টাকা সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক সংস্থা গুলি ব্যবহার করতে পারছে না।

পিএম কেয়ার ফান্ড বর্তমানে সিএজি নজরদারির বাইরে। এমনকি এই ফান্ডকে তথ্য জানার অধিকার আইনের বাইরে রাখা হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে পিএম কেয়ার ফান্ড এর অর্থ কি জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিল স্থানান্তর করা হোক। কিন্তু দেশের শীর্ষ আদালতে আর্জি খারিজ করে দিয়েছে।

জম্মু-কাশ্মীরের শোপিয়ান থেকে ধৃত এক জঙ্গি

নয়াদিল্লি, ১৮ আগস্ট (হি. স.): জম্মু ও কাশ্মীরে জঙ্গি দমনে বড়োসড়ো সাফল্য পেলো নিরাপত্তা বাহিনী। সোমবার গভীর রাতে শোপিয়ান জেলার মালডুরা এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালায় সেনাবাহিনীর ৪৪ নম্বর রাষ্ট্রীয় রাইফেলস, সিআরপিএফের ১৭৮ নম্বর ব্যাটালিয়ন, জম্মু ও কাশ্মীর

ছয়ের পাতায় দেখুন

জলপথে উদ্ধার কার্যে মোতায়েন থাকা নৌকাকে অ্যাম্বুলেন্সে পরিণত করল কেরল প্রশাসন

তিরুবনন্তপুরম, ১৮ আগস্ট (হি. স.): করোনার জেরে দুর্ভোগের মধ্যে রয়েছে গোটা দেশ।স্বাস্থ্য পরিকাঠামো বৃদ্ধি করার প্রক্রিয়া প্রত্যেক দিন বেড়ে চলেছে।এমন পরিস্থিতিতে অভিনব পন্থা নিল কেরল সরকার। নদীপথে উদ্ধারকার্য চালানোর জন্য ব্যবহৃত হওয়া যন্ত্রচালিত নৌকাগুলিকে অ্যাম্বুলেন্সে পরিণত করল রাজ্যের জল পরিবহন মন্ত্রক। এতে করে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে নদীর পাড়ে বসবাসকারী কোন করোনা রোগীকে অনায়াসেই এই অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে হাসপাতালে নিয়ে

ছয়ের পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা সরকার
গ্রামোন্নয়ন দপ্তর

রেগার মাধ্যমে ব্যক্তিগত স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে আবেদন পত্র জমা করার বিজ্ঞপ্তি

রাজ্য সরকার মহাত্মা গান্ধী এন রেগা প্রকল্পে ব্যক্তিগত স্থায়ী সম্পদ তথা বনায়ন, পশুখামার নির্মাণ, পুকুর খনন ইত্যাদি সৃষ্টির মাধ্যমে রাজ্যের আর্থিকভাবে দূর্বল পরিবারের (জবকার্ডধারী) আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থায়ী সম্পদ তৈরীর জন্য আবেদন পত্র সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। জবকার্ড ধারীরা প্রতিটি ভিলেজ কমিটি/ গ্রামপঞ্চায়েত অফিস থেকে আবেদন পত্র সংগ্রহ করতে পারবেন অথবা গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের ওয়েব সাইট (www.rural.tripura.gov.in) থেকেও ডাউনলোড করতে পারবেন। আবেদন পত্র **আগামী ২৪শে আগস্ট ২০২০ ইং তারিখের মধ্যে** নিজ নিজ ভিলেজ কমিটি/ গ্রামপঞ্চায়েত অফিসে জমা করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত যারা এই প্রকল্পে সুবিধাভোগী হিসেবে চিহ্নিত হননি তাদেরকে এবছর অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

ধন্যবাদান্তে
অতিরিক্ত সচিব
গ্রামোন্নয়ন দপ্তর

আমার গ্রাম, আমার এম জি এন রেগা

আবেদন পত্রের নমুনা

মাননীয় প্রধান/ চেয়ারম্যান সমীপেষু

জি পি / ভি সি ঃ----------

ব্লক ঃ----------

জিলা ঃ----------

বিষয় ঃ এম জি আর এন রেগা প্রকল্পের অধীনে স্থায়ী আয় সৃষ্টির লক্ষ্যে স্ব-জমি/ বাসস্থানে স্থায়ী সম্পদ/ সম্পদ সমূহ উৎপাদনের জন্য ব্যক্তিগত বেনিফিট পাওয়ার আবেদন।

মহাশয়/ মহাশয়া,

আমি ———— পিতা ———— যার জব কার্ড নং ———— আর ও আর নং ———— নিম্নলিখিত এর জন্য [সঠিক স্থানে টিক্ (√)মার্ক করুন]

ক। তপঃশিলি উপজাতি (পরিযায়ী) ঃ ☐
খ। তপঃশিলি উপজাতি (অ-পরিযায়ী) ঃ ☐
গ। পুনঃ তালিকাভুক্ত উপজাতি ঃ ☐
ঘ। বেনিফিসিয়ারি (RoFR) ঃ ☐
ঙ। তপশিলি জাতি ঃ ☐
চ। দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী অন্যান্য পরিবার ঃ ☐
ছ। শারিরিক প্রতিবন্ধী কর্তার অধীনস্ত পরিবার ঃ ☐
জ। মহিলা কত্রীর অধীনস্ত পরিবার ঃ ☐
ঝ। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার (গ্রামীণ) অন্তর্গত বেনিফিসিয়ারী ঃ ☐

মহাত্মা গান্ধী এন রেগা প্রকল্পে কোন ব্যক্তি গত বেনিফিট পাইনি এবং আমার গ্রাম পঞ্চায়েত/ ভিলেজ কাউন্সিল এ ——— কানি বাস্তুভিটা জমি এবং ——— কানি অনান্য কাজের জমির মালিক। আমার নিজস্ব মালিকানার জমির বিবরণ ঃ

দাগ নম্বর	খতিয়ান নম্বর	মৌজা	জমির পরিমাণ (কানিতে)

আমি মহাত্মা গান্ধী এন রেগা প্রকল্পে বেনিফিট পেলে আমার স্ব-জমিতে নিম্নলিখিত কাজের মাধ্যমে আয় করিতে ইচ্ছুক।

ক্রমিক নং	যে সম্পদ সৃষ্টি করা হবে	উদ্ভিদ্ প্রজাতি/ জীবজন্তু সংখ্যা / জমির পরিমাণ
১।	বৃক্ষ রোপন	
২।	পুকুর খনন	
৩।	প্রাণিজ সম্পদ সুরক্ষা	
৪।	সেচব্যবস্থা	
৫।	জৈব সার ব্যবস্থাপনার জন্য গর্ত	
৬।	জল উৎসের জন্য গর্ত বা কুয়ো	
৭।	চারা গাছের প্রতিপালন / উৎপাদন	
৮।	টেরেস প্রথায় চাষাবাদ ক্ষেত্র	
৯।	চাষ যোগ্য ভূমি তৈরী	
১০।	বাঁধ নির্মাণ	

আমি শপথ নিচ্ছি যে মহাত্মা গান্ধী এম রেগা প্রকল্পে আমার জমি/ বাসস্থান এ সৃষ্ট আয়ের সম্পদের সুরক্ষার জন্য আমি সর্বদা সচেষ্ট থাকব।

তারিখঃ

নিবেদক
(জব কার্ড হোল্ডার [পরিবারের কর্তার] এর স্বাক্ষর)

প্রাপ্তি স্বীকার

মহাত্মাগান্ধী এম রেগা প্রকল্পে ব্যক্তিগত বেনিফিট পাওয়ার আবেদন পত্র নম্বর ———— গৃহিত হল, তারিখ ————।

ICA/D-390/2020-21

জি আর এস -এর স্বাক্ষর

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।